ট্যালিস্‌ম্যান্‌

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

ভট্টাচার্য্য সন্‌স্‌ লিমিটেড
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৯৪১

মূল্য : দেড় টাকা

দ্বিতীয় মুদ্রণ—মে, ১৯৪১

১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও ৬নং রাজকৃষ্ণ লেন, মেট্‌কাফ্‌ প্রেস হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ট্যালিস্‌ম্যান্

প্রথম পরিচ্ছেদ

সিরিয়া দেশে সূর্য্যের তেজ আগুনের মত, শরীর যেন ঝল্‌সিয়া যায়। এই প্রচণ্ড উত্তাপে একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় একজন যোদ্ধা মরু-সাগরের (ডেড্‌-সি) নিকটবর্ত্তী মরুভূমির উপর দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। মুসলমানদিগের হাত হইতে যিশু-খৃষ্টের পবিত্র সমাধি-মন্দির উদ্ধার করিবার জন্য যে সকল খৃষ্টান যোদ্ধা প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধ করিতে যাইতেন, তাঁহাদিগকে ক্রুজেডার যোদ্ধা বলিত। আমাদিগের পথিক যোদ্ধাটিও এই ক্রুজেডার দলের একজন সৈনিক। তাঁহার আপাদ-মস্তক বর্ম্ম আঁটা, পাশে তলোয়ার ঝুলান, হাতে বল্লম। বর্ম্মের উপর আলখাল্লার মতন একটি লম্বা জামা পরা, তাহাতে অনেকগুলি চিতাবাঘের ছবি আঁকা। চিতাবাঘের ইংরাজি নাম লেপার্ড—আমাদিগের যোদ্ধাটিকে ক্রুজেডার দলের সকলেই 'নাইট্‌-অব্‌-দি-লেপার্ড' বলিত।

মরুভূমির ভীষণ উত্তাপে পথিক যোদ্ধা শ্রান্ত এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান সন্ধান করিতে-ছিলেন। খানিক দূরে কতকগুলি তাল গাছ দেখিতে পাইয়া সেই দিকে চাহিয়া আছেন এমন সময় হঠাৎ দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া তাঁহারই দিকে আসিতেছে।

নিকটে আসিলে পর দেখিলেন, অশ্বারোহী একজন মুসলমান যোদ্ধা—স্থতরাং তিনি সতর্ক হইলেন।

মুসলমান যোদ্ধা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার ইচ্ছা খৃষ্টান যোদ্ধাও বল্লম লাগাইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু এই সকল পূর্ব্বদেশীয় যোদ্ধার স্বভাব পথিক যোদ্ধা বেশ ভাল রকমই জানিতেন—মিছামিছি তাঁহার ঘোড়াটিকে কেন ক্লান্ত করিবেন? সেজন্য তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুসলমান যোদ্ধা তাঁহার খুব নিকটে আসিয়া হঠাৎ আশ্চর্য্য কৌশলে তাহার ঘোড়াটিকে ফিরাইয়া তুইবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিল। খৃষ্টান যোদ্ধাটিও, পাছে প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার পিছনের দিক হইতে আক্রমণ করে, তাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলেন। মুসলমান যোদ্ধা তখন দূরে সরিয়া গেল, আবার আসিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিল—আবার দূরে সরিয়া গেল। এইরূপে তৃতীয়বার সেই প্রতিদ্বন্দ্বী নিকটে আসিল, তখন খৃষ্টান যোদ্ধা তাঁহার গদাটি লইয়া অব্যর্থ সন্ধানে মুসলমান যোদ্ধার মাথায় ছুঁড়িয়া মারিলেন। মুসলমান যোদ্ধা অতি কষ্টে হাতের ঢাল দিয়া তাহার মাথাটি বাঁচাইল বটে কিন্তু আঘাতের বেগে ঢালটি তাহার পাগড়িতে লাগাতে সে ঘোড়া হইতে সটান মাটিতে পড়িয়া গেল।

এই স্থবিধাটুকু পাইয়াও পথিক যোদ্ধা তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বী অসাধারণ ক্ষিপ্র, চক্ষের নিমেষে লাফাইয়া উঠিয়া ঘোড়াটিকে ডাকিল, ঘোড়াও বাধ্য ভৃত্যের মত তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র মুসলমান যোদ্ধা তাহার পিঠে চড়িয়া দূরে সরিয়া পড়িল। ইত্যবসরে পথিক যোদ্ধা তাঁহার গদাটি

পুনরায় হস্তগত করিলেন ; গদার ভয়ে মুসলমান যোদ্ধা তাঁহার নিকটে আসিতে আর সাহস পাইল না।

মুসলমান যোদ্ধার পিঠে একটি ধনুক ঝুলান ছিল, সে তখন ধনুক লইয়া দূর হইতে পথিক যোদ্ধাকে ক্রমাগত তীর ছুঁড়িতে লাগিল। গায়ে উৎকৃষ্ট বর্ম্ম না থাকিলে পথিক যোদ্ধার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত। বর্ম্ম থাকা সত্ত্বেও তিনি যে একেবারে রক্ষা পাইলেন তাহা নহে, মনে হইল যেন প্রতিদ্বন্দ্বীর শেষ তীর তাঁহার গায়ে বিদ্ধিল, তিনিও ঘোড়া হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সুযোগ বুঝিয়া মুসলমান যোদ্ধা তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। তখন হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া তিনি তাহার কোমরের পেটিটি ধরিয়া ফেলিলেন। বাস্তবিক মুসলমান যোদ্ধাকে ফাঁকি দিয়া নিকটে আনিবার জনাই পথিক যোদ্ধা ইচ্ছা করিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এতটা সুবিধা পাইয়াও তিনি শত্রুকে জব্দ করিতে পারিলেন না। তলোয়ার এবং বাণের তূণ শুদ্ধ পেটা ফেলিয়াই শত্রু দূরে পলায়ন করিল।

তলোয়ার ও তূণ হারাইয়া মুসলমান যোদ্ধা বড়ই মুস্কিলে পড়িয়া গেল ; তখন বাধ্য হইয়া শত্রুতা ছাড়িয়া পথিক যোদ্ধার নিকটে আসিয়া বলিল,—"দেখ ভাই ! আমাদের উভয় জাতির মধ্যে যখন এখন সন্ধি রহিয়াছে, তখন তোমাতে আমাতে যুদ্ধ হওয়াটা ভাল দেখায় না। এস, এখন হইতে আমরাও পরস্পরের বন্ধু হই।"

পথিক যোদ্ধা—তা বেশ, আমার কোন আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু এই বন্ধুতা যে তুমি বজায় রাখিবে তাহার প্রমাণ ?

মুসলমান যোদ্ধা—মহম্মদের শিষ্য কখনও কথার নড়-চড় করে না। 'সাহসী বীরপুরুষ বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে না', এটি যদি

আমার জানা না থাকিত, তবে বরঞ্চ তোমার নিকট থেকেই আমি জামিন চাহিতাম।

পথিক যোদ্ধা লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা ভাই! আমিও তবে কথা দিতেছি যে, যতক্ষণ আমরা এক সঙ্গে থাকিব, আমি কোন-রূপ অবিশ্বাসের কাজ করিব না।"

তখন দুইজনে মিলিয়া তালগাছগুলির দিকে চলিলেন; তাল গাছের তলায় ক্ষুদ্র জলাশয় আছে, তাহার জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর হইলে পর যোদ্ধা দুটি ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ঘোড়ায় চড়িয়া রওয়ানা হইলেন। পথিক যোদ্ধা এন্‌গাদির গির্জ্জার সন্ন্যাসীর উদ্দেশে আসিয়াছেন কিন্তু এন্‌গাদির পথ তাঁহার জানা নাই, ইহা শুনিয়া মুসলমান যোদ্ধা বলিল—"ভাবনা কি! আমিও সেখানে যাইতেছি—চল পথ দেখাইয়া দিব।" যাইবার পূর্ব্বে পথিক যোদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন সুন্দর স্থানটি, কি মিষ্টি জল! আচ্ছা, এই স্থানের নাম কি?"

মুসলমান যোদ্ধা—আরব ভাষায় এই স্থানটিকে মরু-হীরক (ডায়মণ্ড্‌-অব্‌-দি-ডেজার্ট) বলে।

যোদ্ধা দুটি তখন রওয়ানা হইলেন, মুসলমান যোদ্ধা পথপ্রদর্শক। দূরে কতকগুলি পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে চলিতে ক্রমে তাঁহারা পাহাড়ের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। মুসলমান যোদ্ধা

কথায় কথায় তাহার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ যাহার সঙ্গে পরিচয় হইল তাহার নামটি কি, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

পথিক যোদ্ধা—আমার প্রকৃত নাম জানিবার প্রয়োজন নাই, তবে ক্রুজেডার দলে সকলেই আমাকে 'কেনেথ্‌' বলিয়া ডাকে। আচ্ছা ভাই! তোমার নামটি কি? কোন বংশে তোমার জন্ম?

মুসলমান যোদ্ধা—স্যার কেনেথ্‌! তোমার নামটি বেশ, উচ্চারণ করিতে আমার কষ্ট হয় না। আমার নাম 'শিয়ারকফ', সেলজুক্‌ বংশে আমার জন্ম। কুর্দ্দিস্থানে (এসিয়া-মাইনরের একটি জেলা) সেল্‌জুক্‌ বংশের চাইতে উচ্চবংশ আর নাই।

স্যার কেনেথ্‌—হাঁ, আমি সেটা জানি; তোমাদের সুলতান সেলাদিনও ত:এই বংশের লোক।

শিয়ারকফ্‌—স্যার কেনেথ্‌! আমি শুনিয়াছি, তোমাদের মধ্যে নাকি সাহস ও বীরত্বের খুব আদর।

স্যার কেনেথ্‌—নিশ্চয়ই! উত্তম বংশের কোন যোদ্ধা যদি আমার মতন গরীবও হয় তবু রাজা মহারাজার সঙ্গে তাহার সমান আদর। আমাদের তাঁবুতে গিয়া সমস্ত দেখিলে শুনিলে তুমি অবাক হইয়া যাইবে। রাজা রিচার্ড যে কুড়াল দিয়া যুদ্ধ করেন, আমার এই কুড়ালটা তাহার নিকট পালকের মতন হালকা।

শিয়ারকফ্‌—হাঁ, রাজা রিচার্ডের ক্ষমতার কথা আমরাও অনেক শুনিয়াছি। আচ্ছা, তুমি কি তাঁহার প্রজা?

কেনেথ্‌—না আমি তাঁহার প্রজা নই, তাহার দলে মিশিয়া এই ক্রুজেড্‌ যুদ্ধে আসিয়াছি। অবশ্য তিনি যে দ্বীপের রাজা আমিও সেই দ্বীপেরই একজন লোক।

শিয়ারকফ্‌—তাহার অর্থ কি? তবে কি এক দ্বীপে দুই জন রাজা?

স্যার কেনেথ্‌ স্কট্‌লণ্ডবাসী কাজেই শিয়ারকফের কথার উত্তরে বলিলেন,—"হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ।"

এইরূপ গল্প করিতে করিতে যোদ্ধা দুটি চলিয়াছেন; ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিল তাঁহারাও পাহাড়ের খুব নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন অস্পষ্ট আলোকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন—রোগা লম্বা একটি লোক (শুষ্ক ও সুদীর্ঘদেহ) বনজঙ্গলের আড়ালে থাকিয়া ক্রমাগত তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে। কিছুক্ষণ পরেই লোকটি রাস্তার মাঝখানে লাফাইয়া পড়িয়া মুসলমান যোদ্ধার ঘোড়ার লাগাম ধরিল। তাহার পরিধানে ছাগলের চামড়া, চেহারাটি পাগলের মত! হঠাৎ এরূপ বিদ্‌ঘুটে চেহারার একজন লোক আসিয়া ঘোড়ার রাশ ধরাতে ঘোড়া চম্‌কাইয়া গিয়া পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং আরোহীকে লইয়া সটান মাটিতে পড়িয়া গেল।

আক্রমণকারী তখন ঘোড়ার রাশ ছাড়িয়া দিয়া শিয়ারকফের গলা টিপিয়া ধরিল। শিয়ারকফ্‌ তখন বেজায় চটিয়া গিয়া বলিল,—"দেখ্‌ পাগলা! তোর বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছে। শীঘ্র ছাড়্‌ নতুবা ছুরি হাতে লইব!"

আক্রমণকারী—ছুরির ভয় দেখাইতেছিস্‌? হতভাগা বিধর্ম্মী কুকুর!

এই বলিয়া একটানে শিয়ারকফের হাত হইতে ছুরি কাড়িয়া লইয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তখন বাস্তবিকই ভয় পাইয়া শিয়ারকফ

চেঁচাইয়া উঠিল,—"স্যার কেনেথ্‌! দেখিতেছ কি, শীঘ্র আইস; নতুবা এই পাগল আমাকে খুন করিয়া ফেলিবে।"

স্যার কেনেথ্‌ তখন আক্রমণকারীকে বলিলেন,—"তুমি কে? শীঘ্র ইহাকে ছাড়িয়া দাও। এই মুসলমান যোদ্ধাটি আমার বন্ধু, যতক্ষণ তাহার সঙ্গে আছি ততক্ষণ আমি তাহার সাহায্য করিব—এখনি ছাড়িয়া দাও নতুবা তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হইবে।"

পাগল—বাঃ, বেশ বলিয়াছ! একটা বিধর্ম্মীর জন্য তোমার স্বধর্ম্মীর সঙ্গে ঝগড়া করিবে! ক্রুজেডারের উপযুক্ত কথাই বটে!

স্যার কেনেথ্‌কে পাগল তিরস্কার করিল বটে কিন্তু শিয়ারকফ্‌কে তখনি ছাড়িয়া দিল এবং ছুরিটিও ফিরাইয়া দিয়া বলিল,—"কি ইল্‌ডারিম! এখন তোমার বাহাদুরি রইল কোথায়? দেখিলে ত, ভগবানের ইচ্ছা হইলে কত সহজে তোমার জারিজুরি ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়?"

শিয়ারকফ্‌ একটুও রাগ করিল না, পাগলকে গালাগালিও দিল না। শুধু এই কথা বলিল,—"ভবিষ্যতে যদি কোন দিন এরূপ বাড়াবাড়ি কর তবে কিন্তু ভাল হইবে না। গালাগালি দাও, যাহা খুসি কর আমি কিছুই বলিব না; কিন্তু আর যদি কোন দিন আমার উপর হাত তুলিবে তবে তখনি মাথাটি কাটিয়া ফেলিব।"

তারপর ঘোড়ায় চড়িতে চড়িতে কেনেথ্‌কে বলিল,—"দেখ বন্ধু কেনেথ্‌! এসব মরুভূমির মাঝে বিপদ আপদের সময় শীঘ্র শীঘ্র একটা কিছু করিয়া ফেলিতে হয়, শুধু দাঁড়াইয়া মিষ্টি কথা বলিলে কোন কাজ দেয় না। তোমার উচিত ছিল পূর্ব্বেই আমাকে সাহায্য

করা—আর একটু হইলেই ত পাগলটা আমাকে শেষ করিয়াছিল আর কি!"

স্যার কেনেথ্‌—তাইত ভাই! আমার অন্যায়ই হইয়াছে। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি শিয়ারকফ্‌! লোকটা হঠাৎ আসিয়া একেবারে তোমার উপর পড়িল, আর তাহার চেহারাটা যেমন বিদ্‌ঘুটে—আমার ত ভয়ই হইয়াছিল যে লোকটা বুঝিবা ভূত। তাই চম্‌কাইয়া গিয়াছিলাম বলিয়াই তোমাকে সাহায্য করিতে দেরী হইল।

শিয়ারকফ্‌—তা ভূত হউক আর যাহাই হউক, কথা যখন দিয়েছিলে তখন বন্ধুকে সাহায্য করিতে তুমি বাধ্য। এই পাগলাটাকে জান? তুমি যাহার উদ্দেশ্যে আসিয়াছ এ এন্‌গাদির সেই সন্ন্যাসী!

স্যার কেনেথ্‌—কখনই না! তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করিতেছ। এ কখনই সেই সাধু সন্ন্যাসী হইতে পারে না।

শিয়ারকফ্‌—আচ্ছা, আমার কথা বিশ্বাস না হয় উহাকেই জিজ্ঞাসা কর।

সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিবার দরকার হইল না। সে নিজেই বলিল—"হ্যাঁ, আমিই এন্‌গাদির সন্ন্যাসী থিওডরিক্‌—এই মরুভূমিই আমার বাড়ী, আমি খৃষ্টানদের পরম বন্ধু এবং বিধর্ম্মীদের ভীষণ শত্রু।" এই বলিয়া জামার ভিতর হইতে একটি লোহার গদা বাহির করিয়া মাথার উপর বন্‌ বন্‌ শব্দে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। তাহার আচরণ পাগলের মত—একেবারেই সন্ন্যাসীর মত নহে। স্যার কেনেথ্‌ অবাক্‌ হইয়া রহিলেন।

শিয়ারকফ্‌ সন্ন্যাসীর স্বভাব জানিতেন, স্যার কেনেথ্‌কে বলিলেন

—"সন্ন্যাসী আমাদিগকে তাহার সঙ্গে যাইতে বলতেছে। উহার সঙ্গে যাওয়া ভিন্ন আর উপায়ও নাই: রাত্রিতে থাকিবার স্থান কোথায়ও পাওয়া যাইবে না। চল শীঘ্র, উহাকে চোখের আড়াল হইতে দিলে চলিবে না।"

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিতে চলিতে সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে পিছনের দিকে ফিরিয়া হাত নাড়িয়া পথিক দুটিকে ডাকিতে লাগিল। পথ অতিশয় দুর্গম, অতি কষ্টে এবং সাবধানে যোদ্ধা দুটি চলিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন একটি গহ্বরের মুখে দাঁড়াইয়া মশাল হাতে লইয়া সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে সঙ্কেত করিতেছে। তখন কষ্টের শেষ হইল মনে করিয়া পথিক দুটি নিশ্চিন্ত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঘোড়া হইতে নামিয়া উভয়ে সন্ন্যাসীর সহিত গুহায় প্রবেশ করিলেন। ভিতরে গিয়া দেখিলেন, গুহাটি দুইভাগে বিভক্ত। বাহিরের অংশে একটি বেদি তাহার উপরে একটি ক্রুস—এটি সন্ন্যাসীর উপাসনার স্থান। এই ঘরের একপাশে যোদ্ধা দুটি তাঁহাদিগের ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিয়া ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী তখন তাঁহাদিগের রাত্রিবাসের জন্য ঘরটিকে গুছাইতেছিল।

বাহিরের ঘরের ঠিক মধ্যখানে একটি দরজা, সেটি খুলিয়া সন্ন্যাসীর শুইবার ঘরে যাইতে হয়। এই ঘরটি একটু বড়, ইহাতে আবশ্যকীয় কিছু কিছু আসবাবও রহিয়াছে—ঘরটি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আচার ব্যবহারে সন্ন্যাসী হইলেও তাহার সুদীর্ঘ দেহখানি এবং

আগুনের মত উজ্জ্বল চক্ষু দুটি দেখিলে তাহাকে বরং সৈনিকের মতই মনে হয়। তাহার গম্ভীর ও নির্ভীক ভাব দেখিয়া মুসলমান যোদ্ধারও তাহার প্রতি ভক্তি হইল; সে স্যার কেনেথ্‌কে বলিল,—“পাগলের মেজাজটি দেখিতেছি এখন বেশ ঠাণ্ডা। উহার একটা নিয়ম আছে—দেখিবে এখন, আমাদের আহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে কথা বলিবে না।”

বাস্তবিক তাহাই হইল—পথিক দুটির আহারাদি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী একটিও কথা বলিল না। আহারের পর শিয়ারকফ্‌কে সরবৎ এবং স্যার কেনেথ্‌কে একটু মদ দিয়া বলিল—“খাও বাবা তোমরা; এ ভগবানের দান, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া পান কর।” এই বলিয়া সন্ন্যাসী তাহার নিজের কাজে বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে পর কেনেথ্‌ তাহার সম্বন্ধে শিয়ারকফ্‌কে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শিয়ারকফ্‌ বলিল—“এই সন্ন্যাসী পূর্ব্বে একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিল, জেরুজালেমেই চিরকাল থাকিবে মনে করিয়া সে আসে। তারপর এই স্থানটি তাহার খুব পছন্দ হওয়ায় এই খানেই বাস করিতে থাকে। তুর্কীরা তাহাকে ‘হ্যামেকো’ অর্থাৎ পাগল সন্ন্যাসী বলিয়া ডাকে। লোকটি বেশ জ্ঞানী, এখানে আসিবার পর অল্পদিনের মধ্যেই তাহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সুলতান স্যালাডিন্‌ তখন হুকুম প্রচার করিয়া দিলেন যে, কেহ কোন দিন সন্ন্যাসীর অনিষ্ট করিবে না বরং আবশ্যক হইলে সকলেই তাহার সাহায্য করিবে। অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান এমন কি স্বয়ং স্যালাডিনও কতবার এই গহ্বরে আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।”

শিয়ারকফের কথায় কেনেথ্‌ সন্তুষ্ট হইলেন না, তাঁহার সন্দেহ

হইল সে এই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে আরও সংবাদ জানে কিন্তু তাঁহাকে বলিল না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে সন্ন্যাসীকে ভালরূপ না জানিয়া তিনি যে কাজে আসিয়াছেন সে কাজের বিষয় তাহাকে বলিবেন না। এইরূপ স্থির করিয়া শিয়ারকফ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তোমার নাম বলিয়াছিলে শিয়ারকফ্‌ কিন্তু একটু পূর্ব্বে যে শুনিলাম সন্ন্যাসী তোমাকে অন্য নামে ডাকিল ?"

শিয়ারকফ্‌ বলিল,—"হাঁ, সন্ন্যাসী আমাকে 'ইল্‌ডারিম্‌' বলিয়া ডাকিয়াছিল ; আমার নাম ইল্‌ডারিম্‌ও বটে। এখন চুপ কর, ঐ শোন সন্ন্যাসী আসিতেছে।" ঠিক তখনি সন্ন্যাসী ঘরে আসিয়া রাত্রে শুইবার জন্য তাঁহাদিগকে দুটি খাট দেখাইয়া দিল।

শ্রান্ত পথিক দুটি আহারের পর শয়ন করিবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্যার কেনেথ্‌ কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারেন না ; হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যেন বুকের উপরে একটা চাপ পড়িয়াছে। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন সন্ন্যাসী তাঁহার বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া—বাঁহাতে তাহার একটি রূপার লণ্ঠন এবং ডানহাত দিয়া তাঁহার বুক চাপিয়া ধরিয়াছে।

স্যার কেনেথ্‌ চক্ষু মেলিয়াছেন দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিল,—"চুপ করিয়া থাক, গোলমাল করিও না। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে ! ও ব্যাটা বিধর্ম্মীর সাক্ষাতে বলিব না। উঠ, চুপি চুপি আমার সঙ্গে আইস।"

স্যার কেনেথ্‌ তলোয়ার লইয়া প্রস্তুত হইলে পর সন্ন্যাসী বলিল—"তলোয়ার লইবার দরকার নাই, আমরা ত যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না।" তখন তলোয়ার রাখিয়া কেনেথ্‌ সন্ন্যাসীর পিছনে পিছনে

চলিলেন। বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া সন্ন্যাসী বেদির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া একটু প্রার্থনা করিয়া লইল, স্যার কেনেথ্‌ও অবশ্য তাহাতে যোগ দিলেন। প্রার্থনার পর সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কেনেথ্‌কে বলিল—"ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ডের নিকট হ'তে কোন সংবাদ লইয়া আমার নিকট আসিয়াছ কি ?"

স্যার কেনেথ্‌—না, রাজা রিচার্ড আমাকে পাঠান নাই, তিনি পীড়িত—ক্রুজেডারদের সভা আমাকে পাঠাইয়াছেন।

সন্ন্যাসী—তোমার নিদর্শন কি ?

সন্ন্যাসীর প্রশ্ন শুনিয়া স্যার কেনেথ্‌ মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর উগ্র মূর্ত্তি ও পাগলামি দেখিয়া তাহার প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন তাহার ভদ্র ব্যবহার এবং সাধু পুরুষের মত আকৃতি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে সে পাগল কিংবা অবিশ্বাসের পাত্র নহে। সুতরাং এখন তাহাকে সন্দেহ করাটা উচিত হইবে না।

চিন্তা করিয়া কেনেথ্‌ উত্তর করিলেন—"রাজারা ভিখারীর নিকট ভিক্ষা চাহিতেছেন, এই কথাটি আমার সাঙ্কেতিক নিদর্শন।"

সন্ন্যাসী—ঠিক বলিয়াছ বাবা! আমি তোমাকে বিলক্ষণ জানি। তবে কি জান—'সাবধানের মার নাই' এই জন্যই তোমাকে পরীক্ষা করিলাম। তুমি কিছু মনে করিও না।

তার পর কেনেথ কে সঙ্গে আসিবার জন্য সঙ্কেত করিয়া সন্ন্যাসী বেদির পিছনে গিয়া দেয়ালে একটি স্প্রিং টিপিল—তৎক্ষণাৎ দেয়ালের গায়ে একটি দরজা খুলিয়া গেল। দরজার সম্মুখেই সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি ধরিয়া দুই জনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উপরের দিকে উঠিয়া একটি

খিলান করা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরের অপর প্রান্তে পুনরায় সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি ধরিয়া আবার একটি দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। সন্ন্যাসী কেনেথ্‌কে দরজায় তিনটি টোকা মারিতে বলিল, টোকা দেওয়া মাত্র দরজা আপনা হতেই খুলিয়া গেল—অন্ততঃ কেনেথ্‌ কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তাহাই মনে করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দরজা খুলিবামাত্র স্যার কেনেথ্‌ দেখিলেন সম্মুখে একটি গির্জ্জা—গির্জ্জার উজ্জ্বল আলোকে তাঁহার চক্ষু ঝল্‌সিয়া গেল। অন্ধকার হইতে হঠাৎ এরূপ উজ্জ্বল আলোকে আসিয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত কেনেথ্‌ অন্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। চক্ষু অভ্যস্ত হইলে পর দেখিলেন গির্জ্জাটি পাহাড়ের গা কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, তুই পাশে ছয়টি বড় বড় থামের উপর গির্জ্জার ছাদ—ছাদ এবং থামগুলির সুন্দর কারুকার্য্য দেখিয়া কেনেথ্‌ অবাক্‌ হইয়া গেলেন।

গির্জ্জার পূর্ব্ব প্রান্তে একটি বেদি, বেদির পিছনে সোণালি কাজ করা রেশমের পর্দ্দা—দেখিলেই মনে হয় পর্দ্দার পিছনে কোনও মূর্ত্তি কিংবা কাহারও পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন রাখা হইয়াছে। এই পবিত্র স্থানটির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া কেনেথ্‌ প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনার সময় হঠাৎ পর্দ্দা সরিয়া গেল—মনে হইল যেন কেহ পর্দ্দাটি সরাইয়া দিল। তখন দেখিলেন, পর্দ্দার পিছনে রৌপ্যনির্ম্মিত ক্ষুদ্র একটি গির্জ্জা, তাহার মধ্যে বড় একটি কাঠের টুকরায় লেখা "ভেরাক্রু" (আসল ক্রুসের অংশ)। ঠিক এই সময় কোথা হইতে বন্দনার সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ

হইল এবং সঙ্গীত শেষ হওয়া মাত্র আপনা হইতেই পর্দ্দা পুনরায় পড়িয়া গেল! প্রার্থনা শেষ করিয়া কেনেথ্‌ চারিদিকে চাহিয়া সন্ন্যাসীর সন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। সন্ন্যাসী ভিতরে প্রবেশ করেন নাই, গির্জ্জার দরজায় তখন পর্য্যন্ত হাঁটু গাড়িয়া ছিলেন।

কেনেথ্‌ সন্ন্যাসীর নিকটে আসিলেন। সন্ন্যাসী বলিল—"অপেক্ষা কর, দেখিবার এখনও অনেক বাকি রহিয়াছে।" এই বলিয়া সে গির্জ্জার দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিল, কেনেথ্‌ একাকী গির্জ্জার ভিতরে রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—"যাহাই কেন হউক না, শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িব না।"

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ টুং টুং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—কোথা হইতে বাজিল এবং কে বাজাইল কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। স্যার কেনেথ্‌ তখন বেদির সম্মুখে গির্জ্জার এক কোণে গিয়া ব্যাপার কি তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর হঠাৎ পুনরায় পর্দ্দাটি সরিয়া গেল, সেই পবিত্র চিহ্নের সম্মুখে কেনেথ্‌ ভক্তিভরে হাঁটু গাড়িলেন; তখন আবার সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ হইল। সঙ্গীতের শব্দ ক্রমশঃ নিকটে আসিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে অপর পাশের দেয়ালে একটি দরজা খুলিয়া গেল—কেনেথ্‌ উৎসুক হইয়া দরজার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই চারিটি ফুটফুটে ছেলে—তাহাদের প্রথম দুইটি হাতে ধুনো লইয়া, পেছনের দুইটি ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে আসিল। তাহাদের পেছনে ছয়টি মহিলা গান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত

—তাঁহাদিগের আপাদমস্তক সন্ন্যাসীর ন্যায় কাল বা সাদা কাপড়ে মোড়া। মহিলাদিগের প্রথম কয়েকজনের হাতে জপ-মালা, আর যাঁহাদের সাদা কাপড়ে গা ঢাকা তাঁহাদিগের হাতে গোলাপফুলের মালা।

বেদির নিকটে আসিয়া ছয়টি মহিলা সারি বাঁধিয়া মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন, স্যার কেনেথ্‌ যে নিকটেই হাঁটু গাড়িয়া রহিয়াছেন, সেটা তাঁহারা গ্রাহ্যই করিলেন না।

দ্বিতীয় বার প্রদক্ষিণ করিবার সময় তাঁহারা কেনেথের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন একটি মহিলা তাঁহার হাতের মালা হইতে একটি গোলাপফুল তুলিয়া লইলেন এবং ফুলটি যেন তাঁহার অজ্ঞাত-সারেই কেনেথের ঠিক পায়ের উপর পড়িয়া গেল! গায়ে হঠাৎ তীর বিন্ধিলে লোক যেমন চম্‌কাইয়া উঠে স্যার কেনেথ্‌ও সেইরূপ চম্‌কাইয়া উঠিলেন।

তৃতীয় বার প্রদক্ষিণ কালে স্যার কেনেথ্‌ বিশেষ মনোযোগের সহিত সেই মহিলাটিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। মহিলাটি ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সাদা ওড়নার ভিতর হইতে সুন্দর হাতখানি বাহির করিয়া একটি গোলাপ কেনেথের পায়ের নিকটে ফেলিলেন।

এবারে ত আর ফুলটি হঠাৎ পড়িয়া যায় নাই, ইচ্ছা করিয়াই মহিলাটি ফুল ফেলিয়াছেন, আর কেনেথের সন্দেহ রহিল না। তাহার উপর আবার মহিলাটির আঙ্গুলে সেই পরিচিত চুণীর আংটিটি রহিয়াছে দেখিয়া কেনেথ্‌ বুঝিতে পারিলেন যে তিনি যাঁহাকে ভালবাসেন এ তাঁহারই হাত। এতদিন তাঁহার সহিত একটিও কথা বলিবার সুযোগ

কেনেথের হয় নাই, শুধু দূর হইতে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। যুদ্ধের সময় কেনেথের অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছে, সকলেই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছে বটে কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! তিনি স্কট্‌লণ্ড্‌ দেশীয় একজন সামান্য যোদ্ধা—কি করিয়া তাঁহার ভালবাসার পাত্রীর সহিত মিশিবেন? সেজন্য দূর হইতেই তাঁহার পূজা করিয়া কেনেথ সন্তুষ্ট থাকিতেন।

এদিকে মহিলাটির চক্ষু সর্ব্বদাই কেনেথের উপর রহিয়াছে। মুসলমানদিগের সহিত প্রতিদিন ক্রুজেডার দলের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের সংবাদ আসিলেই সকলে কেনেথের গুণ কীর্ত্তন করে। শুনিয়াই ক্রমে মহিলাটি কেনেথের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন।

মহিলাটির নাম এডিথ। তিনি অতি উচ্চবংশের কন্যা হইলেও এই সামান্য যোদ্ধার প্রশংসা তাহার নিকট বড়ই ভাল লাগিত। ক্রমে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই অজ্ঞাতকুলশীল যোদ্ধার উপরই তাঁহার ভবিষ্যৎ সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে। এই এন্‌গাদির গির্জ্জার মধ্যে ক্রমান্বয়ে দুইটি গোলাপ স্যার কেনেথের পায়ের কাছে পড়িল, এটা তিনি ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়াছেন—এটা তাঁহার ভালবাসার নিদর্শন।

দেখিতে দেখিতে ছয়টি মহিলা সেই পাশের দরজা দিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন, কেনেথ তখনও হাঁটু গাড়িয়াই বসিয়া আছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রায় একঘণ্টা পরে হঠাৎ একটা কর্কশ শিষ্ বাজিয়া উঠিল, কেনেথ চম্‌কাইয়া উঠিলেন! দেখিতে দেখিতে গুপ্ত দরজা দিয়া মেজের ভিতর হইতে অতি কুৎসিত একটা বামন আসিয়া উপস্থিত, তাহার বাঁ হাতে একটা ঝাঁটা এবং ডান হাতে একটা আলো। বামন পুনরায় শিষ দিল এবং গুপ্ত দরজা দিয়া তাহার সঙ্গিনী একটি কুৎসিত বামন স্ত্রীলোকও আসিয়া উপস্থিত হইল। স্যার কেনেথ্ বুঝিতে পারিলেন যে ইহাদিগের কাজ গির্জ্জা পরিষ্কার করা।

খানিকক্ষণ ঘর পরিষ্কার করার পর বামন দুটি হঠাৎ স্যার কেনেথ্‌কে দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। কি বিকট হাসি! স্যার কেনেথ চমকাইয়া উঠিয়া বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তোরা চেঁচামেচি করিয়া ধর্ম্মমন্দির অপবিত্র করিতে আসিয়াছিস্?"

পুরুষ বামন উত্তর করিল,—"আমি ডোয়ার্ফ্ নেক্‌টাবেনাছ্।"

স্ত্রী বামনটি বলিল,—"আমি নেক্‌টাবেনাছের স্ত্রী গুনিভা।"

এমন সময় হঠাৎ কে জানি বলিল,—"তোদের কাজ শেষ হইয়াছে, শীঘ্র এখান হইতে যা।"

হুকুম শুনিয়া বামন দুই জন আলো লইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল। কেনেথ্ তখন অন্ধকার গির্জ্জায় একাকী রহিলেন। ক্রমে দরজার ফাঁক দিয়া সন্ন্যাসীর লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোক দেখিতে পাওয়া গেল। সন্ন্যাসী তখন পর্য্যন্ত গির্জ্জার দরজায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছেন। ধীরে ধীরে কেনেথ্ তাঁহার নিকটে আসিলে পরে উভয়ে পুনরায় গহ্বরে ফিরিয়া আসিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন সন্ন্যাসীর সহিত কেনেথের অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা হইল এবং তাহার ফলে তিনি আরও দুইদিন সন্ন্যাসীর আশ্রমে থাকিতে বাধ্য হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড ক্রুজেড্‌ যুদ্ধে আসিয়া "একার" এবং "য়্যাস্‌কালন" সহরের মধ্যখানে এক স্থানে তাঁবু ফেলিয়াছেন। এন্‌গাদির সন্ন্যাসী থিওডোরিকের আশ্রম ছাড়িয়া এখন দেখা যাউক রাজা রিচার্ডের তাঁবুতে কিরূপ অবস্থা।

একে শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম তাহার উপর মরুভূমির অস্বাস্থ্যকর হাওয়া—রাজা রিচার্ডের মত অসাধারণ শক্তিশালী লোকও তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না; এশিয়া দেশের জ্বর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। তাঁহার শরীর ক্রমে এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে তিনি ঘোড়ায় চড়িতেও অসমর্থ হইলেন। ক্রমে ক্রুজেড্‌যুদ্ধের মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হইবারও শক্তি রহিল না—রাজা রিচার্ড শয্যায় আশ্রয় লইলেন।

খাঁচায় বদ্ধ থাকিয়া সিংহ যেমন বাহিরের শিকারের প্রতি শুধু চাহিয়া দেখে কিন্তু কিছু করিবার শক্তি থাকে না, অসুখে বিছানায় পড়িয়া রাজারও সেইরূপ অবস্থা! তাঁহার স্বভাবতঃ উগ্র প্রকৃতি রোগের যন্ত্রণায় আরও খিট্‌খিটে হইয়াছে—চাকরেরা ভয়ে রোগীর নিকটে আসিতে সাহস পায় না, ডাক্তার পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিতে ভয় পায়!

ট্যালিস্‌ম্যান্

ব্যারন্ স্যার টমাস্ রাজার বিশ্বাসী অনুচর এবং বন্ধু। তাঁহার প্রকৃতি বড়ই মিষ্ট, তিনি রাজার অত্যন্ত ভক্ত। তাঁহাকে কেহ কেহ 'লর্ড-ডি-ভক্স্' বলিয়াও ডাকিত। এই সাংঘাতিক রোগীকে কেবল মাত্র ডি-ভকস্ই বাগাইতে পারিতেন।

একদিন বিকাল বেলা রাজা বিছানায় শুইয়া আছেন, তাঁহার বিশাল দেহখানি জীর্ণশীর্ণ, জ্বরের উত্তাপে চক্ষু দুটি আগুনের মত জ্বলিতেছে। তিনি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন, টমাস্ ডি-ভক্স্ তাঁহার বিছানার পাশেই দাঁড়াইয়া আছেন। রাজার তাঁবুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; বিছানার পাশে একটি টেবিলের উপর তাঁহার প্রকাণ্ড ঢালটি—ঢালের উপর তিনটি সিংহের ছবি আঁকা। ঢালের সম্মুখেই সোণার মুকুট—মুকুটের পাশে যুদ্ধের কুড়াল। কুড়ালটি প্রকাণ্ড, রাজা রিচার্ড ভিন্ন অন্য কোন লোকের সেটি তুলিবারও শক্তি নাই।

খানিকক্ষণ পরে স্যার টমাস্‌কে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্যার টমাস্! কোন বিশেষ সংবাদ আছে কি?"

স্যার টমাস্—সংবাদ আর কি থাকিবে! এখন ত মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি, যুদ্ধের সংবাদ কিছুই নাই। আমাদের রাণী, রাজকুমারী এডিথ্ এবং অপর সহচরীদিগকে লইয়া মহারাজের আরোগ্য লাভের জন্য এন্‌গাদির গির্জ্জায় পূজা দিতে গিয়াছেন—এই একটা নূতন সংবাদ আছে বটে।

রাজা—চারদিকে সব বিধর্ম্মী শত্রু, এখন কি এন্‌গাদি যাওয়াটা রাণীর উচিত হইয়াছে?

স্যার টমাস্—তাহাতে কি প্রভু! রাজা সেলাডিন্ যে তাঁহাদিগকে অভয় দিয়াছেন, ভয়ের কারণ কি?

রাজা—ঠিক বলিয়াছ টমাস্‌। সেলাডিনকে অবিশ্বাস করাটা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে, আমি তাহার ক্ষতিপূরণ করিব। ঈশ্বর ইচ্ছায় যদি ভাল থাকিতাম তবে ক্ষতিপূরণটাও ভাল করিয়াই করিতাম।

এই কথা বলিতে বলিতে রাজা রিচার্ড উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, অতি কষ্টে বিছানার উপর বসিয়া হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মাথার উপরে ঘুরাইতে লাগিলেন, যেন সত্যসত্যই কুড়াল লইয়া সেলাডিনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন। টমাস্‌-ডি-ভক্‌স্‌ ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাকে একরকম জোর করিয়াই বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। অন্য কেহ হইলে বিষম বিপদ হইত, কিন্তু স্যার টমাস্‌কে রাজা কোনও বাধা দিলেন না, বিনা আপত্তিতে বিছানায় শুইয়া বলিলেন,—"দেখ টমাস্‌! তুমি বড় কড়া মেজাজের লোক।"

স্যার টমাস্‌—আপনি এত সহজেই ব্যস্ত হইয়া পড়েন কেন? জ্বরটা আর এমন একটা কি, একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেই ভাল হইয়া যাইবেন।

রাজা—আরে শুধু কি জ্বরের কথা বলিতেছি? আচ্ছা, আমার না হয় জ্বরই হইয়াছে, কিন্তু ক্রুজেডার দলে এতগুলি বড় বড় যোদ্ধা রহিয়াছেন—তাঁহাদের কি হইল? তাঁহারা কেন যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ধি করিতে গেলেন? ইহার অন্য কোন কারণ নাই—শুধু তাঁদের আলস্য। এই অলসতার দরুণই সকলে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা, মানসম্ভ্রম সব ভুলিয়াছেন—এমন কি ভগবানকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন!

স্যার টমাস্‌—দোহাই ভগবানের! বিষয়টাকে আপনি এতটা খারাপ ভাবে নিবেন না! আমার মনে হয় আপনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়া আছেন বলিয়াই সকলে একটু নিরুৎসাহ হইয়াছেন।

রাজা—টমাস্‌! তোমার কথা শুনিয়া আমার বড় অহঙ্কার হইতেছে। কিন্তু এতগুলি বড় বড় যোদ্ধা থাকিতে একজনের ব্যারাম হইয়াছে বলিয়া সকলের উৎসাহ গেল? আচ্ছা, তাঁহাদের মধ্যে অন্য একজনকে তাঁহারা সেনাপতি করুক না কেন?

স্যার টমাস্‌—আজ্ঞে, আমি শুনিয়াছি তাঁহারাও নাকি এই রকম একটা পরামর্শ করিয়াছেন!

রাজা—বটে, তাঁহারা বুঝি ভাবিয়াছেন যে আমি মরিয়া গিয়াছি? না—না, তাহাই বা বলি কেন—তাঁহারা ঠিকই করিয়াছেন। আচ্ছা, কাহাকে তাঁহারা সেনাপতি করিবেন মনে করিয়াছেন?

স্যার টমাস্‌—পদমর্য্যাদায় ত দেখিতেছি ফ্রান্সের রাজা ফিলিপেরই প্রথম দাবি।

রাজা—অতি উত্তম কথা! কিন্তু রাজা ফিলিপকে সেনাপতি করিলে একটা মুস্কিল হইতে পারে—তিনি হয়ত যুদ্ধের সময় 'অগ্রসর হও' বলিতে গিয়া 'পিছনে হট' বলিয়া বসিবেন; আর জেরুজালেমএ না গিয়া সকলকে লইয়া তাঁহার রাজধানী প্যারিসেই উপস্থিত হইবেন।

স্যার টমাস্‌—তবে অষ্ট্রিয়ার ডিউক্‌কে করিতে পারেন।

রাজা—কি, আর্কডিউক্‌ সেনাপতি হইবেন! কেন, তোমার মত স্থূলকায় বলিয়া? বুদ্ধিটাও যে তাঁহার প্রায় তোমারই মত মোটা! শোন টমাস্‌! ডিউকটি একটি মস্ত কাপুরুষ, তাঁহার ঐ মাংসাপণ্ডের মধ্যে এক বিন্দুও সাহস নাই।

স্যার টমাস্‌—তবে মহারাজ! টেম্‌প্লারদের গ্র্যাণ্ড্‌ মাষ্টারকে সেনাপতি করিলে কেমন হয়? তিনি অসাধারণ যোদ্ধা, সাহসও তাঁহার কম নহে?

রাজা—গ্র্যাণ্ড্‌ মাষ্টার 'আমরির' সম্বন্ধে আমার অন্য কোনও আপত্তি নাই—তিনি সেনাপতির কাজ ভালই করিবেন, সকলের আগে দাঁড়াইয়া যুদ্ধও করিবেন। কিন্তু টমাস! সেলাডিন্‌ বিধর্ম্মী হইলেও তাঁহার অনেক গুণ আছে, যোদ্ধাও তিনি অসাধারণ! তুমি কি মনে কর জেরুজালেম্‌ সেলাডিনের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া গ্র্যাণ্ড্‌ মাষ্টারকে দেওয়াটা ঠিক হইবে? লোকটা যে বেজায় ধড়িবাজ—ঘোর পৌত্তলিক, ভূত-প্রেতের পূজা করে—যত রকমের অন্যায় কাজ কোনটাই যে তাহার আটকায় না!

স্যার টমাস্‌—তবে মহারাজ, আর একজন আছে। আচ্ছা, মার্কুইস্‌ কন্‌র্যাড্‌-অব-মসেরাকে সেনাপতি করিলে হয় না? লোকটি যেমন জ্ঞানী তেমনই সুপুরুষ, তাহার উপর আবার খুব ভাল যোদ্ধা।

রাজা—কি, কাউণ্ট মসেরা জ্ঞানী? বরঞ্চ বল—ধূর্ত্ত। মেয়েদের চক্ষে সে সুপুরুষ বটে! কিন্তু তাহাকে সকলে রসিক বাবুটি বলিয়াই জানে—সে আবার সেনাপতি হইবে কি!

স্যার টমাস্‌—হাঁ, বুঝিতে পারিয়াছি! যেখান হইতে আরম্ভ আবার সেইখানেই আসিয়া শেষ করিতে হইল—রাজা রিচার্ড সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই পবিত্র সমাধি মন্দিরে গিয়া প্রার্থনা করিবার আর কোন আশা নাই।

স্যার টমাসের এই গভীর মন্তব্য শুনিয়া রাজা রিচার্ড হোঃ-হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; তারপর বলিলেন,—"আরে টমাস্‌! তোমার এই মোটা বুদ্ধির কাছে দেখিতেছি শেষ কালটায় হার মানিতে হইল। হাঁ টমাস্‌! আমি আমার দুর্ব্বলতা মানিয়া নিলাম।

অবশ্য আমার মত যোদ্ধা ক্রুজেডার দলে অনেক আছেন, তাঁহাদের কাহাকেও সেনাপতি করিলে বেশ ভালই হইবে। কিন্তু আমি বিছানায় থাকিব আর অন্য একজন যে গিয়া জেরুজালেমের মন্দিরে খৃষ্টান নিশান উড়াইয়া দিয়া বাহাদুরি নিবেন সেটি আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না।" এমন সময় হঠাৎ একটা কিসের শব্দ শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"টমাস্‌! একি শুনিতেছি? কাহার যেন বিগল্‌ বাজিয়া উঠিল?"

স্যার টমাস্‌—আজ্ঞে, এটা বোধ করি রাজা ফিলিপের বিগল্‌।

রাজা—আরে না টমাস্‌! তুমি কি কালা? এটা কখনই খৃষ্টানদের বিগলের শব্দ নহে, এটা মুসলমানদের ভেরী। নিশ্চয় তাহারা আমাদের ছাউনিতে আসিয়াছে—যাও, শীঘ্র সংবাদ জানিয়া আইস।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্যার টমাস্‌ তাঁবু হইতে বাহির হইয়াই বুঝিতে পারিলেন, রাজার কাণ কতদূর পরিষ্কার, বাস্তবিকই মুসলমানদের বাঁশীই বাজিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, সত্য সত্যই একদল মুসলমান রাজার তাঁবুর নিকটেই দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে স্যার কেনেথ্‌ও রহিয়াছেন।

স্যার টমাস্‌কে দেখিয়াই কেনেথ্‌ অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন,—"স্যার টমাস্‌! আপনার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

স্যার টমাস্‌—আমার কাছে কি প্রয়োজন? শীঘ্র বলুন, আমি রাজার কাছে যাইতেছি।

স্যার কেনেথ্‌—রাজার বিষয় সম্বন্ধেই আপনাকে একটা কথা বলিতে আসিয়াছি, আমি রাজার অসুখ সারাইবার উপায় ঠিক করিয়াছি।

স্যার টমাস্‌—রাজার অসুখ সারাইবার উপায় আপনি ঠিক করিয়াছেন? আপনি ত চিকিৎসক নহেন স্যার কেনেথ্‌?

কেনেথ্‌ একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আমি যে চিকিৎসক নই সেটা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। তবে কিনা আমি একজন মুসলমান হাকিম আনিয়াছি, তিনি রাজা রিচার্ডের অসুখ ভাল করিবেন।"

স্যার টমাস্‌—মুসলমান হাকিম রাজার চিকিৎসা করিবে? সে যে ঔষধের সঙ্গে বিষ দিবে না তাহার প্রমাণ?

কেনেথ্‌ বলিলেন,—"স্যার টমাস! এ লোকটি রাজা সেলাডিনের নিজের হাকিম—রাজা সেলাডিন্‌ই ইঁহাকে পাঠাইয়াছেন। সকলেই ত জানেন, মুসলমান-রাজ সেলাডিন্‌ আমাদের শত্রু হইলেও অতি মহৎ, তাঁহার মধ্যে কোন অবিশ্বাসের ভাব থাকিতে পারে না,—সেলাডিন্‌ এই চিকিৎসককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। আপনি এখন অনুগ্রহ করিয়া আপনার লোকজনদের বলিয়া দিন, এই চিকিৎ-সকটির যাহাতে আদর যত্ন হয়।"

স্যার টমাস্‌—এ অতি আশ্চর্য্য কথা! সামান্য একটু বিশ্বাস-ঘাতকতা করিলেই যখন রাজা রিচার্ডের মত শত্রুর হাত হইতে সেলাডিন রক্ষা পান, তখন তিনি যে অবিশ্বাসের কাজ করিবেন না তাহার প্রমাণ?

কেনেথ্—আচ্ছা, আমি এই চিকিৎসকের জন্য দায়ী রহিলাম।

স্যার টমাস্—ব্যাপার মন্দ নহে! একজন স্কট্ যোদ্ধা একজন মুসলমানের জন্য দায়ী হইতেছেন! আচ্ছা, স্যার কেনেথ্! এই ব্যাপারের মধ্যে আপনি কি করিয়া আসিলেন?

স্যার কেনেথ্—একটা দরকারি কাজে আমি এন্‌গাদির সন্ন্যাসীর নিকট গিয়েছিলাম, সেখান হইতে এই চিকিৎসকটিকে লইয়া আসিয়াছি।

স্যার টমাস্—কি কাজে সন্ন্যাসীর নিকট গিয়াছিলেন এবং সন্ন্যাসী তাহার কি উত্তর দিল সেটা আমি জানিতে পারি না কি?

কেনেথ্—আমাকে মাপ করিবেন স্যার টমাস্! সে বিষয় আমি বলিতে পারিব না।

স্যার টমাস্—আপনি জানেন, ইংলণ্ডের গুপ্ত মন্ত্রণাসভার মধ্যে আমিও আছি?

কেনেথ্—ইংলণ্ডের সঙ্গে আমার কোনও বাধ্য-বাধকতা নাই। ক্রুজেড্ দলের রাজা এবং অন্য দলপতিগণ আমাকে পাঠাইয়াছিলেন, আমি কেবল তাঁহাদেরই বাধ্য।

স্যার টমাস্ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"বটে! তবে এটাও জানিবেন যে, আমার মত না হইলে কোন চিকিৎসকই রাজা রিচার্ডের কাছে যাইতে পারিবে না—এখন আপনি ক্রুজেডার দলের দূত হউন আর যাহাই হউন তাহাতে কিছু আসে যায় না।" এই কথা বলিয়া স্যার টমাস্ চলিয়া যাইতেছিলেন তখন কেনেথ তাঁহার পথ আটকাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি একজন যোদ্ধা এবং ভদ্রলোক—এটা ত আপনি স্বীকার করেন?"

এই কথার উত্তরে স্যার টমাস্‌ ঠাট্টা করিয়া বলিলেন,—"তা স্কট্‌লণ্ডের লোকমাত্রেই ত ভদ্রলোক।" কথাটা বড়ই অপ্রিয় হইল, স্যার কেনেথের মুখ লাল হইয়া উঠিল! তখন স্যার টমাস্‌ নিজের অন্যায় হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি খুব ভদ্রতার সহিত বলিলেন,—"স্যার কেনেথ্‌! আপনাকে অবিশ্বাস করাটা গুরুতর অন্যায়, বিশেষতঃ আমার পক্ষে—আমি নিজ চক্ষে আপনার বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি।"

স্যার টমাসের এই সরল উত্তরে কেনেথ্‌ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"স্যার টমাস্‌! আমি আমার এই পবিত্র ক্রুসটি স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, রাজা রিচার্ড শীঘ্র আরোগ্য লাভ করেন ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা এবং এই জন্যই আমি এই মুসলমান চিকিৎসকটির জন্য অনুরোধ করিতেছি।"

স্যার টমাস্‌ খুব ভদ্রভাবে বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি মানিয়া লইলাম যে, চিকিৎসকটির সম্বন্ধে আপনার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি ত জানেন, এ দেশের লোকেরা কথায় কথায় বিষ খাওয়াইয়া দেয়! এরূপ অবস্থায় এই অপরিচিত চিকিৎসকের ঔষধ রাজাকে খাওয়ানটা কি উচিত হইবে।"

স্যার কেনেথ্‌—দেখুন স্যার টমাস! আমি একটি কথা শুধু বলিতে চাই—রাজা যে রকম জ্বরে ভুগিতেছেন, আমার স্কোয়ার (চাকর)টিও ঠিক সেই রকম জ্বরেই ভুগিতেছিল। ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে এই চিকিৎসক তাহাকে একটা ঔষধ খাইয়েছেন আর ইহারই মধ্যে সে দিব্য আরামে ঘুমাইতেছে। রাজা সেলাডিন্‌ এতটা ভরসা করিয়া যখন তাঁহার নিজের হাকিমটিকে পাঠাইয়াছেন, তখন সে নিশ্চয়ই

রাজাকে আরাম করিতে পারিবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

স্যার টমাস্‌ মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিলেন; কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। খানিকক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া হঠাৎ মাথা তুলিয়া স্যার কেনেথ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, আপনার এই স্কোয়ারটিকে আমি একবার দেখিতে পারি কি?"

কেনেথ্‌ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"নিশ্চয়ই দেখিতে পারেন; তবে কি না আপনাকে একটি কথা বলিয়া নিতেছি, আমার ঘরটি অতি সামান্য রকমের, আপনাদের মত লোকের উপযুক্ত নয়। স্কট্‌লণ্ডের নাইট্‌রা সাধাসিধে রকমেই থাকে, জাঁক জমক পছন্দ করে না—আপনি অনুগ্রহ করিয়া কিছু মনে করিবেন না।" এই বলিয়া কেনেথ্‌ তাঁহার ডালপালার তৈরী কুঁড়ে ঘরটিতে স্যার টমাস্‌কে লইয়া চলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্যার কেনেথের কুটীরে দু'টি মাত্র বিছানা, তাহার একটিতে শুকনা পাতার গদি তাহার উপর হরিণের চামড়া বিছান। বিছানার মাথার দিকে একটি রূপার ক্রুস্‌ এবং বর্ম্ম প্রভৃতি কতকগুলি যুদ্ধের সরঞ্জাম রহিয়াছে—বিছানাটি দেখিলেই মনে হয় এখানে স্যার্‌ কেনেথ শয়ন করেন। অপর বিছানায় তাঁহার পীড়িত স্কোয়ার, বিছানার পাশে একটি প্রকাণ্ড গ্রেহাউণ্ড্‌ কুকুর শুইয়া আছে। স্যার টমাস্‌কে

লইয়া কেনেথ্‌ কুটীরে প্রবেশ করিলেন। অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া কুকুর গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া বিরক্তি জানাইল আবার পরমুহূর্ত্তেই তাহার প্রভুকে দেখিতে পাইয়া লেজ নাড়িয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিল।

রোগীর বিছানার পাশে একটি চামড়ার গদিতে পূর্ব্বদেশীয় কায়দায় আসন করিয়া সেই মুসলমান হাকিমটি বসিয়া রহিয়াছে; ঘর নীরব—নিস্তব্ধ। কেনেথ্‌ স্যার টমাসকে বলিলেন,—"আজ ছয় দিন যাবৎ চাকরটির চোখে ঘুম নাই।"

স্যার টমাস্‌ বলিলেন,—"তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু আপনার ঘরের সাজ সরঞ্জাম এখনই বদলান উচিত, চাকরটিরও ভাল রকম সেবা শুশ্রূষার দরকার।" কথাগুলি স্যার টমাস্‌ একটু জোরে বলিয়াছিলেন, রোগীর ঘুমের একটু ব্যাঘাতই হইয়াছিল! হাকিম তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে চুপ করিতে বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া কুটীরের বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া বলিল,—"দোহাই ভগবানের! আপনারা গোলমাল করিয়া রোগীর ঘুম ভাঙ্গাইবেন না। একটু আগেই তাহাকে ঘুমাইবার ঔষধ খাওয়াইয়াছি—এখন তাহাকে জাগাইলে হয় সে মারা যাইবে আর না হয় পাগল হইয়া যাইবে। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া বৈকালে আসিবেন। তখন পর্য্যন্ত যদি রোগী বিনা বাধায় ঘুমাইতে পারে তবে নিশ্চয় সে তখন আপনাদের সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে।"

স্যার টমাস্‌ ফিরিয়া গিয়া রাজা রিচার্ডকে সমস্ত কথা বলিলেন। রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন,—"আচ্ছা টমাস্‌, এই স্কট্‌-যোদ্ধাটি কি বিশ্বাসযোগ্য?"

স্যার টমাস্‌—আজ্ঞে সেটা কিরূপে বলিব! স্কট্‌লণ্ডের নিকটেই ত আমার বাড়ী, ইহাদিগের মধ্যে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবই আছে। তবে এ লোকটি যে বিশ্বাসী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই!

রাজা—লোকটি কি ভাল যোদ্ধা?

স্যার টমাস্‌—মহারাজ! সেটাত আমার চাইতে আপনিই ভাল জানেন। এক সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন, আপনি কি আর দেখেন নাই? সকলেই ত ইহার খুব সুখ্যাতি করে।

রাজা—ঠিক বলিয়াছ টমাস্‌! আমি নিজেও দেখিয়াছি লোকটি বেশ পাকা যোদ্ধা। কিন্তু লোকটা একটু বেয়াদব এবং দুঃসাহসী। যাহা হউক, তুমি না বলিতেছিলে এই হাকিমের সঙ্গে তাহার মরুভূমিতে দেখা হইয়াছিল?

স্যার টমাস্‌—আজ্ঞে না মহারাজ! এন্‌গাদির সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়াছেন ত? তাহাকে না কি সেই সন্ন্যাসীর কাছে পাঠান হইয়াছিল।

কেনেথ্‌কে এন্‌গাদি পাঠান হইয়াছিল শুনিয়া রাজা রিচার্ড চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ, কে পাঠাইয়াছিল? কেন তাহাকে পাঠাইয়াছিল? আমাদের রাণীও যে তখন এন্‌গাদির গির্জ্জায় গিয়াছিলেন, তখন কেন তাহাকে সেখানে পাঠান হইল? এত বড় স্পর্দ্ধা কাহার?"

স্যার টমাস্‌—ক্রুজেডার দলের মন্ত্রণা-সভা তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কেন পাঠাইয়াছিলেন সে কথা সে কিছুতেই আমাকে বলিল না। রাণীও যে তখন এন্‌গাদি গিয়াছিলেন সেটা বোধ করি কেহ জানিত না।

রাজা—আচ্ছা, সে সব পরে দেখা যাইবে। তুমি বলিতেছ যে এন্‌গাদির গুহার কাছে হাকিমের সঙ্গে স্কটের দেখা হইয়াছিল ?

স্যার টমাস্‌—আজ্ঞে না মহারাজ! এন্‌গাদি যাইবার সময় পথে মরুভূমিতে একজন মুসলমান যোদ্ধার সঙ্গে স্কটের দেখা হয়। দুইজনে নাকি একটু হাতাহাতি যুদ্ধও হইয়াছিল। তারপর দুই জনে বন্ধুভাবে এক সঙ্গেই সন্ন্যাসীর আশ্রমে যায়। সেখানে গেলে পরে কথাবার্ত্তায় মুসলমানটি নাকি আপনার অসুখের কথা শুনিয়া বলে যে রাজা সেলাডিন একথা শুনিলে নিশ্চয়ই তাঁহার নিজের হাকিমকে পাঠাইয়া দিবেন—সে রাজা রিচার্ডকে নিশ্চয়ই ভাল করিতে পারিবে। মুসলমানটি তারপর রাজা সেলাডিনের কাছে চলিয়া যায়। স্কট্‌ও একদিন অপেক্ষা করিয়া সেই হাকিম আসিলে পর তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। মহারাজ! হাকিমটি যে সে লোক নহে, পোষাক পরিচ্ছদে ঠিক যেন রাজপুত্র! সেলাডিন্‌ নাকি এই হাকিমটিকে খুব শ্রদ্ধা করেন—এই যে রাজা সেলাডিন আপনাকে একখানা চিঠিও দিয়াছেন।

এই বলিয়া স্যার টমাস্‌ সেলাডিনের চিঠি খানা রাজার হাতে দিলেন।

চিঠি খানা পড়িয়া রাজা রিচার্ড বলিলেন,—"হাঁ, নিশ্চয়! সেলাডিনের লোকই আমার চিকিৎসা করিবে। আমি ভাল হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রেই সেলাডিনের এই মহত্ত্বের শোধ দিব। যাও টমাস্‌! শীঘ্র গিয়া হাকিমকে আমার কাছে লইয়া আইস।"

স্যার টমাস্‌—মহারাজ! একবার ভাবিয়া দেখিবেন, সেলাডিন কিন্তু বিধর্ম্মী—আর আপনি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী শত্রু—

রাজা—আরে, সে জন্যই ত সেলাডিন্‌ আমার আরও বেশী উপকার করিবে। একটা সামান্য জ্বরে এত বড় দুইটি রাজার বিবাদ শেষ করিয়ে দিবে? সেলাডিন তাহা কখনই হইতে দিবে না! হার জিত যাহাই কেন হউক না, উচ্চমনা যোদ্ধারা যুদ্ধ করিয়াই তাহার মীমাংসা করিতে চায়! তুমি নিশ্চয় জানিও টমাস্‌! আমি যেমন সেলাডিনকে ভালবাসি, সেলাডিনও আমাকে ঠিক তেমনি ভালবাসে। আমি যদি তাহাকে অবিশ্বাস করি তবে নিশ্চয় আমার পাপ হইবে।

স্যার টমাস্‌—তবুও মহারাজ! হাকিমের ওষুধে কেনেথের চাকরের কি হয় সেটা একবার দেখিয়া লওয়া ভাল।

রাজা—টমাস! প্রাণের ভয়ে তোমাকে কখনও ত এরূপ ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই!

স্যার টমাস্‌—মহারাজ! যাহার তাহার প্রাণ লইয়া ত আর খেলা নয়—এ যে ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ডের প্রাণ।

রাজা—তুমি দেখিতেছি ভারি সন্দেহাত্মা! যাও তবে কেনেথের চাকরের কি হয় তাহাই দেখ গিয়া।

স্যার টমাস্‌ তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন যে, একজন পাদ্রি পুরোহিতকে সব কথা বলিবেন। একটা বিধর্ম্মী হাকিম রাজার চিকিৎসা করিবে এটা তাঁহার নিকট ভাল বোধ হইল না।

নবম পরিচ্ছেদ

ক্রুজেডার দলভুক্ত হইয়া টায়ারের প্রধান পুরোহিতও প্যালেষ্টাইনে আসিয়াছিলেন। এই পুরোহিতটিকে রাজা রিচার্ড খুবই শ্রদ্ধা করিতেন এবং ভালবাসিতেন। স্যার টমাস্ এই পুরোহিতের নিকটে গিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। পুরোহিত খুব মনোযোগের সহিত সব কথা শুনিয়া বলিলেন,—"চিকিৎসক বিধর্ম্মী হইতে পারে কিংবা খুব নীচ বংশে তাহার জন্ম হইতে পারে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার ঔষধে কোন উপকার হইবে না এটা মনে করা অন্যায়—একজন খৃষ্টান ধার্ম্মিকও বিধর্ম্মীর ঔষধ খাইয়া আরাম হইতে পারেন। যাহা হউক, এখন চলুন আমরা কেনেথের চাকরটির অবস্থা একবার দেখিয়া আইসি, বাস্তবিকই যদি হাকিমের ঔষধের গুণ থাকে তবে রাজা রিচার্ডকে না হয় তাহার ঔষধই খাওয়ান যাইবে।"

কেনেথের কুটিরে যাইবার পথে পুরোহিত বলিলেন.—"স্যার টমাস্! শুনিলাম এই স্কটটি নাকি বেশ ভাল যোদ্ধা, কিন্তু তাহার পীড়িত চাকরকে একটুও যত্ন করে না! চাকরকে নাকি এমন একটা ঘরে শুইতে দেয় যে আমাদের কুকুর থাকিবার ঘরও তাহার চাইতে শতগুণে ভাল।"

স্যার টমাস্—আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু মনিব যে ঘরে থাকে ঠিক সেই ঘরেই যদি চাকরকেও শুইতে দেওয়া হয়, তবে কি আর সেটা কিছু অন্যায় হইল!

খানিক পরেই কেনেথের কুটিরে আসিয়া তাঁহারা উপস্থিত

হইলেন। কেনেথ্‌ তখন ঘরে ছিলেন না, হাকিমটি তখনও ঠিক সেইরূপ আসন করিয়া রোগীর বিছানার পাশে বসিয়া রহিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে রোগীর নাড়ি টিপিয়া দেখিতেছে—রোগী তখনও গভীর নিদ্রায় অচেতন।

প্রায় তিন চারি মিনিট পর্য্যন্ত পুরোহিত হাকিমের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার জম্‌কাল চেহারাটি দেখিয়াই হাকিম উঠিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিবে, কিন্তু হাকিম তাঁহাকে গ্রাহ্যই করিল না—একবার মাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল। তখন পুরোহিতই হাকিমকে নমস্কার করিলেন, হাকিমও 'সেলাম আলিকুম্‌' বলিয়া তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিল।

হাকিমের এরূপ অবহেলার ভাবে পুরোহিত অপমান বোধ করিয়া একটু কর্কশ স্বরে বলিলেন,—"ওহে বাপু বিধর্ম্মী! তুমিই বুঝি হাকিম? তোমার সঙ্গে আমি চিকিৎসা সম্বন্ধে একটু আলাপ করিব।"

হাকিম—মহাশয়! চিকিৎসা সম্বন্ধে যদি আপনার কোনও জ্ঞান থাকিত, তবে আর রোগীর বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া সে বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহিতেন না। আপনার যদি কিছু বলিবার থাকে, চলুন কুটীরের বাহিরে যাই।

এই বলিয়া হাকিম উঠিয়া কুটীরের বাহিরে চলিল।

হাকিমের পোষাক-পরিচ্ছদ সাধারণ রকমের, চেহারাটিও তাহার ছোটখাট। কিন্তু তাহার কথায়-বার্ত্তায়, চালে-চলনে এমন একটি বিশেষত্ব ছিল যে পুরোহিত তাহার কথার উত্তরে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতে ভরসা পাইলেন না; কেবল-

মাত্র মুখ গম্ভীর করিয়া একটু প্রভুত্বের ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, তুমি যে ভাল চিকিৎসক তাহার কোন প্রমাণ দিতে পার ?"

হাকিম—রাজা সেলাডিনের কথাই যথেষ্ট প্রমাণ, তাহার চাইতে ভাল প্রমাণ আর কি চান ?

স্যার টমাস্‌ বলিলেন,—"আমরা চাক্ষুষ প্রমাণ চাই, নতুবা তোমাকে রাজা রিচার্ডের বিছানার কাছেও যাইতে দিব না।"

হাকিম—রোগী আরাম হইলেই চিকিৎসকের সুখ্যাতি ; এই দেখুন এই স্কোয়ারটা—জ্বরে তাহার শরীরের রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে—শরীর অস্থিচর্ম্ম সার ! আজ সকালে আসিয়া দেখিয়াছিলাম তাহার মুখে মৃত্যুর ছায়া—কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে স্বয়ং যমও যদি রোগীর বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়ান তবু তাহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া যাইতে পারিবেনা ! আর কোন কথা বলিয়া এখন আমাকে বিরক্ত করিবেন না—অপেক্ষা করিয়া দেখুন ফল কিরূপ হয়।

এই কথা বলিয়া হাকিম পুনরায় রোগীর নিকটে গেল। একটি রূপার বাক্‌স হইতে এক টুকরা স্পঞ্জ লইয়া রোগীর নাকের কাছে ধরিল। সম্ভবতঃ স্পঞ্জ কোনও ঔষধে ভিজান ছিল, নাকের নিকটে ধরিবামাত্র রোগী হাঁচিতে হাঁচিতে জাগিয়া গেল।

স্যার টমাস্‌ তখন রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছ কি ?"

রোগী ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, ভাল করিয়া চিনিতে পারিতেছি না ; তবে আপনার জামায় ঐ লাল রং-এর ক্রুস্‌টী দেখিয়া মনে হইতেছে আপনি ক্রুজেডার দলের একজন বড় ইংরাজ লর্ড,

আর আপনার সঙ্গের উনি একজন সাধু পুরোহিত—আমি উঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।”

তখন হাকিম বলিল,—“দেখিলেন ত? জ্বর এখন অনেক কম, রোগী কেমন শান্তভাবে কথা বলিতেছে। তাহার জ্ঞানও এখন ফিরিয়া আসিয়াছে—আর টিপিয়া দেখুন, নাড়ি এখন কেমন স্বাভাবিক।”

পুরোহিত ভয়ে রোগীর নিকট গেলেন না। স্যার টমাস্‌ তখন রোগীর নাড়ি টিপিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই জ্বর নাই। পুরোহিতের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“সত্য সত্যই জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে দেখিতেছি, এ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! হাকিমকে এখনই আমি রাজার কাছে লইয়া যাইব—আপনি কি বলেন পুরোহিত মহাশয়?”

স্যার টমাসের কথা শুনিয়া হাকিম বলিল,—“একটু অপেক্ষা করুন মহাশয়! আগে এই রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করি, তার পর রাজার নিকট লইয়া যাইবেন।”

এই বলিয়া হাকিম একটা রূপার বাটি বাহির করিয়া তাহাতে একটু জল লইল, তারপর একটা রেশমের ব্যাগ হইতে কি জানি কি একটা জিনিষ বাহির করিয়া বাটির জলে দিবা মাত্র জলটা যেন ফেনাইয়া উঠিল।

এ ঔষধটী রোগীকে দিয়া হাকিম বলিল,—“খাও বাবা! তারপর বেশ আরামে ঘুমাও—ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিবে তোমার ব্যারামের লেশ মাত্র নাই।”

তখন পুরোহিত বলিলেন,—“এই সামান্য ঔষধ দিয়া তুমি রাজা রিচার্ডকেও আরাম করিবে মনে করিয়াছ?”

হাকিম—আপনাদের চোখের সামনেই ত একজন ভিখারীকে আরাম করিলাম, তবে রাজাকে পারিব না কেন? ভগবান কি খৃষ্টান্‌ দেশের রাজাদিগকে গরীব প্রজাদিগের চাইতে ভাল জিনিষ দিয়ে প্রস্তুত করিয়াছেন?

স্যার টমাস্‌ বলিলেন—"না আর দেরি করা উচিত হইবে না, চলুন এখনি হাকিমকে রাজার নিকট লইয়া যাই। লোকটী অসাধারণ জ্ঞানী, নিশ্চয় রাজাকে আরাম করিতে পারিবে।"

দশম পরিচ্ছেদ

এদিকে রাজা রিচার্ড স্যার টমাসের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। অবশেষে নিতান্ত অধীর হইয়া স্যার কেনেথ্‌কে ডাকিবার জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার ইচ্ছা কেনেথকে জিজ্ঞাসা করিয়া সব কথা জানিয়া লইবেন। "কেনইবা কেনেথকে এন্‌গাদি পাঠান হইয়াছিল, চিকিৎসকের সঙ্গেই বা কেমন করিয়া তাহার সাক্ষাৎ হইল" এসব সংবাদ জানিবার জন্য রাজা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

খানিক পরেই স্যার কেনেথ্‌ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা রিচার্ডের সঙ্গে কেনেথের তেমন পরিচয় ছিল না। বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে ক্রুজেডার দলের বড় বড় যোদ্ধারা সকলেই মাঝে মাঝে রাজার তাঁবুতে আসিতেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে কেনেথ্‌ও আসিতেন বটে কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজার সহিত তাঁহার কোনও কথাবার্ত্তা হইত না।

কেনেথ্‌ রাজার বিছানার দিকে আসিতেছেন দেখিয়া রাজা রিচার্ড তাঁহার দিকে তাকাইলেন, স্যার কেনেথ্‌ও মুহূর্ত্তের জন্য হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়ের নামই বুঝি কেনেথ্‌ কিংবা নাইট্‌-অব্‌-দি-লেপার্ড? আচ্ছা আপনাকে কে নাইট্‌ উপাধি দিয়াছিলেন?"

কেনেথ্‌—স্কট্‌লণ্ডের রাজা উইলিয়াম্‌-দি-লায়ন্‌ আমাকে নাইট্‌ উপাধি দিয়াছিলেন।

রাজা—উপযুক্ত ব্যক্তিই আপনাকে নাইট্‌ করিয়াছেন, আর যাঁহাকে নাইট্‌ করা হইয়াছে তিনিও তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আপনার বীরত্ব এবং যুদ্ধ-কৌশল আমরা নিজ চক্ষে দেখিয়াছি। অবশ্য অন্য কোন বিষয়ে আপনার দুঃসাহস আছে বটে, কিন্তু আপনার এই বীরত্বের জন্যই সে দোষটা ক্ষমা করিয়াছি—এটা কিন্তু কম পুরস্কার নয়! কেমন, আপনি কি বলেন?

কেনেথ্‌ রাজার কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। রাজকুমারী এডিথ্‌কে তিনি ভালবাসেন—এডিথ্‌ রাজা রিচার্ডের ভগ্নী! এদিকে রাজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন তাঁহার ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতেছে—স্যার কেনেথ্‌ অত্যন্ত ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা পুনরায় বলিলেন,—"দেখুন স্যার কেনেথ্‌! সৈন্যদের সর্ব্বদা সেনাপতির হুকুম মানিয়া চলা উচিত। শুনিয়াছি আপনার নাকি একটী কুকুর আছে!—ক্রুজেডারদের ত কুকুর রাখা বারণ! যাহা হউক আপনার এ অপরাধটীও ক্ষমা করা গেল।"

রাজা হঠাৎ অন্য কথা তুলিলেন দেখিয়া কেনেথ যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। রাজা রিচার্ডও চালাক কম নহেন। স্যার কেনেথের এইরূপ ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন।

রাজার কথার উত্তরে তখন কেনেথ বলিলেন—"মহারাজ! আমরা স্কট্‌লণ্ডের লোক বড়ই গরীব। মাঝে মাঝে এই কুকুরের সাহায্যে একটু আধটু হরিণের মাংস খাইতে পাই—আশা করি আমার এ ক্রটী ক্ষমা করিবেন।"

রাজা—স্যার টমাস্‌ই ত নাকি আপনাকে এ বিষয়ে অনুমতি দিয়াছেন—তা তিনি যাহা করিয়াছেন ভালই করিয়াছেন। আচ্ছা, এখন বলুন দেখি কাহার হুকুমে আপনি এন্‌গাদি গিয়াছিলেন?

কেনেথ—ক্রুজেডার দলের মন্ত্রণা-সভা আমাকে এন্‌গাদি পাঠাইয়াছিলেন।

রাজা—আমিও ত মন্ত্রণা-সভার একজন সভ্য—আমি এ বিষয়ের কিছুই জানিতে পারিলাম না, অথচ আপনাকে হুকুম দেওয়া হইল!

কেনেথ্‌—মহারাজ! আপনি আমার উপর রাগ করিবেন না, আমার কি দোষ বলুন? আমি ক্রুজেডার দলের একজন সৈনিক—অবশ্য আপনার অধীনেই কাজ করিতেছি। কিন্তু আপনি যখন অসুস্থ হইয়া পড়িয়া আছেন, তখন মন্ত্রণাসভার অন্য রাজাদের হুকুম মানিতে আমি বাধ্য—আপনি সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা যাহা বলিবেন তাহাই মানিয়া আমাকে চলিতে হইবে—সুতরাং এন্‌গাদি যাওয়াতে আমার কোন দোষ হইতে পারে না।

রাজা—স্যার কেনেথ্‌! আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, আপনার কিছুই দোষ নাই। আমি ভাল হইয়া উঠি, তারপর যাঁহারা হুকুম

করিয়া আপনাকে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে নিশ্চয়ই হিসাব লইব। এখন বলুন দেখি আপনার সংবাদের মর্ম্ম কি ছিল।

কেনেথ্—মহারাজ! আমার মনে হয় যাঁহারা আমাকে পাঠাইয়াছিলেন সংবাদের বিষয়টা তাঁহাদের নিকট হইতে জানিলেই ভাল হয়। আমি আপনাকে শুধু মোটামুটি কতকটা বলিতে পারি।

রাজা—স্যার কেনেথ্, সাবধান! আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিবেন না—সেটা আপনার পক্ষে ভাল হইবে না।

কেনেথ্—ভালমন্দ আমি বিশেষ গ্রাহ্য করি না—কর্ত্তব্য বোধেই আমি মন্ত্রণা-সভার হুকুম পালন করিয়াছি, আমার নিজের ভালমন্দর কথা ভাবিয়াও দেখি নাই।

রাজা—আপনার সাহস ত কম নয়! শুনুন স্যার কেনেথ্! আমি স্কট্‌লণ্ডের লোকদের বড় ভালবাসি, একটু একগুঁয়ে হইলেও তাহারা খুব সাহসী এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ। আপনার দেশের জন্য আমি অনেক করিয়াছি সেটা আপনার ভাবিয়া দেখা উচিত। আমি যখন মন্ত্রণা-সভার সর্ব্বপ্রধান সভ্য, তখন সভার কাজ সম্বন্ধে সব কথা জানিবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আপনার নিকট হইতে আমি খাঁটি সংবাদ পাইব—অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সব কথা বলুন।

কেনেথ্—তবে শুনুন মহারাজ! সব কথা আপনাকে খুলিয়াই বলিতেছি। এন্‌গাদির সন্ন্যাসীকে রাজা সেলাডিন্ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, তাহা বোধ করি আপনিও জানেন! এই সন্ন্যাসীকে দিয়া সেলাডিনের নিকট একটা স্থায়ী সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্য আমাকে

এন্‌গাদি পাঠান হইয়াছিল। অবশ্য সন্ধি হইলে আমরাও প্যালেষ্টাইন্‌ হইতে সব ক্রুজেডার সৈন্য তুলিয়া নিব।

রাজা—কি লজ্জার কথা! ক্রুজেডার রাজারা সেলাডিনের কাছে এতটা নীচু হইতে রাজি হইয়াছিলেন? আমি ত তা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই! আচ্ছা স্যার কেনেথ্‌, সত্য কথা বলুন দেখি, এই প্রস্তাব লইয়া আপনি যখন যান তখন আপনার মনে কেমন ভাব হইয়াছিল?

কেনেথ্‌—খুব ভাল ভাবই হইয়াছিল, আর নাইবা হইবে কেন? যাঁহার উপর জয়ের আশা ভরসা সব, তিনিই যখন বিছানায় পড়িয়া, তখন এমন আর কেই বা আছেন, যাঁহার উপর আমাদের ভরসা হইতে পারে? এরূপ অবস্থায় যুদ্ধে হারিয়া যাওয়ার চাইতে বরং সন্ধিটাই ভাল।

রাজা—আচ্ছা, বলুন দেখি সন্ধির সর্ত্তগুলি কি ছিল?

কেনেথ্‌—আজ্ঞে, সেটা আমি জানিনা। আমি শুধু একখানা সিল্‌করা চিঠি সন্ন্যাসীকে দিয়াছি, মন্ত্রণা-সভা মৌখিক আমাকে কিছু বলিয়া দেন নাই।

রাজা—স্যার কেনেথ্‌! এ সব কথা ছাড়া অন্য কথাও আপনার কাছে জানিবার আছে—আচ্ছা, এন্‌গাদি গিয়া আপনি আমার রাণীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন কি?

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া কেনেথের মন তোলপাড় করিয়া উঠিল। এন্‌গাদির গির্জ্জার সেই সমস্ত ঘটনা মনে পড়ায় একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"আমার যতটা মনে পড়ে তাহাতে রাণীকে আমি দেখিতে পাই নাই।"

রাজা তখন একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলেন,—"এন্‌গাদির

গির্জ্জায় রাণীকে এবং রাণীর সহচরীদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন কি না সে কথার উত্তর দিন না ?"

কেনেথ্‌—মহারাজ ! তবে শুনুন বলিতেছি। এন্‌গাদির সন্ন্যাসী আমাকে একটা গির্জ্জায় লইয়া গিয়াছিলেন, জনকয়েক মহিলাও পূজা দিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। মহিলাদের সমস্ত শরীর ভেইল্‌ দিয়া ঢাকা ছিল—তাঁহাদের গান আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম বটে কিন্তু কাহারও মুখ দেখিতে পাই নাই ; তাঁহাদের মধ্যে রাণী ছিলেন কি না তাহা বলিতে পারি না।

রাজা—মহিলাদের মধ্যে কাহাকেও আপনি চিনতে পারেন নাই কি ?

প্রশ্ন শুনিয়া কেনেথ্‌ একেবারে চুপ করিয়া রহিলেন। রাজা রিচার্ডের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল এবং একটু গরম হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, —"চুপ করিয়া রহিলেন যে, উত্তর দিন ! আপনার উত্তর শুনিয়াই বুঝিতে পারিব আপনি কেমন ভদ্রলোক ! গির্জ্জায় যে সব মেয়েরা গিয়াছিলেন তাহাদের কাহাকেও আপনি চিনিতে পারিয়াছিলেন কি না ঠিক করিয়া বলুন।"

কেনেথ্‌—আজ্ঞে, আমি অনুমান করিতে পারি।

রাজা—সেটা আমিও পারি, কিন্তু সাবধান স্যার কেনেথ্‌ ! আমাকে বেশী ঘাঁটাইবেন না—বামন হইয়া চাঁদে হাত ! আপনি যদি মনে করিয়া থাকেন আকাশ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার নিকটে যাইবেন, তবে সেটা আপনার নিতান্তই বাতুলতা—তাহাতে আপনার গুরুতর অনিষ্ট হইবে।

ঠিক এই সময়ে বাহিরে গোলমাল শুনিতে পাইয়া রাজা রিচার্ড

তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব মেজাজটাকে ঠাণ্ডা করিয়া লইলেন, তার পর কেনেথ্‌কে বলিলেন,—"যান মহাশয়! ঢের হইয়াছে, এখন স্যার টমাস্‌কে গিয়া বলুন শীঘ্র হাকিমকে আমার নিকট লইয়া আসুন।"

স্যার কেনেথ্‌ চলিয়া গেলেন। খানিক পরেই একজন কর্ম্মচারী আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল,—"টেমপ্লার দলের গ্র্যাণ্ড্‌ মাষ্টার এবং মার্কুইস-অব্‌-মসেরা মন্ত্রণা-সভার পক্ষ হইতে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

এ কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"পরম সৌভাগ্য! আমি যে বাঁচিয়া আছি অন্ততঃ এ কথাটাও যে তাঁহাদের খেয়াল হইয়াছে সে জন্য অনেক ধন্যবাদ!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

নাইট্‌ টেম্‌প্লার দল সন্ন্যাসী যোদ্ধা—তাঁহারা সকলেই সন্ন্যাসীর মত থাকেন, আবার কোনও ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হইলে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যুদ্ধও করেন। সেজন্য ক্রুজেডার দলের হইয়া তাঁহারাও যুদ্ধ করিতে প্যালেষ্টাইনে আসিয়াছেন। এই সন্ন্যাসী যোদ্ধার দলের গ্র্যাণ্ড মাষ্টারটী (দলপতি) অসাধারণ ফন্দিবাজ লোক। বয়সে বৃদ্ধ, শত সহস্র ষড়যন্ত্রের চিন্তায় কপালে রেখা পড়িয়াছে, তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ! ধর্ম্মের জন্য চিরকাল যুদ্ধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বটে কিন্তু অনেক সময় ধর্ম্ম ভুলিয়া নিজের ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টাটাই বেশী করেন। এই গ্র্যাণ্ড মাষ্টারের কার্য্যকলাপ

সকলের নিকট হেঁয়ালির মত মনে হইত···তাঁহার ভয়ে সকলে শশব্যস্ত।

গ্র্যাণ্ড্‌মাষ্টারের সঙ্গী মার্কুইস কন্‌র্যাড্‌ বা কাউণ্ট মসেরা অল্প-বয়স্ক, দেখিতে সুপুরুষ; যুদ্ধের সময় তাঁহার অসাধারণ সাহস, মন্ত্রণায় তিনি বিশেষ পটু, প্রকৃতিটী তাঁহার মধুর—মোটের উপর গ্র্যাণ্ড্‌মাষ্টার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে তিনি ভাল। কিন্তু তাঁহার মধ্যেও কতকগুলি দোষ ছিল—তিনি অত্যন্ত স্বার্থপর, চঞ্চলপ্রকৃতি এবং ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন।

রাজা রিচার্ডের নিকটে আসিয়া পরস্পর অভ্যর্থনাদির পর গ্র্যাণ্ড্‌-মাষ্টার বলিলেন,—"মহারাজ! মন্ত্রণা-সভার পক্ষ হইতে আমরা আপনার কুশল জানিতে আসিয়াছি। মন্ত্রণা-সভা জানিতে পারিয়াছেন যে রাজা সেলাডিন্‌ নাকি আপনাকে চিকিৎসা করিবার জন্য একজন হাকিম পাঠাইয়াছেন। সে কথা যদি সত্য হয় তবে তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধ এই যে, আপনি কখনও এই বিধর্ম্মী শত্রুর প্রেরিত হাকিমকে দিয়া চিকিৎসা করাইবেন না।"

গ্র্যাণ্ড্‌মাষ্টারের কথার উত্তরে রাজা রিচার্ড বলিলেন,—"মন্ত্রণা-সভাকে তাঁহাদের এই অনুগ্রহের জন্য আমি অনেক ধন্যবাদ করিতেছি। এখন আপনারা দয়া করিয়া এই পাশের ঘরে গিয়া একটু অপেক্ষা করুন—হাকিম সম্বন্ধে আমি কিরূপ ব্যবস্থা করি সেটা এখনি দেখিতে পাইবেন।"

কাউণ্ট্‌মসেরা এবং গ্র্যাণ্ড্‌মাষ্টার বাহিরের ঘরে চলিয়া যাইতেই স্যার টমাস্‌ এবং কেনেথ্‌ হাকিমকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতিনিধি দুটীকে দেখিতে পাইয়া নমস্কার করিয়া টমাস্‌ বলিলেন,—

"আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন; এখনি এই হাকিমকে লইয়া আমাকে রাজার নিকট যাইতে হইবে। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসুন।"

গ্র্যাণ্ড্‌মাষ্টার এবং কাউন্ট্‌মসেরা স্যার টমাসের সহিত পুনরায় রাজার নিকটে গেলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাজা বলিলেন,—"হাকিম সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করি তাহা দেখিতে বুঝি ফিরিয়া আসিয়াছেন? কি আর দেখিবেন—এবারে হয় সারিয়া উঠিব আর তা না হয় আমাকে একেবারে গোর দিয়াই আপনারা এখান হইতে যাইবেন!" তারপর হাকিমের দিকে তাকাইয়া রাজা বলিলেন,—"এসো হাকিম! আর দেরি কেন? তোমার কাজে লাগিয়া যাও!"

হাকিম ইতিপূর্ব্বেই রাজার সমস্ত লক্ষণ জানিতে পারিয়াছেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অতিশয় মনোযোগের সহিত রাজার নাড়ি পরীক্ষা করিলেন। তারপর একটা বাটিতে খানিকটা জল লইয়া বুকের পকেট হইতে একটা লাল রংএর ব্যাগ্‌ বাহির করিয়া বাটির জলে সেটা ভিজাইয়া রাখিলেন। ব্যাগের ঔষধ জলের সহিত উত্তমরূপে মিশিলে তাহা রাজাকে পান করিবার জন্য দিতে যাইবেন এমন সময় রাজা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"একটু অপেক্ষা কর! তুমি আমার নাড়ি পরীক্ষা করিয়াছ, আমিও নাড়ি দেখিতে জানি। দাও ত দেখি তোমার হাত—তোমার নাড়িটা একবার টিপিয়া দেখি?"

তৎক্ষণাৎ হাকিম হাতখানি বাড়াইয়া দিল, রাজাও তাহার নাড়ি টিপিয়া বলিলেন,—"শিশুর মত ঠাণ্ডা নাড়ি! বিষ দিবার ইচ্ছা থাকিলে নাড়ির গতি কখনই এমন ঠাণ্ডা হইতে পারে না! টমাস!

এখন আমার মরণ-বাঁচনটা কপালের জোর ; কিন্তু দেখিও হাকিমকে যেন খুব যত্ন করা হয় এবং খুব সম্মানের সহিত বিদায় দেওয়া হয়।”

এই বলিয়া রাজা হাকিমের হাত হইতে ঔষধের বাটি লইয়া একটানে শেষ করিয়া ফেলিলেন। খানিক পরেই যেন খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এরূপভাবে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

তখন হাকিম স্যার্‌ টমাস্‌ ছাড়া অপর সকলকে তাঁবুর বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মার্কুইস কন্‌র‍্যাড্‌ এবং গ্র্যাণ্ড মাষ্টার তাঁবুর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। বাহিরে সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস ; ঘোড়া বিদায় করিয়া দিয়া তাঁহারা পদব্রজেই নিজ নিজ তাঁবুতে চলিলেন।

খানিকদূর গিয়া কন্‌র‍্যাড্‌ বলিলেন,—“গ্র্যাণ্ড মাষ্টার! আচ্ছা, এই ক্রুজেড্‌ যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনার মত কি? আমার ত মনে হয় যে সন্ধি হইয়া যদি যুদ্ধ শেষ হইয়া যায় তা হলে মুসলমানেরা এ দেশে আমাদিগকে জায়গা-জমি পর্য্যন্ত রাখিতে দিবে না।”

গ্র্যাণ্ড মাষ্টার—সন্ধির কথা কেন বলিতেছেন? সন্ধি না করিয়া ক্রুজেড্‌ সৈন্য ত বুঝি যুদ্ধে জিতিতেও পারে!

কন্‌র‍্যাড্‌—তাহাতে আপনার লাভ কি? আমার নিজেরই বা কি লাভ?

গ্র্যাণ্ড মাষ্টার—আপনার লাভ হইতে পারে বৈ কি, হয়ত আপনি জেরুসালেমের রাজাও হইতে পারেন।

কন্‌র্যাড্‌—দরকার নাই মহাশয় আমার রাজা হইয়া, মার্কুইস-অব্‌-কন্‌র্যাড হইয়াই বেশ আছি। দেখুন, আমার মনে হয় যদি ক্রুজেডার দল জয়লাভ করে তবে সকলের আগে তাহারা আপনার টেম্‌প্লার দলের ক্ষমতা কমাইয়া দিবে!

গ্র্যাণ্ড মাষ্টার—আপনি যাহা বলিতেছেন তাহার কতকটা সত্যও হইতে পারে। কিন্তু বলুন দেখি, সব রাজারা যদি সন্ধি করিয়া সেলাডিনের হাতেই প্যালেষ্টাইন্‌ সঁপিয়া দিয়া চলিয়া যান তবে আপনার ও আমার আশা কি?

কন্‌র্যাড—আশা আছে বৈকি মহাশয়! মনে করুন সেলাডিন যদি কিছুদিন পরে মারাই যান, আর আমরাও যদি আবার দলবল লইয়া আসিয়া হাজির হই, তবে আমাদের আশা করিবার কিছু থাকিবে না কি? তখন ত আর রাজা রিচার্ডের অধীন হইয়া তাঁহার মত আমাদিগকে থাকিতে হইবে না?

গ্র্যাণ্ড মাষ্টার—আপনি ঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু ফ্রান্সের রাজা ফিলিপও কিন্তু সাহসী এবং বুদ্ধিমান কম নহেন।

কন্‌র্যাড্‌—আরে মশায়, ফিলিপের জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না—তিনি ত নেহাৎ উৎসাহে পড়িয়া ক্রুজেড্‌ যুদ্ধে আসিয়াছেন! ফিলিপ্‌ ভিতরে ভিতরে রাজা রিচার্ডের শত্রু, তিনি রিচার্ডকে বড় হিংসা করেন—তিনি ত দেশে ফিরিবার জন্য মহাব্যস্ত, একরকম প্রস্তুতই আছেন।

গ্র্যাণ্ড মাষ্টার—আচ্ছা মানিয়া লইলাম যে রাজা ফিলিপ চলিয়া যাইবেন কিন্তু অষ্ট্রিয়ার ডিউক ত আছেন—তাঁহার সম্বন্ধে কি হইবে?

কন্‌র‍্যাড্‌—অষ্ট্রিয়ার ডিউক্‌ও তেমনি—রিচার্ডের সুখ্যাতি তাঁহার একেবারেই সহ্য হয় না। রাজা রিচার্ডের কোন অনিষ্ট হইলে ডিউক্‌ই সর্ব্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হইবেন। আমারও একান্ত ইচ্ছা যে ক্রুজেডার দল ভাঙ্গিয়া যাউক—নতুবা আর এ সব কথা আপনাকে বলিতেছি কেন? আপনি নিজেও তো দেখিতে পাইতেছেন যে একজন ভিন্ন ক্রুজেডার দলের সকলেই সন্ধির জন্য ব্যস্ত।

গ্র্যাণ্ড মাষ্টার—আমি আপনার কথা সবই স্বীকার করিলাম কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্য এই স্কট্‌ কেনেথ্‌কে কেন পাঠান হইয়াছিল?

কন্‌র‍্যাড্‌—তাহার কারণ যথেষ্ট আছে। সেলাডিন জানেন যে কেনেথ্‌ রাজা রিচার্ডের দলের একজন খুব বিশ্বাসী লোক। কোন কারণে রাজার উপর কেনেথের একটু রাগ আছে, আবার রাজাও সেই কারণের দরুণই কেনেথ্‌কে ততটা পছন্দ করেন না। এরূপ অবস্থায় কেনেথ্‌ আসিয়া রাজাকে কোন কথাই বলিবে না—এখন বুঝিলেন ত কেনেথ্‌কে কেন পাঠান হইয়াছিল?

গ্র্যাণ্ড মাষ্টার—খুব চালাকিটাই খেলিয়াছেন যাহা হউক। কিন্তু এখন আপনাদের সেই দূতই যে একটা হাকিম আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে! এখন যদি রাজা রিচার্ড ভাল হইয়া আবার উৎসাহের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তবে ক্রুজেডার দলে এমন কোন্‌ রাজাটি আছেন যিনি তাঁহার সঙ্গে যোগ না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন?

কন্‌র‍্যাড্‌,—ব্যস্ত হইবেন না মহাশয় ! হাকিম যদি অসম্ভব সম্ভব করিয়া রাজাকে ভালই করে, তবু এখনও ঢের সময় আছে—এখনও চেষ্টা করিলে রাজা ফিলিপ্‌ কিংবা ডিউকের সঙ্গে রিচার্ডের ঝগড়া বাধাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

গ্র্যাণ্ড মাষ্টার তখন ভাল করিয়া চারিদিক দেখিয়া লইলেন, নিকটে কেহ আছে কিনা। তারপর কন্‌র‍্যাডের হাতখানি ধরিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—"কন্‌র‍্যাড্‌ ! ওসব ঝগড়ার কথা রাখিয়া দাও - তাঁহাকে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে দিলে চলিবে না !"

হঠাৎ এই কথা শুনিয়া কন্‌র‍্যাড্‌ চম্‌কাইয়া উঠিলেন,—"কি ! আপনি কাহার কথা বলিতেছেন ? রাজা রিচার্ডের কথা ? খৃষ্টান্‌ রাজাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, সেই রিচাড-দি-লায়নের কথা বলিতেছেন ? কি সর্ব্বনাশ !"

কন্‌র‍্যাডের মুখ মলিন হইয়া গেল, তিনি ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সামলাইয়া লইয়া পুনরায় গ্র্যাণ্ড মাষ্টারকে বলিলেন,—"অবশ্য এটা স্বীকার করি যে অন্য কোন উপায় ভাবিতে না পারিলে আপনি যাহা বলিবেন তাহাই ঠিক। কিন্তু, কি সর্ব্বনাশের কথা ! তাহা হইলে যে সমস্ত ইউরোপ্‌ আমাদিগকে অভিসম্পাত করিবে !"

গ্র্যাণ্ড মাষ্টার—আপনি যদি এতটা মনে করিয়া থাকেন তবে আমার কথা আমি ফিরাইয়া লইলাম। ভাবুন যেন এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোন কথাই হয় নাই।

কন্‌র্যাড্‌—মহাশয়! আগে চেষ্টা করিয়া দেখি অষ্ট্রিয়ার ডিউকের সঙ্গে রাজা রিচার্ডের ঝগড়া বাধাইয়া দিতে পারি কি না।

গ্র্যাণ্ড মাষ্টার তখন বিদায় লইয়া তাঁহার তাঁবুতে চলিয়া গেলেন। কন্‌র্যাড্‌ দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"লোকটাকে বেশ করিয়া জাগাইয়া দেওয়া গিয়াছে। ক্রুজেড্‌ যুদ্ধ কোন রকমে থামিয়া যায় সেটা আমারও ইচ্ছা বটে, কিন্তু পুরোহিত কি ভীষণ সংঘাতক উপায় ঠিক করিয়াছে! ভাবিতেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! তবে কিনা সাংঘাতিক হইলেও উপায়টী যে নিশ্চিত এবং নিরাপদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" ঠিক এই সময়ে প্রহরীর চীৎকার শুনিতে পাইয়া কন্‌র্যাড্‌ চম্‌কাইয়া উঠিলেন।

ক্রুজেডারদিগকে তাঁহাদের উদ্দেশ্য স্মরণ করাইয়া দিয়া সজাগ করিবার জন্য প্রতি রাত্রে প্রহরীগণ—"যিশুর পবিত্র সমাধির কথা স্মরণ রাখিবেন"—এই বলিয়া পাহারা দিবার সময় ক্ষণে ক্ষণে চীৎকার করিয়া উঠিত। হঠাৎ এই চীৎকার শুনিতে পাইয়া কন্‌র্যাডের চৈতন্য হইল, তিনি চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। নিকটেই একটা ঢিবির উপরে ইংলণ্ডের নিশান উড়িতেছিল, হঠাং তাঁহার দৃষ্টি এই নিশানের উপর পড়িল। ঢিবিটী ক্রুজেডার রাজাদের তাঁবুর ঠিক মধ্যখানে, সকলে মিলিয়া ইংলণ্ডের ইষ্টদেবতা সেণ্ট্‌ জর্জ্জের নামে ঢিবিটীর নামকরণ করিয়াছিলেন।

নিশানটিকে দেখিয়া কন্‌র্যাডের মগজে দুষ্ট বুদ্ধি গজাইল—নিজের তাঁবুতে আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলেন,—"কালই অষ্ট্রিয়ার ডিউকের নিকট যাইব; তখন দেখা যাইবে আমাদের কাজ উদ্ধার করিবার একটা উপায় বাহির করিতে পারি কি না!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অষ্ট্রিয়ার ডিউক্‌ যখন এই ক্রুজেডার দলে যোগ দেন তখন হইতেই রাজা রিচার্ডের সঙ্গে বন্ধুতা করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজা রিচার্ডের সঙ্গে তাঁহার মনের মিল হইল না। ডিউক্‌ অতিরিক্ত মদ্য পান করিতেন, রিচার্ড তাহা একেবারেই পছন্দ করিতেন না। ডিউকের দেহটী বিশাল হইলেও তদনুরূপ সাহস তাঁহার ছিল না, তাহার উপর আবার তিনি অহঙ্কারী ছিলেন। এই সব কারণে রাজা রিচার্ড ক্রমে প্রকাশ্যেই তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন—ডিউক্‌ও ভিতরে ভিতরে রিচার্ডের শত্রু হইয়া উঠিলেন।

কন্‌র‍্যাড্‌ যখন অষ্ট্রিয়ার ডিউকের তাঁবুতে গেলেন তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। নানাবিষয়ের কথাবার্ত্তায় ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত হইল, ডিউক্‌ কন্‌র‍্যাড্‌কে আহারের জন্য আবদ্ধ করিলেন। কন্‌র‍্যাড্‌ তাহাই চান সুতরাং তিনিও সম্মত হইলেন। আহারের পর ডিউকের ভাঁড়টী উঠিয়া নানারকমের হাস্যকৌতুক করিতে লাগিল, এবং কথায় কথায় ক্রমে রাজা রিচার্ডের কথা তুলিয়া তাঁহার নিন্দা করিতেও কসুর করিল না।

তখন কন্‌র‍্যাড্‌ বলিলেন,—"ঈগল পক্ষী (অষ্ট্রিয়ার পতাকার চিহ্ন) যতই উঁচুতে উঠুক না কেন, সিংহ (ইংলণ্ডের পতাকার চিহ্ন) দেখিতেছি লাফ দিয়া তাহারও উপরে উঠিয়াছে।"

ডিউক্‌—আপনি কি ঠাট্টা করিয়া বলিতেছেন, না সত্য সত্যই বলিতেছেন? আপনি কি মনে করেন, ইংলণ্ডের রিচার্ড আমাদের উপরেও তাঁহার ক্ষমতা বজায় রাখিতে চান?

কন্‌র‍্যাড্‌—দেখিয়া শুনিয়া তাহাই ত মনে হয়। সেণ্ট্‌ জর্জ্জের

ঢিবির উপরে ত দেখিতেছি কেবল রিচার্ডের নিশানই উড়িতেছে—যেন তিনিই ক্রুজেডার দলে সকলের বড়।

ডিউক্‌—আপনি কেন আপত্তি করেন না?

কন্‌র্যাড্‌—ফ্রান্সের ফিলিপ্‌ এবং অষ্ট্রিয়ার ডিউক্‌ যদি তাহা সহ্য করিতে পারেন তবে আমি কোথাকার কে! এ অপমান আপনারা যদি সহ্য করিতে পারেন তবে আমার তাহাতে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

আহারের পর পানের মাত্রাটা একটু অতিরিক্ত হইয়াছিল, তাই কন্‌র্যাডের কথা শুনিয়া ডিউক্‌ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—কি, আমি এ অপমান সহ্য করিব? আমি অষ্ট্রিয়ার ডিউক্‌, সামান্য একটা দ্বীপের রাজার কাছে নীচু হইব—কখনই না! এখনই সেণ্ট জর্জ্জের ঢিবিতে আমার নিশান উড়াইয়া দিব—সকলে দেখুক যে, আমি রাজা রিচার্ডকে গ্রাহ্যও করি না।

এই বলিয়া অনুচরবর্গ সঙ্গে লইয়া পতাকা-হস্তে ডিউক্‌ প্রস্তুত হইলেন।

কন্‌র্যাড্‌ ব্যস্তসমস্ত হইয়া এবং বাধা দিবার কতকটা ভাব দেখাইয়া বলিলেন,—"আপনি কখনও এরূপ অন্যায় কাজ করিবেন না, ক্রুজেডারদলের মধ্যে এখন ঝগড়া হওয়াটা উচিত হইবে না—বরঞ্চ আরও কিছুকাল সহ্য করিয়া থাকুন।"

ডিউক্‌—আর এক মুহূর্ত্তও সহ্য করিব না।

এই বলিয়া তিনি পতাকা লইয়া অনুচরগণের সহিত সেণ্ট্‌ জর্জ্জের ঢিবিতে গিয়া উঠিলেন এবং ইংরাজ-পতাকা ফেলিয়া দিবার জন্য পতাকার ডাণ্ডায় হাত দিলেন।

ডিউকের ভাঁড়টী দেখিল যে সর্ব্বনাশ বুঝি বা হয়। দুই হাতে ডিউক্‌কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"দোহাই প্রভু, এমন কাজ কখনই করিবেন না—সিংহের দাঁতে কিন্তু বেজায় ধার! ঈগলপক্ষী যেমন পাখীদের রাজা, সিংহও তেমনি পশুদের রাজা! দোহাই প্রভু ঈগল! পশুরাজের অপমান করিবেন না, নিশানে হাত দিবেন না—বরং আপনার নিশান ইংলণ্ডের নিশানের পাশেই পুঁতিয়া দিন।"

ভাঁড়ের কথা শুনিয়া ডিউকের জ্ঞান হইল; ইংরাজ-পতাকা ছাড়িয়া দিয়া কন্‌র‍্যাডের সন্ধান করিলেন। কিন্তু কন্‌র‍্যাড্‌ কি আর সেখানে আছেন! নারদমুনির মত ঝগড়াটা বাধাইয়া দিয়াই সরিয়া পড়িয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, পাছে তাঁহার নিজের ঘাড়ে আসিয়া দোষ চাপে সেজন্য যাহারই সঙ্গে দেখা হইল তাহাকেই বলিলেন,—"তাইত! অষ্ট্রিয়ার ডিউকের যদি রাজা রিচার্ডের নামে অভিযোগ করিবার কিছু ছিল, তবে মন্ত্রণা-সভার নিকট করিলেই হইত—এরূপ-ভাবে ইংলণ্ডের নিশানটাকে ফেলিয়া দিয়া প্রতিশোধ লওয়াটা কি ভাল হইল?"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাজা রিচার্ড হাকিমের ঔষধ খাইয়া ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িলেন। হাকিমের কথামত তাঁহাকে জাগাইবার সময় উপস্থিত হইলেই জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। অনেকক্ষণ পরে হাকিম রাজাকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া স্যার টমাস্‌কে বলিলেন,—"জ্বর এখন ছাড়িয়াছে।"

তখন রাজাকে জাগান হইল, জাগিয়া উঠিয়া তিনিও বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার আর জ্বর নাই। তখন বিছানায় উঠিয়া বসিয়া চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে স্যার টমাস্‌কে বলিলেন,—"টমাস্‌! আমাদের তহবিলে যত টাকা আছে সব হাকিমকে দাও। যদি কম মনে কর আরও কিছু মণিমুক্তা দিয়া পূরণ করিয়া দাও।"

রাজার কথা শুনিয়া হাকিম বলিল,—"মহারাজ! আল্লা আমাকে যে বিছা দিয়াছেন সে বিছা বিক্রয় করি না। আপনি যে ঔষধ খাইলেন তাহার দরুণ মূল্য লইলে ঔষধের গুণ নষ্ট হইয়া যাইবে।"

রাজা—শুনিলে ত টমাস্‌! আমাদের মধ্যে অনেকেই খুব বড় বড় বীর চূড়ামণি বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন বটে কিন্তু এই মুসলমানটীর কাছে তাঁহাদের অনেক শিখিবার আছে।

হাকিম রাজার কথা শুনিয়া বলিল,—"এতবড় রাজা রিচার্ড! তিনি আমার মত সামান্য লোকের যে সুখ্যাতি করিলেন সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার! মহারাজ! আপনি এখন আর বেশী কথা বলিবেন না। অবশ্য আর ঔষধের কোন আবশ্যক হইবে না, কিন্তু আপনার শরীর এখনও বড় দুর্ব্বল, বেশী কথাবার্ত্তা বলিলে অনিষ্ট হইতে পারে।"

রাজা—হাঁ, ঠিক বলিয়াছ হাকিম! তোমার কথা অবশ্য শুনিব। কিন্তু সত্য বলিতেছি—আমার বুকটা যেন এখন খুবই হালকা বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে যেন আবশ্যক হইলে যুদ্ধের পোষাকও এখন পরিতে পারি—কিন্তু ওকি? বাহিরে ওটা কিসের গোলমাল? যাও ত টমাস্‌! শীঘ্র দেখিয়া আইস।

স্যার টমাস্‌ বাহিরে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া

বলিলেন,—"গোলমাল আর কিসের হইবে—সব অষ্ট্রিয়ার ডিউকের কাণ্ড! সাঙ্গপাঙ্গ লইয়া খুব গোলমাল করিতেছেন।"

রাজা—হতভাগা মাতাল! কেন, নিজের তাঁবুতে বসিয়া চীৎকার করিলেই হয়—বাহিরে আসিয়া লোক হাসাইবার দরকার কি?

এমন সময় মার্কুইস্‌ কনর‍্যাড্‌ আসিয়া রাজা রিচার্ডের তাঁবুতে উপস্থিত! তাঁহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন,—"কেমন, আপনি কি বলেন স্যার কন্‌র‍্যাড্‌?"

কন্‌র‍্যাড—ডিউক কি করেন না করেন তাহাতে কাহারও কিছু অসে যায় না—আমি তাঁহার ও-সব ঠাট্টা-তামাসার মধ্যে নাই। এই দেখুন না, সেণ্ট জর্জ্জের ঢিবি হইতে ইংলণ্ডের নিশান ফেলিয়া দিয়া সেখানে তাহার নিজের নিশান জুড়িয়া দিয়াছেন!

"কি বলিলেন!"—এমন ভীষণ চীৎকার করিয়া রাজা রিচার্ড এই কথা বলিলেন যে শব্দ শুনিয়া মৃত ব্যক্তিও জাগিয়া উঠে! কন্‌র‍্যাড ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"না, না মহারাজ! আপনি কেন এই সব বাজে কথায় কাণ দেন? কথায় বলে—মূঢ়ের দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান নাই—"

"আপনি চুপ করুন কনর‍্যাড!"—এই বলিয়া রাজা রিচার্ড লাফাইয়া উঠিয়া জামা পরিলেন, একটানে দেওয়াল হইতে তলোয়ার লইয়া তাঁবু হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন—কাহারও সাহস হইল না যে, একটী কথা বলে কিংবা তাঁহাকে বাধা দেয়!

স্যার টমাস্‌ একজন কর্ম্মচারীকে বলিলেন,—"শীঘ্র গিয়া লর্ড সল্‌স্‌বারিকে বল, তিনি যেন লোকজন লইয়া এখনি সেণ্ট্‌ জর্জ্জের ঢিবিতে যান—আর বলিও যে রাজার জ্বর এখন দেহ ছাড়িয়া

তাঁহার মগজে ঢুকিয়াছে।" এই বলিয়া টমাস্‌ ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজার পশ্চাতে ছুটিলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল —প্রকৃত ঘটনা কি কেহই জানিতে পারিল না, কিন্তু সকলেই অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল।

এই সমস্ত গোলমাল রাজা রিচার্ড গ্রাহ্যও করিলেন না, হাতে তলোয়ার লইয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিলেন। জনকয়েক চাকর সঙ্গে লইয়া টমাসও দৌড়িলেন। স্যার কেনেথ্‌ নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, ব্যাপার দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। তাড়াতাড়ি অস্ত্র লইয়া স্যার টমাসের সহিত তিনিও রাজার অনুসরণ করিলেন।

এদিকে রাজা রিচার্ড ঢিবির নিকটে আসিয়া উপস্থিত। ঢিবির উপরিভাগ সমতল, অষ্ট্রিয়ার ডিউক্‌ তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন —তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া চীৎকার করিতেছে।

চক্ষের নিমিষে ঢিবির উপরে উঠিয়া রাজা রিচার্ড বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহার এতদূর স্পর্দ্ধা যে ইংলণ্ডের পতাকার পাশে এই সামান্য একটা কাপড়ের টুকরা আনিয়া পুঁতিয়াছে?"

ডিউক্‌ কাপুরুষ ছিলেন না, কিন্তু হঠাৎ রাজা রিচার্ডকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি এরূপ অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন যে, রাজা রিচার্ডকে এই প্রশ্ন দুইবার করিতে হইল। দ্বিতীয়বারে অনেকটা সামলাইয়া লইয়া ডিউক্‌ উত্তর করিলেন,—"আমি, অষ্ট্রিয়ার ডিউক্‌! আমি আমার নিশান পুঁতিয়াছি।"

রিচার্ড—তাহা হইলে অষ্ট্রিয়ার ডিউক্‌ এখনি দেখিতে পাইবেন রিচার্ড তাঁহার নিশানকে কিরূপ সম্মান করেন।

এই বলিয়া রাজা একটানে নিশান উপ্‌ড়াইয়া লইলেন এবং মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিয়া তাহার উপর পা চাপাইয়া বলিলেন,—"এইরূপে আমি অষ্ট্রিয়ার নিশান পদদলিত করি—তোমাদের কাহারও যদি সাহস থাকে আমাকে বাধা দাও।"

অনেকেই বাধা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল বটে কিন্তু কেহই অগ্রসর হইয়া আসিল না। আর্‌ল্‌ ওয়ালেন্‌-রোড্‌ নামে ডিউকের একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, তিনি তখন বলিলেন,—'আমাদের নিশানই আমাদের মান-সম্ভ্রম, সেটাকে একজন পদদলিত করিতেছে আর আমরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছি!" এই বলিয়া তলোয়ার দিয়া হঠাৎ রাজা রিচার্ডকে আঘাত করিলেন। সে আঘাত গুরুতরই হইত যদি চক্ষের নিমিষে কেনেথ্‌ নিজের ঢাল পাতিয়া সেই আঘাত ব্যর্থ করিয়া না দিতেন।

রাজা রিচার্ড বলিল,—"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যাহার কাঁধে ক্রুস্‌ চিহ্ন আছে তাহাকে কখনই আঘাত করিব না। ওয়ালেন্‌-রোড্‌! এই জন্যই তুমি আজ বাঁচিয়া গেলে, কিন্তু মনে রাখিও রিচার্ড ইহার প্রতিশোধ লইবে।" এই বলিয়া রাজা ওয়ালেন্‌-রোডের কোমরে ধরিয়া সকলের মাথার উপর দিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। গড়াইতে গড়াইতে ওয়ালেন্‌-রোড্‌ একেবারে ঢিবির নীচে গিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার কাঁধের হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপ অমানুষিক শক্তির পরিচয় পাইয়া সকলের চক্ষুস্থির—সকলেই একেবারে নীরব হইয়া রহিল।

রিচার্ড তখনও নিশানের উপর পা রাখিয়া চক্ষু কট্‌মট্‌ করিয়া সকলের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। স্যার টমাস্‌ ও স্যার কেনেথ্‌

রাজার পাশেই দাঁড়াইয়া আছেন, আবশ্যক হইলে রাজাকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবেন—তাঁহাদিগের বীরত্বের কথা কে না জানে? কাজেই ডিউকের দলের সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

ঠিক এই সময়ে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ্‌ দুই একজন অনুচর সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত। রোগ-শয্যা ছাড়িয়া রিচার্ড সেণ্ট জর্জ্জের ঢিবিতে আসিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় অষ্ট্রিয়ার ডিউকের দিকে তাকাইয়া আছেন—রাজা ফিলিপ্‌ ইহা দেখিয়া একেবারে অবাক্‌ হইয়া গেলেন! রিচার্ডও ফিলিপ্‌কে দেখিয়া লজ্জিত হইলেন এবং আপনা হইতেই তাঁহার পা নিশান হইতে উঠিয়া আসিল।

ফিলিপ্‌ বলিলেন,—"রাজা রিচার্ড! ডিউক্‌! বড়ই দুঃখের বিষয়—ক্রুজেডারদলের রাজাদের কি এমন করিয়া ঝগড়া করা উচিত? আপনারা ক্রুজেড্‌ যুদ্ধের প্রধান ব্যক্তি, সকলের আশা ভরসা—"

ফিলিপ্‌কে বাধা দিয়া রাজা রিচার্ড বলিলেন,—"ডিউক্‌ প্রধান ব্যক্তিই হউন আর আশা-ভরসাই হউন তিনি অত্যন্ত বেয়াদব এবং সেই জন্যই তাঁহাকে আমি শাস্তি দিয়াছি—আপনি কেন মিছামিছি তিরস্কার করিতেছেন?"

ডিউক্‌ বলিলেন—"ফরাসিরাজ! রিচার্ড আমাকে অত্যন্ত অপমান করিয়াছেন, আমার নিশান টানিয়া মাটিতে ফেলিয়া পদদলিত করিয়াছেন—এই অপমানের জন্য আমি আপনার এবং অন্য সমস্ত রাজাদের নিকট তাঁহার নামে নালিশ করিতেছি।"

রিচার্ড—নিশান ফেলিয়া দিব না কেন? কোন্‌ সাহসে ডিউক্‌ আমার নিশানের পাশে তাঁহার নিশান পুঁতিলেন?

ডিউক্‌—আমার সম্মান রিচার্ডের সম্মান অপেক্ষা কম নহে, কেন নিশান পুঁতিব না?

রিচার্ড—ইহার পর বলুন যে আপনার শারীরিক ক্ষমতাও আমার চাইতে কম নহে, তবেই দেখিতে পাইবেন, আপনার শরীরটার দশাও এই নিশানের মতই করিয়া দিব!

ফিলিপ্‌ তখন বলিলেন,—"না না, রাজা রিচার্ড! আপনি শান্ত হউন। ডিউক যে অন্যায় করিয়াছেন সেটা এখনি আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেছি।" তারপর ডিউক্‌কে বলিলেন,—"দেখুন! ইংলণ্ডের নিশান সেণ্ট্‌জর্জ্জের ঢিবিতে রাখিবার যে আমরা অধিকার দিয়েছি, তাহাতে আপনার মনে করা উচিত নহে যে রাজা রিচার্ডের চাইতে আমাদের সম্মান কম। ধর্ম্মযুদ্ধে আসিয়াছি, এখানে সম্মানের দোহাই দিলে চলিবে কেন? এখানে যুদ্ধের ক্ষমতার হিসাবে সম্মানের হিসাব। বীরত্বের হিসাবে রাজা রিচার্ড আমাদের সকলের চাইতে যে বড় সেটা বোধ করি আপনিও স্বীকার করিবেন। কাজেই ইংলণ্ডের নিশানই ঢিবির উপর উড়িতেছে, তাহাতে কাহারও অপত্তি করিবার কারণ নাই। আশা করি এখন একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে ইংলণ্ডের নিশানের পাশে আপনার নিশান পুঁতিয়া দেওয়াটা অন্যায় হইয়াছে এবং তাহার জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। রিচার্ড আপনাকে যে অপমান করিয়াছেন তাহার দরুণ তিনিও আপনাকে সন্তুষ্ট করিবেন।"

ডিউক্‌ ফিলিপের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি বলিলেন,—"আমি এ বিষয় মন্ত্রণা-সভার নিকট উপস্থিত করিব।"

ফিলিপের কথার উত্তরে রিচার্ড বলিলেন,—"দেখুন ভাই ফিলিপ!

জ্বরটা যেন এখনও আমার নাড়িতে রহিয়াছে—কেমন জানি ঘুম ঘুম বোধ হইতেছে। আমার মেজাজ ত আপনি জানেনই—আমি বেশী বকাবকি করিতে পারি না। আপনাকে শেষ কথা বলিয়া রাখিতেছি—যখন ইংলণ্ডের সম্মান লইয়া কথা, তখন আমি মন্ত্রণা-সভার কোন ধার ধারি না। এই আমার নিশান পুঁতিয়া দিলাম; ইহার পাশে যদি অন্য কোন নিশান দেখিতে পাই তবে সেটার দশাও ডিউকের নিশানের মতই হইবে।"

রাজা ফিলিপ্‌ ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—"আমি নূতন করিয়া ঝগড়া বাধাইতে চাহি না। ভাইএর নিকট ভাই যেমন বিদায় লইয়া থাকে আমিও এখন রিচার্ডের কাছে সেরূপভাবে বিদায় লইতেছি—যুদ্ধের সময় দেখা যাইবে, কাহার নিশান শত্রু ভেদ করিয়া কতদূর অগ্রসর হইতে পারে।"

প্রকৃতি উদ্ধত হইলেও রাজা রিচার্ডের অন্তঃকরণটী অতি মহৎ, সরলভাবে ফিলিপের দিকে হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—"ভাই ফিলিপ্‌! আপনি উত্তম কথাই বলিয়াছেন, ভগবান করুন তাহার সুযোগ যেন শীঘ্রই উপস্থিত হয়।"

ফিলিপের অনুরোধে ডিউকও তখন মিলনের ইচ্ছায় কতকটা দুমনা-ভাব লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন। কিন্তু রিচার্ড—"এসব নির্ব্বোধ লোকের সঙ্গে আমার কোন কারবার নাই"—এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আরও চটাইয়া দিলেন। ডিউক্‌ও রাগে গড় গড় করিতে করিতে ঢিবি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ডিউক্‌ চলিয়া গেলে পর রাজা ফিলিপও বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন রাজা রিচার্ড স্যার টমাসকে বলিলেন,—"দেখ টমাস! কাহারও

কাহারও এরূপ দেখা যায় যে তাহাদের সাহসের আগুনটা জোনাকি-পোকার মত শুধু রাত্রেই জ্বলে—আমিও নিশানের নিকট রাত্রে পাহারা দিবার ব্যবস্থা ত না করিয়া যাইতেছি না। তোমার উপরই ভার দিলাম; খুব সাবধান হইয়া নিশানটীকে রাত্রিতে পাহারা দিবে।”

স্যার টমাস্‌—নিশান রক্ষার চাইতেও ইংলণ্ডের রক্ষাটা বেশী দরকারী; আর ইহাও জানি যে, রিচার্ডের প্রাণ রক্ষা হইলেই ইংলণ্ডেরও রক্ষা হইবে। মহারাজ! চলুন আগে আপনাকে নিরাপদে তাঁবুতে পৌঁছাইয়া দেই—আর একটুও দেরি করিতে পারিবেন না।

রাজা হাসিয়া উত্তর করিলেন,—“টমাস্‌! তুমি দেখিতেছি বেজায় কড়া লোক! আচ্ছা তাহাই হউক—চল।” তারপর কেনেথ্‌কে বলিলেন,—“নির্ভীক কেনেথ্‌! আপনি আজ আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, আমি আপনার নিকট ঋণী—এই ঋণ আমি নিশ্চয় শোধ করিব। যাহা হউক, এখন ইংলণ্ডের নিশান রক্ষার ভার আপনাকেই দিলাম, সমস্ত রাত্রি পাহারা দিবেন—নিশান ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন না। তিন জনের বেশী লোক যদি এক সঙ্গে আপনাকে আক্রমণ করে তবে বিগল বাজাইয়া আমাদিগকে জানাইবেন। কেমন, একাজের ভার লইবেন কি?”

কেনেথ—নিশ্চই লইব—আমার প্রাণ দিয়া নিশান রক্ষা করিব—আমি এখনই প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর, সেণ্টজর্জ্জের ঢিবির উপরে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া স্যার কেনেথ্‌ ইংলণ্ডের পতাকা পাহারা দিতেছেন—তাঁহার একমাত্র সঙ্গী—তাঁহার সেই প্রিয় কুকুরটি নিশানের পাশেই শুইয়া আছে। কুকুরের প্রতি কেনেথের অগাধ বিশ্বাস, শত্রু যেরূপভাবেই আসুক না কেন কুকুর জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিবে।

ঘণ্টা দুই এইরূপ পাহারা দিবার পর হঠাৎ কুকুরটী ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ঢিবির যেদিকে ছায়া পড়িয়াছে সেই দিকে ছুটিয়া যাইবার জন্য একেবারে প্রস্তুত, এখন প্রভুর ইঙ্গিত পাইলেই হয়। স্যার কেনেথের মনে হইল যেন একটা কিছু, ছায়ার আশ্রয়ে থাকিয়া হামাগুড়ি দিয়া, সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেনেথ্‌ বলিলেন,—"কে তুমি?" অতি কর্কশ ভাঙ্গা গলায় একজন উত্তর দিল, —"আপনার কুকুরটীকে সাম্‌লান, নতুবা তীর মারিব কিন্তু।"

স্যার কেনেথ্‌ বলিলেন,—"কে তুমি? শীঘ্র ধনু রাখিয়া আলোতে আইস, তাহা না হইলে এখনি বল্লম দিয়া ফুটা করিয়া ফেলিব।" এই বলিয়া কেনেথ্‌ বল্লম বাগাইয়া প্রস্তুত হইলেন। ভয় পাইয়া আগন্তুক তখন ছায়া ছাড়িয়া চাঁদের আলোয় আসিয়া উপস্থিত হইল। কেনেথ্‌ তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন— "এযে এন্‌গাদি গির্জ্জার সেই ডোয়ার্ফ্‌ নেক্‌টাবেনাস্‌!" নেক্‌টাবেনাস্‌ নিকটে আসিয়া তাহার ডান হাতখানি বাড়াইয়া দিল; মনে করিল কেনেথ্‌ হাত ধরিয়া তাহাকে সম্মান করিবেন। কিন্তু

কেনেথ কিছুই করিলেন না দেখিয়া ডোয়ার্ফ্‌ গরম হইয়া বলিল,—"আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না কি ?"

কেনেথ্‌ একটু অবহেলার ভাবে বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ, নেকটা-বেনাস মহাশয়! চিনিতে পারিয়াছি বৈকি। কিন্তু এখন আমি পাহারায় ব্যস্ত আছি। আপনার মত বীরপুরুষকে এখন নিকটে আসিতে দিতে নাই—হাত হইতে যদি অস্ত্র কাড়িয়া লন ? তবে কিনা আপনাকে আমি খুবই সম্মান করি, সে বিষয়ে আপনি কোন সন্দেহ করিবেন না।"

ডোয়ার্ফ্‌—তা বেশ, আমি খুসী হইলাম এখন অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমার সঙ্গে চলুন ; যাঁহারা আপনাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের কাছে এখনই আপনাকে যাইতে হইবে।

কেনেথ—অসম্ভব—আমার উপর হুকুম আছে, সারারাত্রি এখানে থাকিয়া নিশান পাহারা দিতে হইবে।

ডোয়ার্ফ—শুনুন মহাশয়! একজন অসাধারণ সুন্দরী মহিলার হুকুম লইয়া আমি আসিয়াছি—আপনাকে যাইতেই হইবে।

কেনেথ যাঁহাকে ভালবাসেন তিনি এমন একটা কদাকার লোককে দিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন এটা তাঁহার নিকট অসম্ভব মনে হইল! কেনেথ যখন এইরূপ ইতস্ততঃ করিতেছেন তখন নেক্‌টাবেনাস একটা রুবির আংটি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল,—"এই আংটি দেখিয়া ঠিক করুন, কে আপনাকে ডাকিয়াছেন ; তারপর বলুন আপনি যাইবেন কি না ?"

আংটি দেখিয়া কেনেথ চাঁদের আলোতেও সেটা চিনিতে পারিলেন—এটা যে রাজকুমারী এডিথের আংটি সে বিষয়ে তাঁহার কোন

সন্দেহ রহিল না। কিন্তু এই ডোয়ার্ফের নিকট সেটা কি করিয়া আসিল তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দোহাই ভগবানের, তুমি ঠিক করিয়া বল এ আংটি কাহার নিকট পাইলে !"

ডোয়াফ্‌ বলিল,—"নির্ব্বোধ নাইট ! এখনও আপনি বুঝিতে পারিলেন না এটা কাহার আংটি ? যাহা হউক, আপনার সঙ্গে বৃথা তর্ক করিবার আমার সময় নাই।"

কেনেথ—নেকটাবেনাস ! ঠিক করিয়া বল দেখি যাঁহার আংটি তিনি কি জানেন আমি কি রকম গুরুতর কাজে নিযুক্ত আছি ? নিশান পাহারা দিবার উপর যে আমার মান-সম্ভ্রম সবই নির্ভর করিতেছে ? সত্যই কি তিনি ইচ্ছা করেন যে, পাহারা ছাড়িয়া আমি তাঁহার নিকট যাই ? অসম্ভব—তিনি নিশ্চয় আমোদ করিয়া তোমাকে পাঠাইয়াছেন !

ডোয়ার্ফ্‌—তা বেশ, আপনি যদি বিশ্বাস না করেন তবে যাইবেন না—আমি তবে এখন চলিলাম।

কেনেথ্‌—দোহাই তোমার ! একটু অপেক্ষা কর। আচ্ছা, তোমাকে যিনি পাঠাইয়াছেন, তিনি কি নিকটেই আছেন ?

ডোয়ার্ফ—ভালবাসার কাছে দূর নিকট সবই সমান ! তবু বলিতেছি—তিনি নিকটেই আছেন।

কেনেথ্‌—আচ্ছা, তাঁহার কোন কাজের জন্য যদি আমাকে ডাকিয়া থাকেন তবে সে কাজটা কি ভোর না হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিতে পারে না ?

ডোয়ার্ফ—কিছুতেই না ! তিনি বলিয়াছেন এখনি যাইতে হইবে। আচ্ছা সন্দেহাত্মার পাল্লায় পড়িয়াছি ত ! তিনি আরও বলিয়াছেন

যে, স্যার কেনেথকে বলিও—যে হাতে ফুল ফেলিতে পারে সে হাতে মালা দিতে পারাটাও আশ্চর্য্য নহে।

ফুলের কথায় স্যার কেনেথের এনগাদির গির্জ্জার কথা মনে পড়িল এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে ডোয়ার্ফ সত্য কথাই বলিতেছে। কেনেথ্‌ বিষম গোলমালে পড়িয়া গেলেন; মনে মনে ভাবিলেন,—"ক্রুজেড যুদ্ধে আসিয়াছি বলিয়া কি আমি রাজা রিচার্ডের চাকর না তাঁহার প্রজা? ডোয়ার্ফ যখন বলিতেছে বেশী দূরে যাইতে হইবে না তখন শীঘ্র ফিরিয়াও ত আসিতে পারি? ইহার মধ্যে যদি কেহ নিশানের কাছে আসে তবে আমার কুকুরই ত রহিয়াছে—সে নিশ্চয় ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিবে, আমিও তখন জানিতে পারিব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া কেনেথ্‌ গায়ের ওভারকোটটি খুলিয়া নিশানের গোড়ায় রাখিলেন এবং তাঁহার কুকুর রোজওয়ালকে ডাকিয়া বলিলেন,—"রোজওয়াল! এখানে বসিয়া নিশান পাহারা দাও; দেখিও কেহ যেন নিশানের কাছে আসিতে না পারে।" রোজওয়াল তাহার প্রভুর কথা বুঝিতে পারিল এবং মাথা তুলিয়া কাণ খাড়া করিয়া ঠিক মানুষের মত পাহারায় বসিয়া গেল।

নেকটাবেনাস তখন স্যার কেনেথকে লইয়া রাণীর তাঁবুর পিছনের দিকে গিয়া উপস্থিত! তাঁবুর কাপড় মাটি পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, খানিকটা কাপড় তুলিয়া ধরিয়া স্যার কেনেথকে হামাগুড়ি দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য ডোয়ার্ফ ইঙ্গিত করিল। কেনেথ্‌ প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করিলেন বটে কিন্তু পরক্ষণেই রাজকুমারীর প্রেরিত আংটি এবং তাঁহার আদেশের কথা মনে পড়ায় তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তখন বাহির হইতে ফিস ফিস করিয়া ডোয়ার্ফ বলিল,—"আমি না ডাকা পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করুন।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কেনেথ ভাবিতে লাগিলেন,—"রাজকুমারী এডিথ্ রাণীর সহচরী। আমি গোপনে রাণীর তাঁবুতে আসিয়াছি; এখন যদি ধরা পড়ি তবে ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে!" কেনেথের চিন্তা শেষ না হইতেই তাঁবুর ভিতর হইতে স্ত্রীলোকের গলার শব্দ তাঁহার কাণে পৌঁছিল। একটী মাত্র পর্দ্দা ব্যবধান, কাজেই বাধ্য হইয়া কেনেথ্ ভিতরের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা হইতেছে।

কেনেথ্ শুনিলেন, হাসিতে হাসিতে একজন বলিতেছেন,—"ডাক ডাক, এডিথ্‌কে ডাক! একবার আসিয়া দেখুক, তাহার সাধের নাইটটা কেমন বিশ্বাসী! এখন তাহাকে চাক্ষুষ দেখাইয়া দিব। আমি আগে থেকেই জানি এই অজ্ঞাত-কুল-শীল নাইট্‌কে দেখিয়া এডিথ্ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে—এটা কিন্তু তাহার বাস্তবিকই বড় বাড়াবাড়ি। এই যে এডিথ্ আসিয়াছে দেখিতেছি।"

বক্তা বেশ তেজের সহিতই কথা বলিতেছিলেন, স্বরটিও কর্ত্তৃত্ব-পূর্ণ, শুনিয়াই কেনেথ বুঝিতে পারিলেন, তিনি রাণী বীরেঙ্গেরিয়া স্বয়ং! স্যার কেনেথ্‌কে মিছামিছি ডাকিয়া আনিয়া যে তাঁহার অনিষ্ট এবং অপমান করা হইয়াছে এটা শুধু রাণীর একটা খেলা; রাণী বীরেঙ্গেরিয়াই ইহার জন্য দায়ী—এডিথ্ এসম্বন্ধে কিছুই জানেন না। যাহা হউক, তখনি যদি কেনেথ্ চলিয়া আসিতেন তাহা হইলে বড়ই বুদ্ধিমানের কাজ হইত। কিন্তু রাণীর ঘরে এডিথ্

আসিয়াছেন, রাণীর সঙ্গে তাঁহার কি কথাবার্ত্তা হয় তাহা জানিবার জন্য তাঁহার বড়ই লোভ হইল।

ক্ষণকাল পরেই কেনেথ্‌ শুনিতে পাইলেন এডিথ্‌ রাণীকে বলিতেছেন—"রাণীর যে দেখিতেছি আজ বড়ই স্ফূর্ত্তি। কিন্তু রাত্রি যে অনেক হইয়াছে, ঘুমে যে চক্ষু বুঁজিয়া আসিতেছে! আমি ত শুইতেই যাইতেছিলাম, এমন সময় আমাকে ডাকিয়া আনিল।"

রাণী—আমি বেশীক্ষণ তোমাকে রাখিব না বোন্‌। তবে কিনা আমার ভয় হইতেছে আজ রাত্রে তোমার ভাল ঘুম হইবে না, কারণ তুমি বাজি হারিয়াছ।

এডিথ্‌—না রাণী! এ সব ঠাট্টা-তামাসার কথা আবার কেন তুলিতেছেন? আপনি সেরূপ মনে করিতে পারেন বটে কিন্তু আমি ত কোন বাজি রাখি নাই!

রাণী—য়্যা, এডিথ! ভুলিয়া গিয়াছ বুঝি? তুমি না আমার ব্রেস্‌লেটের সঙ্গে তোমার বাজির আংটি বাজি রাখিয়া বলিয়াছিলে যে ঐ নাইট্‌টাকে—কি না তাঁহার নাম, কেনেথ্‌ বুঝি?—তাঁহাকে কিছুতেই নিশানের পাহারা ছাড়াইয়া আনা যাইবে না?

এডিথ্‌—আপনি রাণী! আমি কি আপনার কথার প্রতিবাদ করিতে পারি? কিন্তু আপনার সহচরীদিগকে জিজ্ঞাসা করুন আপনিই ত বাজি রাখিয়া আমার আঙ্গুল হইতে আংটি খুলিয়া নিয়াছিলেন—আমি ত প্রথম হইতেই আপত্তি করিতেছিলাম যে, এমন গুরুতর বিষয় লইয়া বাজি রাখাটা উচিত নহে!

রাণীর একজন সহচরী বলিল,—"রাজকুমারী! আপনি অন্ততঃ এটা বলিয়াছিলেন যে, এই নাইট্‌টী অত্যন্ত সাহসী এবং বিশ্বাসী।"

সহচরীর কথায় রাজকুমারী চটিয়া গিয়া বলিলেন,—'তুমি ত দেখিতেছি ভারি চাটুকার! আমি যদি সে কথা বলিয়াই থাকি, তুমি কেন আবার সেটার উল্লেখ করিয়া রাণীকে খোসামোদ করিতেছ? সকলেই ত স্যার কেনেথের সুখ্যাতি করিয়া থাকে? যুদ্ধের সময় তাঁবুতে বসিয়া সৈনিকদের বীরত্বের কথা ভিন্ন আমরা মেয়েরা আর কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিব?"

তখন রাণী বলিলেন,—"এডিথ্, লক্ষ্মী বোন আমার! তুমি রাগ করিও না। আমরা একটু আমোদ করিলাম তাহার জন্য তুমি কেন বোন্ বিরক্ত হইতেছ? আমি এতটা ভাবি নাই, একটু তামাসা করিলাম বৈত নয়—তাহাতে এমন দোষটাই বা কি হইল? অবশ্য যুবক যোদ্ধাটাকে ফাঁকি দিয়া আনা হইয়াছে—কিন্তু সেটা খানিকক্ষণের জন্যই ত? এই অল্প সময়ের মধ্যে নিশানের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। তোমার যোদ্ধাটাকে খুব বাহাদুর বলিতে হইবে, নেক্টাবেনাস্ নাকি কত চেষ্টা করিাছিল কিন্তু তোমার নামের দোহাই না দেওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই তিনি নিশান ছাড়িয়া আসিতে রাজি হন নাই।"

এডিথ্—কি সর্ব্বনাশ! আমার নামের দোহাই দিয়া তাঁহাকে আনা হইয়াছে? ইহা কখনই হইতে পারে না! আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করিতেছেন! আপনার নিজের মানসম্ভ্রম এবং, আমি রাজার ভগ্নী, আমার মানসম্ভ্রম এ সব ভুলিয়া গিয়া আপনি কখনই এরূপ অন্যায় কাজ করিতে পারেন না! আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে তামাসা করিতেছেন!—আমি মিছামিছি আপনাকে সন্দেহ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

রাণী—আংটি হারিয়াছ বলিয়া যদি তুমি এতটা রাগ কর তবে না হয় বাজির কথাই ছাড়িয়াই দিলাম।

এডিথ্—আংটিটা ত সামান্য জিনিষ রাণী! আপনি ত জানেন যে, আমার যাহা কিছু আছে সব আপনি চাহিবামাত্র আপনাকে দিতে পারি! আমি বরং লক্ষ লক্ষ রুবি দিতেও রাজি আছি কিন্তু আমার আংটি দেখাইয়া এবং আমার নামের দোহাই দিয়া একজন সাহসী যোদ্ধাদ্বারা অন্যায় কার্য্য করান এটা কিছুতেই আমি সমর্থন করিতে পারি না— এখন হয়ত বা তাঁহার অপমান এমন কি শাস্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে।

রাণী—মিছামিছি এত কেন ব্যস্ত হইতেছ এডিথ্? একটু তামাসা করিয়াছি বলিয়া তুমি মনে করিতেছ তাঁহার শাস্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে? কেন বোন্, আমাদের কি এতটুকু ক্ষমতাও নাই যে তাঁহাকে বাঁচাইতে পারি? সিংহের শরীর পাথরের তৈরি নহে— তাঁহারও ত বুঝি রক্তমাংসেরই শরীর? রাজার উপর আমার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, তুমি মিছামিছি ভাবিও না।

এডিথ্—রাণী, আপনি কি বলিতেছেন, সেটা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। সবেমাত্র সেদিন আপনার বিবাহ হইয়াছে; রাজা রিচার্ডকে এখনও আপনি চিনিতে পারেন নাই। কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করাটা সৈনিকের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ! আপনি বরঞ্চ ইচ্ছা করিলে প্রবল ঝড়কেও বশ করিতে পারেন কিন্তু সৈনিকের অপরাধ ক্ষমা করাইতে আমার ভাই রিচার্ডকে আপনি কিছুতেই রাজি করিতে পারিবেন না! দোহাই ভগবানের! শীঘ্র স্যার কেনেথ্‌কে বিদায় করুন—তিনি তাঁহার পাহারায় ফিরিয়া গিয়াছেন, অন্ততঃ এটা জানিতে পারিলেও আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

রাণী—কেন তুমি এত ভাবিতেছ বোন্‌! আমি নিজে রাজার কাছে গিয়া সমস্ত দো: আমার ঘাড়ে করিয়া লইব, তোমার নাইটের কিছুই অনিষ্ট হইবে না। তিনি বোধ করি নিকটেই কোন তাঁবুতে আছেন, নেক্‌টাবেনাস এখনি গিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিবে।

ডোয়ার্ফ্‌ নেক্‌টাবেনাস্‌ নিকটেই ছিল, রাণীর কথা শুনিয়া বলিল,—"আজ্ঞে না মহারাণী! আপনি আমার কথা ভুল বুঝিয়াছেন, এই পর্দ্দার পিছনেই তিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।"

ডোয়ার্ফের কথায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া রাণী বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ! তিনি এখানে? পর্দ্দার পিছনে? তবে ত আমাদের সব কথাই তিনি শুনিতে পাইয়াছেন? হতভাগা ডোয়ার্ফ! তাঁহাকে এখানে আনিতে তোকে কে বলিয়াছিল? যা শীঘ্র, আমার তাঁবু হইতে বাহির হইয়া যা!"

স্যার কেনেথ্‌কে রাণীর তাঁবুতে আনিতে বলা হয় নাই, নেক্‌টাবেনাস্‌ নিজে বাহাদুরি করিয়া তাঁহাকে আনিয়াছিল—এখন, রাণীর তিরস্কার শুনিয়া ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নেক্‌টাবেনাস্‌ পলায়ন করিলে পর রাণী চুপি চুপি এডিথ্‌কে বলিলেন,—"এডিথ্‌, এখন কর্ত্তব্য কি?"

এডিথ্‌—কর্ত্তব্য আর কি, পর্দ্দার পিছনে দাঁড়াইয়া তিনি যখন সব শুনিতে পাইয়াছেন তখন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাটাই কর্ত্তব্য।—এই বলিয়া এডিথ্‌ পর্দ্দা সরাইতে গেলেন।

রাণী অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া এডিথকে বলিলেন,—"কর কি এডিথ্‌! দোহাই ভগবানের, পর্দ্দা তুলিও না! একজন অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে আমাকে লজ্জা দিও না।"

রাণীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই এডিথ্‌ পর্দ্দাটা সরাইয়া ফেলিলেন। অগত্যা রাণীকে সেখান হইতে প্রস্থান করিতে হইল। সরাইবামাত্র দেখিতে পাইলেন স্যার কেনেথ্‌ দাঁড়াইয়া আছেন। তখন তিনি বলিলেন,—"স্যার কেনেথ্‌! ফাঁকি দিয়া আপনাকে এখানে আনা হইয়াছে, আপনি শীঘ্র ফিরিয়া যান—এখন আর কোন প্রশ্ন করিবেন না।"

এডিথের সম্মুখে কেনেথ্‌ হাঁটু গাড়িয়া বলিলেন,—"প্রশ্ন করিবার আমার কোন আবশ্যক নাই।"

এডিথ্‌—আপনি ত সবই শুনিতে পাইয়াছেন, তবে আর এখানে অপেক্ষা করিতেছেন কেন? বুঝিতে পারিতেছেন না কি—যত সময় যাইতেছে আপনার অপমানের বোঝাও ততই বাড়িতেছে?

কেনেথ্‌—আমার অপমানের কথা আপনার মুখ হইতেই শুনিয়াছি, এখন শাস্তি যখন খুসী হউক সে জন্য একটুও ভাবি না। আপনার নিকট শুধু একটী প্রার্থনা আছে, তার পর দেখিব শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শরীরের রক্তে অপমান ধুইয়া ফেলিতে পারি কি না।

এডিথ্‌—না, না তা কখনই করিবেন না, বুদ্ধিমানের মত কাজ করুন। এখানে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবেন না—এখনও ভালয় ভালয় সব মিটিয়া যাইতে পারে।

কেনেথ্‌—আপনি আমার সাহায্য চাহিয়া আমাকে ডাকিয়াছেন শুধু এই বিশ্বাসেই আমি আসিয়াছি। কিন্তু আসাটা আমার অন্যায় হইয়াছে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

এডিথ—আচ্ছা, আপনাকে ক্ষমা করিলাম—না, না আমার দিক্‌ হইতে ত ক্ষমা করিবার কিছু নাই, আমার জন্যই ত আপনার এই অনিষ্টটা হইল! এখন যান, শীঘ্র চলিয়া যান, তবেই আপনাকে ক্ষমা করিব—শ্রদ্ধা করিব—অর্থাৎ প্রত্যেক সাহসী ক্রুজেডারকে যেরূপ শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।

"তাহা হইলে আপনার এই মূল্যবান্‌ এবং সাংঘাতিক আংটি নিন" এই বলিয়া কেনেথ্‌ রুবির আংটি ফিরাইয়া দিলেন। এডিথ্‌ আংটি গ্রহণ না করিয়া বলিলেন—"আংটি আপনার কাছেই রাখুন—এটা আমার শ্রদ্ধার চিহ্ন।—আর শ্রদ্ধাই কেন বলি? আমার অনুতাপের চিহ্ন! এখন আর দেরি করিবেন না; আপনার নিজের জন্য না হউক অন্ততঃ আমার অনুরোধে এখন চলিয়া যান।"

স্যার কেনেথ্‌ সম্মান হারাইয়াছেন বটে কিন্তু তাহার দরুণ পুরস্কারও পাইলেন যথেষ্ট। এডিথের নিজের কথায় বুঝিতে পারিতেছেন, এডিথ্‌ তাঁহার মঙ্গলের জন্য কতটা চিন্তা করেন—ইহা কেনেথের পক্ষে কম পুরস্কার নহে! কেনেথ্‌ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মুহূর্ত্তের জন্য শেষবার এডিথের পানে তাকাইলেন—ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তক অবনত হইল। এডিথ্‌ তখন প্রদীপটি নিবাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন; কেনেথ্‌ও তাঁবুর বাহিরে যাইতে কালবিলম্ব করিলেন না।

বাহিরে আসিবামাত্র সেণ্ট্‌জর্জ্জের ঢিবির দিক হইতে কেমন

একটা শব্দ তাঁহার কাণে পৌঁছিল ! শব্দটী কুকুরের ডাক—যেন ক্রুদ্ধ কুকুরের গর্জ্জন···আবার তখনি সঙ্গে সঙ্গে কাহার যন্ত্রণার চীৎকারও শুনিতে পাইলেন ! ইহা যে তাঁহারই কুকুরের আর্ত্তনাদ ! সামান্য আঘাতকে রোজ্‌ওয়াল্‌ গ্রাহ্যই করে না, চীৎকার করা ত দূরের কথা ! নিশ্চয়ই সে গুরুতর আঘাত পাইয়া মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে ! কেনেথ্‌ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন এবং নিমেষমধ্যে ঢিবির উপরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঢিবির উপরে আসিয়া চাঁদের আলোকে দেখিতে পাইলেন—পতাকা সেখানে নাই !! পতাকার বাঁটটা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহারই পাশে তাঁহার বিশ্বাসী কুকুরটা পড়িয়া মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে !

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্যার কেনেথকে নিশান রক্ষা করিবার ভার দিয়া রাজা রিচার্ড তাঁবুতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রান্তি দূর করিবার জন্য শয়ন করিলেন। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত হাকিম তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিল, বার দুই তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইল। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় হাকিম নিজের তাঁবুতে রওয়ানা হইয়া পথে ভাবিল—কেনেথের চাকরের সংবাদ লইয়া যাইবে। কেনেথের কুটীরে আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিল স্যার কেনেথ্‌ নিশানের পাহারায় নিযুক্ত হইয়া সেণ্টজর্জ্জের ঢিবিতে গিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই সংবাদ পাইয়াই হাকিম

সেণ্টজর্জ্জের ঢিবিতে গিয়া দেখিল ইংলণ্ডের পতাকা নিরুদ্দেশ, কেনেথের মুখ মলিন—গভীর চিন্তাপূর্ণ, তাঁহার কুকুর রোজওয়াল মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে !

সূর্য্যোদয়ের সময় উপস্থিত প্রায়, তখন স্যার কেনেথ্‌ ধীরে ধীরে রাজা রিচার্ডের তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—মুখখানি তাঁর গম্ভীর এবং বিষাদমাখা। টমাস্‌-ডি-ভক্‌স্‌ রাজার বিছানার নিকটেই শয়ন করিতেন, জুতার শব্দ শুনিয়া জাগিয়া দেখিলেন কেনেথ্‌। তিনি একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি, স্যার কেনেথ্‌ ! সংবাদ না দিয়াই আপনি যে বড় সটান তাঁবুর মধ্যে চলিয়া আসিয়াছেন ?"

তখন রাজ রিচার্ডও জাগিয়া উঠিয়া স্যার টমাসের এই কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন,—"থাম টমাস ! কেনেথ্‌ বোধ করি তাঁহার পাহারার সংবাদ দিতে আসিয়াছেন—সেনাপতির তাঁবুতে আসিতে কোন বাধা নাই।" তারপর কেনেথ্‌কে বলিলেন,—"স্যার কেনেথ্‌। আ নি নিশ্চয়ই খুব সতর্ক হইয়াই পাহারা দিয়াছিলেন—কোনরূপ বাধাবিঘ্ন ঘটে নাই ত ? তা বাধা আর ঘটিবে কি ? ইংলণ্ডের পতাকা বাতাসে উড়িয়া ফর্‌ ফর্‌ শব্দ হয় সেইটাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট পাহারা ! আপনার ন্যায় একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা সেখানে না থাকিলেও ভাবনার কোনও কারণ ছিল না।

স্যার কেনেথ—মহারাজ ! আমার পাহারা সতর্কও হয় নাই নিরাপদও হয় নাই, পাহারা দিতে গিয়া বরং বেইজ্জৎ করিয়াছি—ইংলণ্ডের পতাকা চুরি হইয়াছে !

রাজা—আর সে সংবাদটি দিতে আপনি এখনও বাঁচিয়া আছেন !

অসম্ভব—ইহা কখনই হইতে পারে না! আপনার শরীরে একটি আঁচড়েরও দাগ দেখিতে পাইতেছি না! চুপ্‌ করিয়া রহিলেন যে? সত্য কথা বলুন—রাজার সঙ্গে এরূপ ঠাট্টা-তামাসা ভাল নহে—মিথ্যা যদি বলিয়া থাকেন, তাহাও আমি ক্ষমা করিব।

গভীর যাতনায় অস্থির হইয়া কেনেথ্‌ বলিলেন,—"কি, মিথ্যা বলিতেছি? আর বলিয়া লাভ কি? এ অপবাদও আমাকে সহ্য করিতে হইবে—আমি সত্য বলিয়াছি।"

রিচার্ড রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং স্যার টমাস্‌কে বলিলেন,— "যাও টমাস্‌! তুমি নিজে গিয়া একবার ঢিবিটা দেখিয়া আইস— আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না।"

স্যার টমাস্‌কে যাইতে হইল না; সেই মুহূর্ত্তে রাজার একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী স্যার হেন্‌রী নেভিল্‌ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাকে দেখিয়া বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে মহারাজ! নিশান চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রহরী নাইট্‌টাকে খুন করিয়া কে যেন নিশান লইয়া গিয়াছে—নিশানের বাঁটটা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়া আছে—জায়গাটা রক্তে একেবারে মাখামাখি!" এমন সময় হঠাৎ স্যার কেনেথ্‌কে দেখিয়া নেভিল্‌ বলিলেন,—"এ কি, এ কাহাকে দেখিতেছি?"

রাজা রিচার্ড একটানে কুড়াল হাতে লইয়া বলিলেন,—"কাহাকে আর দেখিবে, বিশ্বাস-ঘাতককেই দেখিতেছ—এখন বিশ্বাসঘাতকের মরণটাও দেখ", এই বলিয়া কুড়াল উঠাইয়া কেনেথ্‌কে মারিতে উদ্যত হইলেন।

স্যার কেনেথের মুখে একটীও কথা নাই, মাথাটা নীচু করিয়া

পাথরের মূর্ত্তির মত রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা ধীরে ধীরে কুড়ালটা নামাইয়া রাখিয়া নেভিল্‌কে বলিলেন,—"নেভিল! তুমি না বলিলে, সেখানে মাটিতে রক্ত দেখিয়াছ?" তারপর কেনেথ্‌কে বলিলেন, "স্যার কেনেথ্‌! আপনাকে ত খুব সাহসী বলিয়াই জানিতাম; আপনি বলুন যে অন্ততঃ দুইজন শত্রুকেও বধ করিয়াছেন। না হয় বলুন একজনকেই, তারপর আপনার দুর্নামের বোঝা মাথায় করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করুন।"

কেনেথ্‌ বলিলেন,—"মহারাজ! আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন, অন্ততঃ সে দোষে আমি দোষী নই। আমি কোন শত্রুকে বধ করি নাই; রক্তের কথা যাহা শুনিয়াছেন সেটা আমার কুকুরের রক্ত। বেচারি কুকুর তাহার মনিবের চাইতে অনেক বিশ্বাসী; মনিব যে নিশান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, সেই নিশান বাঁচাইতে গিয়া তাহার রক্তপাত হইয়াছে।"

পুনরায় রাজার কুড়াল উঠিল। তখন স্যার টমাস্‌ তাড়াতাড়ি মধ্যখানে আসিয়া পড়িয়া বলিলেন,—"মহারাজ! আপনার হাতে একাজ হইতে দিব না। ইহাকে বিশ্বাস করাটাই ভুল হইয়াছে! আমি ত বলিয়াই ছিলাম যে স্কট্‌লণ্ডের লোকদের চেহারাটা জমকাল হইলেও কাজের বেলায় তাহারা অত্যন্ত অবিশ্বাসী।"

তখন রাজা হাতের কুড়াল নামাইয়া বলিলেন,—"হাঁ টমাস্‌! তুমি বলিয়াছিলে বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই। কিন্তু টমাস্‌, লোকটার রকম দেখিয়া আমি অবাক্‌ হইয়া গিয়াছি! আমার কুড়ালের মুখে কেমন শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মরিবে বলিয়া যেন গ্রাহ্যই নাই। এক বিন্দুও যদি ভয়ের

ভাব দেখিতে পাইতাম তবে এতক্ষণে তাহার মাথাটা চুরমার করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু যাহার ভয়ও নই বাধা দিবারও ইচ্ছা নাই—তাহাকে ত আমি মারিতে পারি না !”

কেনেথ্‌ কি যেন বলিবেন মনে করিয়া সবে মাত্র আরম্ভ করিয়াছেন, “মহারাজ !”—তখনি রাজা বাধা দিয়া বলিলেন,—“হাঁ, এতক্ষণে দেখিতেছি মুখে কথা ফুটিয়াছে ! আমাকে কিছু বলিবার আবশ্যক নাই—ভগবানের নিকট দয়া ভিক্ষা কর। তোমার দোষেই ত ইংলণ্ডের এত অপমান হইল—তুমি যদি আমার আপন এবং একমাত্র ভাইও হইতে তবু তোমাকে ক্ষমা করিতাম না।”

কেনেথ্‌—কাহারও কাছে ক্ষমা চাহিবার ইচ্ছা আমার নাই। মরিবার পূর্ব্বে কোন পাদ্রির নিকট পাপ স্বীকার করিতে হয়; সে অধিকারটুকুও আমাকে দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছা। কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে আপনাকে একটী কথা বলিতে চাই। কথাটী অতি গুরুতর—আপনার মানসম্ভ্রম তাহার উপর নির্ভর করে।

নিশানের সম্বন্ধীয় কোন কথা হইবে মনে করিয়া রাজা রিচার্ড বলিলেন,—“আচ্ছা, বল কি কথা বলিতে চাও।”

কেনেথ্‌—অন্য লোকের সাক্ষাতে বলিব না।

তখন স্যার নেভিল এবং স্যার টমাসকে রাজা বাহিরে যাইতে বলিলেন। নেভিল্‌ বাহিরে চলিয়া গেলেন কিন্তু টমাস্‌ কিছুতেই যাইবেন না। রাজাকে বলিলেন,—“মহারাজ ! আপনি রাগ করুন আর যাহাই করুন এই বিশ্বাসঘাতক স্কটের কাছে আপনাকে একা রাখিয়া আমি কিছুতেই বাহিরে যাইব না।” একথায় রাজা স্যার টমাসের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন।

তখন কেনেথ্‌ বলিলেন—"আচ্ছা, স্যার টমাস্‌ থাকুন তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তিনি খাঁটি লোক, তাঁহার সাক্ষাতেই আমি বলিতেছি—মহারাজ! আপনার চারিদিকেই বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্র চলিতেছে।"

রাজা—সেটা খুবই সম্ভব—আমার সম্মুখেই তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান।

কেনেথ্‌—মহারাজ! কথাটা এরূপ অগ্রহ্য করিবেন না। আমি যাহা বলিতেছি তাহা অতি গুরুতর কথা! ক্রুজেডার দলের সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, রাজকুমারী এডিথকে সেলাডিনের সঙ্গে বিবাহ দিয়া একটা পাকা সন্ধির ব্যবস্থা করা হইবে।

স্যার কেনেথের এই কথায় বিপরীত ফল ফলিল! এডিথকে যে কেনেথ্‌ ভালবাসেন সে কথা রাজার মনে পড়িয়া গেল তখন সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া রিচার্ড বলিলেন—"চুপ কর বেয়াদব! সাবধান, তোমার পাপ জিহ্বায় রাজকুমারীর নাম উচ্চারণ করিও না। জিহ্বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব! রাজকুমারীর বিবাহ মুসলমানের সঙ্গে হউক বা খৃষ্টানের সঙ্গে হউক তাহাতে তোমার কি?"

কেনেথ্‌—তাহাতে আমার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—একটু পরেই-ত এ পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। আর রাজকুমারীর নাম উচ্চারণ করিব না বলিতেছেন? তাঁহার চিন্তা পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন?—মৃত্যুর সময় আমার মুখ রাজকুমারীর কথাই শেষ কথা বলিবে—আমার মন এডিথের চিন্তাই শেষ চিন্তা করিবে, আপনার নিষেধ আমি গ্রাহ্যও করি না। এই আমার অনাবৃত মস্তক পাতিয়া দিলাম! আপনার হাতে অস্ত্র আছে, ক্ষমতা থাকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন আমার কথার পরিবর্ত্তন করাইতে পারেন কিনা।

কেনেথের এরূপ নির্ভীক ভাব এবং মনের দৃঢ়তা দেখিয়া রাজা রিচার্ডের মত লোকও বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন! হাতের কুড়াল হাতেই রহিল, তিনি পরাজয় মানিয়া বলিলেন,—"এই লোকটা দেখিতেছি আমাকে পাগল করিয়া দিবে!"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজা রিচার্ডের তাঁবুর বাহিরে হঠাৎ গোলমাল শুনিতে পাওয়া গেল এবং তখনি খবর আসিল—রাজার তাঁবুতে রাণী বীরেঙ্গেরিয়া আসিতেছেন। স্যার নেভিল তাঁবুর বাহিরে ছিলেন, রাজা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"নেভিল্‌! শীঘ্র রাণীকে থামাও, তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বল—এখানকার এ দৃশ্য রাণীর দেখাটা উচিত হইবে না। সামান্য একটা বিশ্বাসঘাতক লোক আজ আমাকে এমন করিয়া ক্ষেপাইয়া দিল, ইহা বড় লজ্জার কথা!" তার-পর চুপি চুপি স্যার টমাস্‌কে বলিলেন, "টমাস্‌! লোকটাকে লইয়া তাঁবুর পিছনের দরজা দিয়া শীঘ্র বাহির হইয়া যাও। মনে রাখিও, আজই যেন তাঁহাকে বধ করা হয়। আর এক কাজ করিবে—মরিবার পূর্ব্বে তাহাকে একজন পুরোহিত ডাকিয়া দিও; আর তাহার যুদ্ধের পোষাক যেন খুলিয়া ফেলা না হয়। লোকটা বিশ্বাসঘাতক হইলেও তাহার অসাধারণ সাহস; তাহাকে আমরা অপমান করিয়া মারিতে চাই না।"

স্যার টমাস্‌ তখন কেনেথ্‌কে লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া

পড়িলেন। বাহিরে গিয়া তিনি কেনেথ্‌কে বলিলেন,—"রাজা হুকুম করিয়াছেন, তোমাকে অপমান করিয়া বধ করা হইবে না; তোমার অস্ত্রশস্ত্র বর্ম্ম প্রভৃতি সকলি থাকিবে আর একজন ঘাতক তলোয়ার দিয়া তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিবে।"

কেনেথ্‌—রাজার এ অনুগ্রহটুকু পাইব বলিয়া আশা করি নাই; তাঁহার অন্তঃকরণ বাস্তবিকই দয়ালু। আমার পরিবারে তাহা হইলে দুঃখ করিবার কোনই কারণ থাকিবে না। হায়, হায়, পিতা! পিতা! তোমার কথা ভাবিয়াই আমার কষ্ট হইতেছে—তোমার মনে না জানি কত দুঃখই হইবে।

স্যার টমাস্‌ পুনরায় বলিলেন,—"তোমাকে একজন পাদ্রি ডাকিয়া দিবারও হুকুম হইয়াছে। একজন পাদ্রিও উপস্থিত আছেন; তুমি প্রস্তুত হইলেই তাঁহাকে তোমার নিকট লইয়া আসিব।"

কেনেথ্‌—তবে আর দেরি করিবেন না, এখনই পাদ্রিকে লইয়া আসুন।

কেনেথ্‌ তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন,—"হে ভগবান! তোমার ইচ্ছা এবং রাজার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

স্যার টমাসের প্রাণ কেনেথের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তাঁবুর বাহিরে যাইতে লাগিলেন কিন্তু পা যেন আর চলে না। শেষে আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না, কেনেথের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"কেনেথ্‌! তোমার বাবা বাঁচিয়া আছেন, তোমার বয়সও খুব কম। আমার পুত্র র‍্যালফ্‌কে আমি বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছি; তাহার প্রায় তোমারই মত বয়স—সাহসও তাহার ঠিক তোমারই মতন। আচ্ছা, কেনেথ্‌! তোমার জন্য আমি কিছু করিতে পারি কি?"

কেনেথ্‌—কিছুই করিবার নাই! আমি আমার কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করিয়াছি। বিশ্বাস করিয়া আমাকে যে নিশান রক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছিল, সে নিশান চুরি হইয়াছে—এখন মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ—তাহার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াছি।

স্যার টমাস্‌—তবে আমার আর কিছু করিবার নাই—ভগবান তোমার সহায় হউন। এখন মনে হইতেছে যে, পাহারার কাজটা আমারই নেওয়া উচিত ছিল। তুমি যাহাই বল কেনেথ্‌! আমি দেখিতে পাইতেছি, এই ব্যাপারের মধ্যে কোন রহস্য আছে! নিশ্চয় কেহ ফাঁকি দিয়া তোমাকে পাহারা ছাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল! বল কেনেথ্‌! দোহাই তোমার, আমার কাছে গোপন করিও না—তোমার বলিবার কিছুই নাই কি?"

হতভাগ্য কেনেথ্‌ মনের কষ্টে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "আমার কিছুই বলিবার নাই!"

টমাস্‌-ডি-ভক্‌স্‌ পরাজয় স্বীকার করিয়া তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

রিচার্ডের রাণী বিরেঙ্গেরিয়া প্রসিদ্ধ সুন্দরী ছিলেন। তিনি একটু ক্ষমতপ্রিয় হইলেও তাঁহার মনটা বড়ই উদার ছিল। একদিকে রাজা রিচার্ডকে যেমন মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন, অপর দিকে রাজার উগ্র প্রকৃতির দরুণ বিরেঙ্গেরিয়া তাঁহাকে

একটু ভয়ও করিতেন। রাণী বিরেঙ্গেরিয়ার বুদ্ধি তেমন প্রখর ছিল না বলিয়া, অনেক সময় রাজা রিচার্ড তাঁহার ভগ্নী এডিথের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেন। রাজকুমারী এডিথ্‌ অসাধারণ বুদ্ধিমতী, তাঁহার সহিত গল্প করিয়া রাজার মনে বড়ই তৃপ্তি হইত। অবশ্য রাণী বিরেঙ্গেরিয়া সেটা তত পছন্দ করিতেন না বটে কিন্তু সেজন্য এডিথের প্রতি তাঁহার মনে কোন হিংসার ভাব ছিল না।

পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কেনেথ্‌ এডিথের নিকট বিদায় লইয়া রাণীর তাঁবু হইতে চলিয়া আসিলে রাণী প্রথমতঃ এডিথের জন্য একটু দুঃখিত হইয়াছিলেন। তারপর হঠাৎ তাঁবুর পর্দ্দা সরাইয়া দিয়া এডিথ্‌ যে তাঁহাকে লজ্জা দিয়াছিলেন, সেজন্য এডিথকে একটু তিরস্কারও করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে এডিথ্‌ যখন সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলেন যে, রাত্রে নিশান চুরি হইয়া গিয়াছে এবং সেই প্রহরী যোদ্ধাটীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না তখন তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়া রাণীকে গিয়া বলিলেন,—"দেখিলেন ত রাণী! ঠাট্টা তামাসার ফলটা কেমন হইল—এখন শীঘ্র রাজার কাছে যান।"

এডিথের কথা শুনিয়া রাণীর মনেও ভয় হইল, তিনি নানা প্রকারে এডিথ্‌কে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন। সেই সময় রাণীর একজন সহচরী আসিয়া সেখানে উপস্থিত। তাহার মুখের ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া এডিথ্‌ চমকাইয়া উঠিলেন, তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল! হাত জোড় করিয়া রাণীকে বলিলেন,—"দোহাই রাণী, আর মিছামিছি বাজে কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিবেন না, এখনি রাজার কাছে যান এবং সম্ভব হইলে এই নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া দেখুন।"

রাণীর সহচরী লেডি ক্যালিষ্টা বলিলেন,—"এডিথ্‌ ঠিকই বলিয়াছেন। আমি শুনিয়াছি, স্যার কেনেথ্‌কে এইমাত্র রাজার নিকট লইয়া গিয়াছে। এখনও সময় আছে। উঠুন রাণী! শীঘ্র রাজার তাঁবুতে চলুন।"

রাণী তখন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিলেন। রাজার তাঁবুতে যাইবেন—সহচরীদিগকে বলিলেন, "ভাল করিয়া আমাকে সাজাইয়া দাও, শীঘ্র কর। একি, সবুজ পোষাক কেন? সবুজ রং রাজা মোটেই পছন্দ করেন না—নীল পোষাকটা লইয়া আইস; আর সেই রুবির নেকলেস্‌টাও পরাইয়া দাও।"

রাণীর কথা শুনিয়া ক্রোধে এবং ঘৃণায় এডিথ্‌ জ্বলিয়া উঠিলেন,—"ছি, ছি, রাণী—কি লজ্জার কথা! একজন নিরপরাধ লোকের প্রাণ যায়, আর আপনি কিনা আপনার পোষাক আর নেকলেস্‌ লইয়া ব্যস্ত? আপনার এরূপ ব্যবহার মানুষের পক্ষে অসহ্য। থাক্‌, আপনাকে যাইতে হইবে না—আমিই রাজার নিকট যাইতেছি। আমি রাজা রিচার্ডের ভগ্নী; আমার নামের দোহাই দিয়া একজন সাহসী যোদ্ধাকে ফাঁকি দিয়া আনিয়া এখন বিপদে ফেলা হইয়াছে, ইহা আমার পক্ষে কতদূর অপমানের কথা সেটা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিব।" এই বলিয়া এডিথ্‌ যাইতে উদ্যত হইলেন।

রাণী ভয় পাইয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন,—"থামাও শীঘ্র, এডিথ্‌কে যাইতে দিও না।"

তখন লেডি ক্যালিষ্টা ধীরে ধীরে এডিথের হাতখানি ধরিয়া বলিলেন,—"আপনি যাইবেন না রাজকুমারী! একটু অপেক্ষা করুন, রাণী এখনি যাইতেছেন।" তারপর তিনি রাণীকে বলিলেন,

—"আপনি আর একটুও দেরি করিবেন না। এডিথ্‌ যদি একাকী রাজার নিকট যান তবে কিন্তু রাজা আরও চটিয়া যাইবেন। তখন কেবল একটা লোকের প্রাণবধ করিয়া তিনি শান্ত হইবেন না।"

লেডি ক্যালিষ্টার কথা শুনিয়া রাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কেবলমাত্র একটী ঢিলা গাউন পরিয়া এডিথ্‌কে এবং সহচরীদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজার তাঁবুতে চলিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজা রিচার্ড বিছানায় শুইয়া আছেন, তাঁহার হুকুমের অপেক্ষায় একজন ঘাতক দাঁড়াইয়া আছে—এমন সময় রাণী রাজার তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাজা পাশ ফিরিলেন—মনে হইল যেন তিনি একটু বিরক্ত হইয়াছেন!

তাঁবুতে প্রবেশ করিয়াই সেই যমদূতের মত ঘাতকের প্রতি রাণীর দৃষ্টি পড়িল—রাণী একটু ভয় পাইলেন! তখন তাড়াতাড়ি রাজার বিছানার পাশে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া দুই হাতে রাজার ডান হাতখানি লইয়া আদরের সহিত চুম্বন করিলেন!

রাজা তখনও মুখ ফিরাইয়াই রহিলেন কিন্তু তাঁহার হাত রাণীর হাতেই রহিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি চাও বিরেঙ্গেরিয়া?"

রাণী—মহারাজ! এই লোকটাকে চলিয়া যাইতে বলুন; উহার দৃষ্টি আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।

রাজার আদেশে ঘাতক প্রস্থান করিলে রিচার্ড রাণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"কি চাও রাণী ?"

রাণী—মহারাজ আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি।

রাজা—ক্ষমা কিসের জন্য রাণী ?

রাণী—প্রথম ক্ষমা চাহিতেছি এই জন্য যে সংবাদ না দিয়া হঠাৎ আপনার তাঁবুতে আসিয়াছি।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই রাণী থামিলেন।

রাজা—ইহার জন্য ক্ষমা ? অপরাধীর কারাগারেও ত সূর্য্যের আলো পড়ে—তবে সূর্য্যেরও ক্ষমা চাওয়া উচিত ! না রাণী, তোমার উপর রাগ করি নাই। তবে কিনা তখন এমন একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম যে তখন তোমার না আসাটাই ভাল ছিল ! আর আমার কিনা জ্বর হইয়াছিল, এখন আমার কাছে আসাটাও ঠিক নহে—তোমার যদি আবার অসুখ করে ?

রাণী—আপনি ত এখন ভাল হইয়াছেন মহারাজ !

রাজা—ভাল হইয়াছি বৈকি। এতটা ভাল হইয়াছি যে এখন যদি কেহ বলে, মেয়েদের মধ্যে তুমি সকলের চাইতে সুন্দরী নও তবে এখনি তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারি।

রাণী—তবে আমার একটী ভিক্ষা আছে—একটী মাত্র ভিক্ষা—একজন নির্দ্দোষীর প্রাণ ভিক্ষা চাই—সেটি আমাকে দিবেন কি মহারাজ ?

রাজা—হাঁ বুঝিতে পারিয়াছি—আচ্ছা, বলিয়া যাও।

রাণী মৃদু স্বরে বলিলেন,—"এই নির্দ্দোষী বেচারি স্কট যোদ্ধাটী—

রাজা—সাবধান রাণী! উহার কথা আমার কাছে বলিও না। উহার প্রাণদণ্ডের হুকুম হইয়া গিয়াছে।

রাণী—না মহারাজ, দোহাই আপনার! একটা রেশমের নিশানই ত হারাইয়াছে? আপনার বিরেঙ্গেরিয়া নিজ হাতে তাহার চাইতে অনেক সুন্দর নিশান প্রস্তুত করিয়া দিবে—আমার কাছে যত মণি-মুক্তা আছে সমস্ত দিয়া নিশান সাজাইয়া দিব!

রাজা—রাণী, তুমি কি বলিতেছ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। মণিমুক্তা? পৃথিবীর সমস্ত মণিমুক্তা দিলেও ইংলণ্ডের যে অপমান হইয়াছে তাহার এক বিন্দুও দূর হইবে না। যাও রাণী, শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও—এখন আমার অনেক কাজ আছে।

এডিথ্‌ রাণীর পিছনেই ছিলেন, তখন ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া রাণী তাঁহাকে বলিলেন,—"শুনিলে ত এডিথ্‌! এখন বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিলে রাজা আরও চটিয়া যাইবেন।"

"তা গেলেনই বা" এই কথা বলিয়া এডিথ্‌ অগ্রসর হইয়া আসিয়া রাজাকে বলিলেন,—"মহারাজ! আমি আপনার নিকট দিয়া ভিক্ষা করিতে আসি নাই, আমি সুবিচার চাহিতেছি। কেহ সুবিচার প্রার্থনা করিলে কোন রাজাই সেটা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।"

এডিথের কথা শুনিয়া রাজা উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন,—"এই যে আমার ভগ্নী এডিথ্‌ও আসিয়াছেন! এডিথ্‌ কিনা রাজ-পরিবারের মেয়ে তাই সব সময়ই রাজার মত কথা বলেন। তা আমিও রাজার উপযুক্ত উত্তরই ।দব—আশা করি তিনি কোন অন্যায় প্রার্থনা করিতে আসেন নাই।"

এডিথ্‌—মহারাজ! আপনি যাঁহার প্রাণ বধের হুকুম দিয়াছেন

তাঁহার বীরত্বের পরিচয় আপনিও যথেষ্ট পাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঘটনাক্রমে কর্ত্তব্য কার্য্য অবহেলা করিয়া তিনি এখন অপরাধী হইয়াছেন। আর গোপন করিবারই বা দরকার কি? আমার নামে তাঁহাকে ডাকিয়া পাহারা ছাড়াইয়া আনা হইয়াছিল। স্বয়ং রাজা রিচার্ড যে বংশে জন্মিয়াছেন, সেই বংশের কোন মেয়ে যদি কাহাকেও ডাকিয়া পাঠান তবে ক্রুজেডার দলে এমন কোন্ যোদ্ধা আছেন যে সে ডাক অমান্য করিতে পারেন?

অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া লইয়া রিচার্ড বলিলেন,—"এডিথ্! তবে কি তুমি তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলে?"

এডিথ্—হাঁ মহারাজ! আমি দেখা করিয়াছিলাম। কেন দেখা করিয়াছিলাম তাহা এখন বলিবার সময় নাই—আমি নিজকে সাফাই করিতেও এখানে আসি নাই, কিংবা অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার জন্যও আসি নাই।

রাজা—তার সঙ্গে তুমি কোথায় দেখা করিয়াছিলে?

এডিথ্—রাণীর তাঁবুতে দেখা করিয়াছিলাম।

রাজা—রাণী বিরেঙ্গেরিয়ার তাঁবুতে? কি সর্ব্বনাশ! এডিথ্, এ অতি অসমসাহসের কাজ করিয়াছ! এই যোদ্ধার বেয়াদবি দেখিয়াও আমি এতদিন কিছু বলি নাই। কিন্তু তুমি রাত্রে তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছ তাহাও আবার আমার রাণীর তাঁবুতে! ইহা অতি অসহ্য ব্যাপার! সাবধান এডিথ্! আজীবন সন্ন্যাসিনী হইয়া তোমাকে ইহার জন্য অনুতাপ করিতে হইবে।

এডিথ্—মহারাজ! আমি যাহা করিয়াছি তাহার দরুণ আপনার কিংবা আমার সম্মানের কোনরূপ হানি হয় নাই—রাণীকে জিজ্ঞাসা

করুন তিনি তাহার প্রমাণ দিবেন। মহারাজ! আপনি একবার ভাবিয়া দেখুন, যোদ্ধাটী কি প্রলোভনে পড়িয়া অপরাধ করিয়াছেন—শুধু তাহা দেখিয়াই আপনি উঁহাকে ক্ষমা করুন। মনে করিয়া দেখুন, একদিন আপনাকেও এইরূপ ক্ষমার জন্য ভগবানের কাছে ভিক্ষা করিতে হইবে।

রাজা অতিশয় বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"একি রাজকুমারী এডিথের উপযুক্ত কথা হইল? এডিথ্‌! তোমাকে আমি খুব বুদ্ধিমতী বলিয়াই জানিতাম—কিন্তু তোমার এ কি রকম ব্যবহার? বেশ, আমিও তবে সেই অপদার্থ লোকটার মাথাটা আনাইয়া তোমার ঘরে ঝুলাইয়া রাখিব—ঘরের সৌন্দর্য্য বাড়িবে।"

এডিথ্‌—তা যদি করেন, আমিও তবে সেটাকে একজন মহৎ যোদ্ধার স্মৃতিচিহ্ন মনে করিয়া পরম যত্নে রাখিয়া দিব এবং বলিব যে, এই সাধু যোদ্ধাটাকে অন্যায়রূপে হত্যা করা হইয়াছিল। তাঁহাকে আপনি অপদার্থ বলিতেছেন? কখনই নহে—তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং তাঁহাকে আমি খুব ভালবাসি। তাঁহার ব্যবহার কিংবা কথায় একদিনের জন্যও তিনি আমার নিকট ভালবাসা প্রকাশ করেন নাই—দূর হইতেই তিনি সর্ব্বদা আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়াছেন। এমন একজন সাধু এবং মহৎ যোদ্ধাকে কিনা শেষে আপনার অবিচারে মরিতে হইল!

এডিথের কথায় রাণীর অত্যন্ত ভয় হইল, ধীরে ধীরে এডিথ্‌কে বলিলেন,—"দোহাই তোমার এডিথ্‌! চুপ কর—দেখিতেছ না, তোমার কথায় রাজার ক্রমেই বেশী রাগ হইতেছে!"

এডিথ্‌—রাজার ক্রোধকে আমি গ্রাহ্যই করি না; তিনি যাহা

ইচ্ছা করুন। আমার জন্যই ত এই সাধু বীরপুরুষকে মরিতে হইল ? আচ্ছা, আমিও জানি কি করিয়া তাঁহার জন্য শোক করিতে হয়! তিনি বাঁচিয়া থাকিতে আর আমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইত না! আমাদের মধ্যে যে অনেক ব্যবধান! কিন্তু মৃত্যুই ছোট-বড়র মিলন করিয়া দেয়—এখন হইতে আমি তাঁহার মৃত আত্মার পত্নী হইয়া থাকিব।

রাজা এডিথের কথার একটা কর্কশ উত্তরই দিবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক এই সময় একজন সন্ন্যাসী পুরোহিত ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া রাজার তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং রাজার নিকট হাঁটু গাড়িয়া ভগবানের দোহাই দিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই যোদ্ধাটীর প্রাণদণ্ড রহিত করুন।"

রাজা—কি আপদ! দেখিতেছি সকলে মিলিয়া আমাকে পাগল করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। কিন্তু এখনও কেন লোকটার প্রাণদণ্ড হইল না?

সন্ন্যাসী—মহারাজ! আমি হাত যোড় করিয়া স্যার টমাস্‌কে অনেক অনুরোধ করিয়াছি, তিনিও কিছুকাল সময় দিতে রাজি হইয়াছেন।

রাজা—তুমি হাত যোড় করিলে আর সে তাহাতে রাজি হইয়া গেল? আচ্ছা, তোমার কি বলিবার আছে শীঘ্র বল।

সন্ন্যাসী—মহারাজ! অপরাধী আমার নিকট অত্যন্ত গোপনীয় একটা কথা স্বীকার করিয়াছে, আমি সেটা কিছুতেই বলিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি আপনি সে কথা শুনিলে এখনই তাহার প্রাণদণ্ড রহিত করিবেন।

রাজা—আচ্ছা, কি কথা বলিয়াছে আমাকে আগে বল তারপর যাহা করা উচিত আমি তাহা করিব। কিন্তু তুমি মনে করিও না যে শুধু তোমার কথায়ই আমি হুকুম বদলাইব।

সন্ন্যাসী—মহারাজ! প্রায় কুড়ি বৎসর যাবৎ এনগাদির গুহায় বাস করিয়া আমি আমার পাপের জন্য অনুতাপ করিতেছি। আপনি কি মনে করেন যে, এখন একটা মিথ্যা কথা বলিয়া আমি আমার আত্মার অকল্যাণ করিব?

রাজা—ও, তুমিই বুঝি এন্‌গাদির সেই প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী! তা তুমি যেই হও না, আমি তোমার কথায় কাণ দিব না। তুমি যতই কেন অনুরোধ কর না আমার হুকুমের অন্যথা হইবার নহে।

সন্ন্যাসী—তবে মহারাজ, মনে রাখিবেন—আপনাকে ইহার দরুণ পরে অনুতাপ করিতে হইবে। এই অপরাধীকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য নিজের প্রাণ দিতেও রাজি হইবেন।

রাজা রিচার্ড আর সহ্য করিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"শীঘ্র এখান হইতে সকলে প্রস্থান কর, নতুবা অপমানিত হইতে হইবে—ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি।"

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ একজন লোক তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"ক্ষান্ত হউন মহারাজ! শপথ করিবেন না।"

আগন্তুক ব্যক্তিকে দেখিয়া রাজা বলিলেন,—'আসিতে আজ্ঞা হউক্‌ হাকিম মহাশয়! তুমি আবার কি বলিতে আসিয়াছ?"

হাকিম—মহারাজ! আমার কাজ অত্যন্ত জরুরি, আপনাকে এখনি তাহা শুনিতে হইবে।

রাজা সকলকেই তখন তাঁবুর বাহিরে যাইতে বলিলেন,—'যাও

রাণী। এডিথ্‌! তুমিও চলিয়া যাও। আজ দুই প্রহরের পর অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইবে, ততক্ষণ গিয়া শান্ত হইয়া বসিয়া থাক। না, না আর কিছু শুনিতে চাহি না, ভাল চাও ত এখন শীঘ্র চলিয়া যাও।"

রাণী তখন এডিথ্‌ ও সহচরীগণকে লইয়া তাঁবুর বাহির হইয়া গেলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

রাণীর সঙ্গে সন্ন্যাসীও বাহিরে চলিল; দরজার নিকটে আসিয়া মুখ ফিরাইয়া পুনরায় রাজাকে বলিল,—"একটা বিধর্ম্মী মুসলমানের সঙ্গে কথা বলিতে খৃষ্টান্‌ পাদ্রিকে বাহির করিয়া দাও?—ধিক্‌ তোমাকে! ভগবানের দণ্ড তোমার মাথায় পড়িবে! গর্ব্বিত রাজা! আমি চলিলাম, তোমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইবে।"

রাজা—যাও, তোমার তেজ লইয়া তুমি চলিয়া যাও; যখন আবার সাক্ষাৎ হইবে তখনই বুঝা যাইবে!

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে রাজা হাকিমকে বলিলেন,—"হাকিম সাহেব! তোমার আবার কি চাই?"

হাকিম—মহারাজ! আমার ঔষধের গুণে আপনার প্রাণ বাঁচিয়াছে; এখন তাহার ঋণ শোধ করুন। আমি অর্থ চাহি না, একটি লোকের প্রাণ ভিক্ষা করিতেছি—অনুগ্রহ করিয়া সেটা আমাকে দিন্‌।

হাকিমের কথা শুনিয়া রিচার্ড অবাক্ হইয়া গেলেন! নত মস্তকে চলিতে চলিতে আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"হাকিমকে দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম তাহার অভিসন্ধিটা কি। কি আপদ! আমি একজন রাজা, যুদ্ধে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বধ করিয়াছি, আর এখন কিনা একটা অপরাধীর প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়াও কিছুতেই তাহাকে বধ করিতে পারিতেছি না—একজনের পর একজন আসিয়া ক্রমাগত বাধা দিতে আরম্ভ করিয়াছে!" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

রাজার হাসি শুনিয়া হাকিম বলিল,—"মহারাজ! হাসিমুখে প্রাণদণ্ডের হুকুম বাহির হইতে পারে না, বোধ করি তবে আমার ভিক্ষাটী আমি পাইলাম।"

রাজা—একটা লোককে বাঁচাইয়া তোমার লাভ কি? তাহার চাইতে বরং তোমার স্বজাতি এক হাজার কয়েদিকে আমি ছাড়িয়া দিতেছি।

হাকিম—মহারাজ! আপনি হাজার লোককে ছাড়িয়া দিতে পারেন আর প্রাণদাতার অনুরোধে একটা লোককে ছাড়িতে পারেন না?

রাজার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, হাকিমকে বলিলেন,—"দেখ হাকিম! তোমাকে আমার চিকিৎসার জন্যই রাখা হইয়াছিল, তোমার উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

হাকিমও রাজার কথা শুনিয়া গরম হইয়া উঠিল,—"কি এত বড় প্রসিদ্ধ রাজা রিচার্ড! তিনি কিনা সামান্য একটা ঋণ শোধ

করিতে অনিচ্ছুক ?” এতক্ষণ হাকিম হাঁটু গাড়িয়া খুব বিনয়ের সহিতই কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, এখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া রীতিমত তেজের সহিতই বলিতে লাগিল,—“শুনুন রাজা! আপনার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বত্র আমার সম্মান আছে। আমি পৃথিবীর সমস্ত রাজদরবারে প্রচার করিয়া দিব যে, রাজা রিচার্ডের মত অকৃতজ্ঞ আর নাই!”

সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া রাজা লাফাইয়া উঠিলেন,—“কি, এত বড় স্পর্দ্ধা আমার সাক্ষাতে ? তোমার কি প্রাণের ভয় নাই ?”

হাকিম—আপনার রাগকে আমি গ্রাহ্যও করি না—মারুন আমাকে, এই আমার মাথা পাতিয়া দিলাম। ভালই ত, তাহা হইলে আমাকে আর কিছু করিতেও হইবে না—আপনার কাজ দেখিয়াই সকলে বুঝিতে পারিবে আপনি কত দূর অপদার্থ!

হাকিমের কথায় রাজার চৈতন্য হইল—তাঁহার রাগ চলিয়া গেল। বলিলেন,—“আমি অকৃতজ্ঞ! তবে আর বাকি রাখ কেন—বিধর্ম্মী, কাপুরুষও বল। হাকিম! তুমি নিজেই তোমার পুরস্কার স্থির করিয়াছ। বেশ, তুমি যাহা চাহ তাহাই তোমাকে দিলাম।” এই বলিয়া রাজা একটু কাগজে হুকুম লিখিয়া দিয়া বলিলেন,—“এই হুকুম লইয়া যাও, ইহা দেখাইলেই তোমার জিনিষ পাইবে। তাহাকে তোমার ক্রীতদাস করিয়া রাখিও—কিন্তু সাবধান! সে যেন কখনও আমার সম্মুখে আর না আইসে।”

ঊর্দ্ধে দুই হাত তুলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে হাকিম হুকুম লইয়া চলিয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজা রিচার্ডকে অপ্রীতিকর কোন কথা শুনাইতে হইলেই সকলে মিলিয়া টায়ারের পুরোহিতটীকে তাঁহার নিকট পাঠাইতেন! রাজা পুরোহিতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন সুতরাং তাঁহার উপর কখনই তিনি বিরক্ত হইতেন না। এই পুরোহিতটী একদিন রাজাকে গিয়া সংবাদ দিলেন,—"সেলাডিন তাঁহার সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন; এদিকে ফ্রান্সের ফিলিপ্ এবং অষ্ট্রিয়ার ডিউক দুই জনেই স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের সব লোকজন লইয়া প্যালেষ্টাইন্ পরিত্যাগ করিবেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, এখন আপনিই শুধু রহিলেন। অবশ্য কন্‌রাড্ মসেরা এবং গ্র্যাণ্ডমাষ্টারও থাকিবেন বটে কিন্তু তাঁহাদের উপরই বা ভরসা কি?"

পুরোহিতের কথা শুনিয়া রাজা জ্বলিয়া উঠিলেন,—"কি, একটা কিছু শেষ না করিয়াই তাঁহারা চলিয়া যাইতেছেন? আচ্ছা বেশ, তবে আমি একাই জেরুসালেমের দুর্গে ক্রুস্ পুঁতিব —আর না হয় আমার কবরের উপরই ক্রুস্ পোঁতা হইবে।"

পুরোহিত—একটা উপায় আছে মহারাজ! তাহাতে আপনি অতি সহজেই জেরুসালেম দখল করিতে পারিবেন অথচ তাহার জন্য একবিন্দুও রক্তপাত করিতে হইবে না।

রাজা—তাহা কিরূপে সম্ভব? স্যালাডিন্ কি জেরুসালেম সহজে বিনা রক্তপাতেই ছাড়িয়া দিবেন?

পুরোহিত—তাহা হইতে পারিবে না কেন? রাজা রিচার্ড

যদি সেলাডিনের সঙ্গে আত্মীয়তা করেন, তবে ত দুই জনে এক সঙ্গেই জেরুসালেম্‌ ভোগ করিতে পারিবেন!

রাজা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সেলাডিনের সঙ্গে আত্মীয়তা? এতক্ষণে আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি এডিথের কথা বলিতেছেন! কেহ একজন পূর্ব্বেও আমাকে একথা বলিয়াছিল। সেই স্কট্‌ যোদ্ধা, না হয় হাকিম, আর না হয় সেই সন্ন্যাসী—ইহাদের মধ্যে এক জনের নিকট হইতে যেন কথাটা আমি শুনিয়াছিলাম।"

পুরোহিত বলিলেন,—"সম্ভবতঃ এন্‌গাদির সেই সন্ন্যাসীর নিকটে আপনি শুনিয়া থাকিবেন; কেননা সেই সন্ন্যাসীই বিষয়টা লইয়া অনেক চেষ্টা করিতেছিল!"

রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"কি আমার ভগ্নীকে একটা বিধর্ম্মী মুসলমানের সঙ্গে বিবাহ দিব?" ক্রোধে রাজার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, পুরোহিত ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি রাজাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন,—"অবশ্য এ বিষয়ে প্রথম পোপের মত লইতে হইবে।"

রাজা—আমাদের মত হউক আর না হউক পোপের মত লইলেই হইবে?

পুরোহিত—সে কি হইতে পারে মহারাজ! আপনার মত সকলের আগে চাই, তারপর পোপের মত।

রাজা—বিধর্ম্মীর সঙ্গে আমার ভগ্নীর বিবাহ, তাহাতে আবার আমি মত দিব? আচ্ছা, আপনার যাহা কিছু বলিবার আছে বলিয়া যান।

পুরোহিত—মহারাজ! সেলাডিনের সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ হইলে খৃষ্টানদের কতটা সুবিধা হইবে সে কথা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। তারপর এ সম্বন্ধে স্থির হইলে হয়ত সেলাডিন্‌ তাঁহার ধর্ম্ম ছাড়িয়া খৃষ্টানও হইতে পারেন।

রাজা—আপনারা কি কোন রকমে বুঝিতে পারিয়াছেন যে সেলাডিন্‌ খৃষ্টান হইতে পারেন? তিনি যদি সত্যসত্যই খৃষ্টান হন তবে আর কথা কি? পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে ছাড়িয়া আমি সেলাডিনের হাতেই এডিথ্‌কে দিব। এরূপ অসম্ভব সম্বন্ধের কথা যদি আমাকে পূর্ব্বে কেহ বলিত তবে বোধ করি তাহাকে মারিয়াই ফেলিতাম। কিন্তু এখন ত দেখিতেছি কথাটা তেমন মন্দ বোধ হইতেছে না! সেলাডিন্‌ অসাধারণ যোদ্ধা, তাহার মনটা অতি মহৎ। আর আমাদের ইঁহারা কি? প্রতিজ্ঞা করিয়া না সকলে ক্রুজেড্‌ যুদ্ধে আসিয়াছিলেন? এখন কাজ শেষ না হইতেই ঝগড়া বিবাদ করিয়া সকলে পলায়ন করিতেছেন। আমি একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব, দেখি তাঁহাদের মত বদ্‌লাইতে পারি কিনা। যদি না পারি তবে আপনার এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আবার কথাবার্ত্তা হইবে। চলুন তবে এখন মন্ত্রণা-সভায় যাই—সময় প্রায় হইয়া আসিল। আপনারা বলেন—আমি বড় অহঙ্কারী, বড় রাগী! আচ্ছা, আজ সভায় আমি এমনই শান্ত হইয়া থাকিব যে আপনাদের বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না।

এই বলিয়া রাজা রিচার্ড সাধারণ পরিচ্ছদ পরিয়া পুরোহিতের সঙ্গে মন্ত্রণা-সভায় চলিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

একটি বৃহৎ সামিয়ানার মধ্যে ক্রুজেডার দলের মন্ত্রণা-সভা বসিয়াছে। রাজা রিচার্ডের উপর নানা কারণে সকলেই বিরক্ত, সেজন্য সকলে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, রিচার্ড মন্ত্রণা-সভায় আসিলে যতটুকু সম্মান তাঁহাকে না করিলে নয়, ঠিক ততটুকুই করিবেন তদপেক্ষা অধিক সম্মান করিবেন না।

কিন্তু রাজা রিচার্ড যখন মন্ত্রণা-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সরল এবং উজ্জ্বল মুখখানি দেখিয়া সকলেরই মন হইতে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হইয়া গেল—মন্ত্রণা-সভার সমস্ত সভ্য একসঙ্গে দণ্ডায়মান হইলেন। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ্ এবং অষ্ট্রিয়ার অপমানিত ডিউক পর্য্যন্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন! তখন সকলে সমস্বরে—"রাজা রিচার্ড দীর্ঘজীবী হউন, ভগবান রাজা রিচার্ডকে রক্ষা করুন" এই বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

রিচার্ড সকলকে ধন্যবাদ করিয়া বলিলেন,—'আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন! রাগ ও বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া সকলে আবার একসঙ্গে মিলিত হইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমি ক্রুজেডার দলের একজন যোদ্ধা; আমার অন্যায় ব্যবহারে কেহ যদি কষ্ট পাইয়া থাকেন, তিনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কোন দোষের জন্য আপনারা এই মহৎ কার্য্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন না।" তারপর রিচার্ড রাজা ফিলিপের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"ভাই ফিলিপ্! আমি কি আপনার কাছে কোন

দোষ করিয়াছি ?" এই বলিয়া রিচার্ড রাজা ফিলিপের দিকে হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন। ফিলিপ্‌ রিচার্ডের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"না ভাই রিচার্ড! আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই।"

রিচার্ড তখন অষ্ট্রিয়ার ডিউকের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিলেন,—"ডিউক্‌! আমার উপর আপনার রাগ হইবার কারণ আছে, আমারও আপনার নামে অভিযোগ করিবার কারণ আছে—আসুন আমরা পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করি। ইংলণ্ডের নিশানটা যদি আপনার কাছে থাকে তবে সেটি ফিরাইয়া দিন; আমিও আপনার নিশানের যে অপমান হইয়াছে তাহার দরুণ আপনার নিকট ক্ষমা চাহিব।"

তখন জেরুসালেমের প্রধান পুরোহিত একটী বৃদ্ধ, তিনি বলিলেন,—"অষ্ট্রিয়ার ডিউক্‌ ইংলণ্ডের নিশানের বিষয় বিন্দুবিসর্গও জানেন না; একথা তিনি ধর্ম্মের নামে শপথ করিয়া বলিয়াছেন,— আমি তাহার সাক্ষী আছি।"

পুরোহিতের কথা শুনিয়া রাজা রিচার্ড বলিলেন,—"তাহা-হইলে ত আমি তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি!" এই বলিয়া রিচার্ড তাঁহার হাতখানি ডিউকের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—"ডিউক্‌! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।" কিন্তু ডিউক তাঁহার হস্ত গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"একি! ডিউক্‌ কি তবে আমাকে ক্ষমা করিতে অনিচ্ছুক? আচ্ছা, তাহাই হউক।"

ইহার পর রাজা রিচার্ড মার্কুইস্‌ কন্‌র্যাড্‌ ও গ্র্যাণ্ড মাষ্টারকে

জ্ঞাসা করিলেন,—“আপনাদের কাছে কি আমি কোন দোষ করিয়াছি ?”

মার্কু'ইস্‌ কন্‌র‍্যাড্‌ বলিলেন,—“না মহারাজ! আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই ; তবে কিনা, আপনার বীরত্বের তুলনায় আমাদের বীরত্ব অতি সামান্য এবং আপনি আমাদের দলপতি। যুদ্ধের যত প্রশংসা যশ সবই আপনার হয়, আমরা একেবারে অন্ধকারে পড়িয়া থাকি—ইহাই শুধু আমাদের দুঃখ।”

গ্র্যাণ্ড্‌ মাষ্টার লোকটা ভিতরে ভিতরে বড় সুবিধার ছিলেন না, রাজা রিচার্ডের নিন্দা করিবার এই সুযোগটুকু তিনি ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—“আমি এসব দলাদলি, কলহ-বিদ্বেষ মোটেই পছন্দ করি না। তবে কিনা কথাটা যখন উঠিয়াছে এবং সকলেই নিজ নিজ মত বলিতেছেন তখন আমার যাহা বলিবার আছে সেটাও বলা উচিত মনে করি। রাজা রিচার্ড অবশ্য আমাদের দলপতি। কিন্তু তাই বলিয়া সব বিষয়েই তিনি মিছামিছি কর্ত্তৃত্ব করিবেন, অন্য কাহাকে গ্রাহ্যই করিবেন না—সেটা কেন সকলে সহ্য করিবে ? কেহই ত তাঁহার প্রজা নহে, সকলেই তাঁহার মত স্বাধীন রাজা! আমি সাদাসিধে সন্ন্যাসী মানুষ, আমার অবশ্য তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। রাজা রিচার্ড যখন আমার মত জিজ্ঞাসা করিলেন তখন সত্য কথাই আমাকে বলিতে হইল।”

গ্র্যাণ্ড্‌ মাষ্টারের কথা শুনিয়া রাজা রিচার্ডের মুখ লাল হইয়া উঠিল! তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন গ্র্যাণ্ড্‌ মাষ্টারের অভিযোগের প্রতি সকলেরই সহানুভূতি আছে। আর ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে গ্র্যাণ্ড্‌ মাষ্টারের অভিপ্রায় কোন উপায়ে সকলেরই প্রশংসা লাভ

করা। সুতরাং এরূপ অবস্থায় চুপ করিয়া থাকিলে তাঁহাকে আরও প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। তখন রিচার্ড মনে মনে ঈশ্বর স্মরণ করিয়া তাঁহার ক্রোধ দমন করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"আপনারা সকলেই কি এইরূপ মনে করেন? অবশ্য আমি স্বীকার করিতেছি যে আমার দোষ দুর্ব্বলতা অনেক আছে! কিন্তু সেজন্য আপনারা কি আমাকে ক্ষমা করিতে পারেন না? একজন লোকের জন্য এতবড় একটা মহৎ কাজ শেষ না করিয়াই আপনারা চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন? কিছুতেই তাহা হওয়া উচিত নহে। আচ্ছা, যাহা হইবার হইয়াছে, সে সব আপনারা ভুলিয়া যান। চলুন সকলে খুব উৎসাহের সঙ্গে আবার কাজ আরম্ভ করি। এখন হইতে আপনারা দেখিতে পাইবেন—রিচার্ড আর কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবে না! আমি সন্তুষ্টচিত্তে সেনাপতির পদ ছাড়িয়া দিব, আপনারা যাঁহাকে সেনাপতি করিবেন তাঁহার হুকুম মানিয়া চলিব—আমার কোন ব্যবহার আর আপনাদের মনঃকষ্টের কারণ হইবে না। আর সত্যসত্যই যদি ক্রুজেড্‌ যুদ্ধের উপর আপনাদের বিরক্তির ভাব আসিয়া থাকে তবে আপনাদের অন্ততঃ দশ পনর হাজার সৈন্য আমাকে দিন। যদি সেই পবিত্র সমাধি-মন্দির উদ্ধার করিতে পারি তবে মন্দিরের দরজায় রিচার্ডের নাম লিখিব না,—যাঁহাদের সৈন্যের সাহায্যে রিচার্ড জয়লাভ করিবেন কেবলমাত্র তাঁহাদের নামই লিখিয়া দিব।"

রাজা রিচার্ডের এইরূপ সরল এবং উৎসাহপূর্ণ কথা শুনিয়া ক্রুজেডার দলের সকলেরই মন জাগিয়া উঠিল। এইরূপ সামান্য কারণে তাঁহারা নিরুৎসাহ হইয়াছিলেন ভাবিয়া সকলেই তখন লজ্জিত

হইলেন। একের উৎসাহে অন্যের উৎসাহ জাগিয়া উঠিল, একের কথায় অন্যের সাহস বাড়িয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে সকলে মিলিয়া উৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"বন্ধুগণ! চলুন সকলে মিলিয়া পুনরায় জেরুসালেমের দিকে অগ্রসর হই।—বিক্রম-কেশরী রিচার্ড! আপনিই আমাদের সেনাপতি, আমাদিগকে জেরুসালেমে লইয়া চলুন।"

তখন স্থির হইল যে, সন্ধির সময় উত্তীর্ণ হইলেই ক্রুজেডার দল পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। এইরূপ মনভরা উৎসাহ লইয়া সকলে মন্ত্রণা-সভা পরিত্যাগ করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ক্রুজেডার দলের সহিত পুনর্মিলনের পর রাজা রিচার্ড মনে স্থির করিলেন যেরূপেই হউক ইংলণ্ডের নিশান চুরির একটা কিছু না করিয়া ছাড়িবেন না।

স্যার কেনেথের নির্ব্বাসনের পর চতুর্থ দিনে রাজা রিচার্ড অপরাহ্ণে তাঁবুর মধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময় একজন কর্ম্মচারী আসিয়া সংবাদ দিল, রাজা সেলাডিনের নিকট হইতে একজন লোক আসিয়াছে, সে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

রাজা বলিলেন—"এখনি তাহাকে লইয়া আইস। দেখিও তাহাকে যেন উপযুক্ত সম্মান করা হয়।"

ক্ষণকাল পরেই কর্ম্মচারী একটা নিগ্রো ক্রীতদাসকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রীতদাসের আকৃতি উজ্জ্বল ও বীর-

পুরুষের মত। তাহার সুদীর্ঘ দেহ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তাহাকে দেখিলে একেবারেই নিগ্রো বলিয়া মনে হয় না। মাথায় একরাশ মিশমিশে কাল চুল, তাহার উপরে দুধের মত সাদা পাগড়ি। গায়ে একটী সাদা আলখাল্লা, তাহার নীচে হাঁটু পর্য্যন্ত চিতাবাঘের চামড়ায় প্রস্তুত একটী হস্তশূন্য জামা পরা। শরীরের গঠন অতিশয় বলিষ্ঠ। গলায় একটী রূপার কলার, হাতে রূপার বালা এবং কোমরে একটী ছোট চওড়া তলোয়ার ঝুলান। তাহার ডান হাতে একটী বল্লম এবং বাঁ হাতে একগাছি দড়ি—দড়িটা প্রকাণ্ড একটা কুকুরের গলায় বাঁধা।

ক্রীতদাস রাজার সম্মুখে আসিয়াই সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিল। তারপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রেশমের রুমালের ভিতর হইতে সোনালি কাপড়ে জড়ান একখানা চিঠি বাহির করিয়া রাজার হাতে দিল। চিঠিখানা সুলতান সেলাডিন্‌ রাজা রিচার্ডকে লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—"রাজাধিরাজ সেলাডিনের নিকট হইতে ইংলণ্ডের বিক্রম-কেশরী রাজা রিচার্ডের নিকট চিঠি।" তারপর লেখা,—"আপনার শেষ সংবাদে জানিতে পারিলাম আপনি যুদ্ধ করিবেন বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। এ বিষয়ে আপনি অন্ধের মত কাজ করিয়াছেন এবং আশা করি শীঘ্রই আপনার ভ্রম দেখাইয়া দিতে পারিব।

আপনি যে সব বহুমূল্য উপহার পাঠাইয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার প্রেরিত * ডোয়াফ্‌ চাকর

* স্যার কেনেথকে ডোয়ার্ফ নেকৃটাবেনাছ বিনাহুকুমে রাণীর তাঁবুতে লইয়া গিয়াছিল এই অপরাধের দরুণ নেকৃটাবেনাছ ও তাহার স্ত্রী উভয়কে রাজা রিচার্ড হাকিমের সঙ্গে উপহার স্বরূপ রাজা সেলাডিনের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

দুটী বাস্তবিকই অতি আশ্চর্য্য জিনিষ—এরূপ খর্ব্বকায় লোক আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আপনার এই চমৎকার উপহারের প্রতিদানে আমিও আপনাকে একটী নিগ্রো ক্রীতদাস পাঠাইলাম—ইহার নাম 'জোহুক্‌'। জোহুক্‌ অতিশয় বলবান! কিন্তু দুঃখের বিষয় সে বোবা! কিন্তু তাহা হইলেও ক্রমে যখন আপনি তাহার ইঙ্গিতের কথা বুঝিতে পারিবেন তখন দেখিবেন তাহার বুদ্ধিও আশ্চর্য্য! চাকরটীকে আপনার হাতে সঁপিয়া দিলাম—আশা করি ইহাদ্বারা আপনার খুবই উপকার হইবে।"

চিঠি পড়িয়া রাজা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে ক্রীতদাসটীকে দেখিতে লাগিলেন। কাল মার্ব্বল পাথরের মূর্ত্তিটার মতন ক্রীতদাস দাঁড়াইয়া আছে; তাহার শরীরের মাংসপেশী এবং বলিষ্ঠ গঠন দেখিয়া রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি পৌত্তলিক?"

ক্রীতদাস মাথা নাড়িল এবং আঙ্গুল দিয়া নিজের কপালে একটা ক্রুস্‌ চিহ্ন আঁকিয়া দেখাইল।

রাজা বলিলেন,—"ও বুঝিতে পারিয়াছি—তুমি নিগ্রো খৃষ্টান। এই বিধর্ম্মী লোকগুলি বুঝি তোমার কথা বলিবার শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে?"

বোবা মাথা নাড়িয়া পুনরায় 'না' বলিল এবং আকাশের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া সেই আঙ্গুল দিয়া নিজের ঠোঁট স্পর্শ করিল।

রাজা বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, ঈশ্বরই তোমাকে বোবা করিয়া পাঠাইয়াছেন। আচ্ছা, তুমি যুদ্ধের পোষাক, অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করিতে পারিবে এবং কাজের সময় তাহা পরাইতে পারিবে?"

বোবা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

রাজা বলিলেন,—"তবে তুমি আমার তাঁবুতেই সব সময় থাকিবে এবং আমার কাজকর্ম্ম করিবে। সেলাডিন তোমাকে উপহার পাঠাইয়াছেন—আমিও যে তোমাকে খুব পছন্দ করিয়াছি সেটা দেখাইবার জন্যই তোমাকে আমার নিজের কাজে নিযুক্ত করিলাম। তুমি তবে এখন হইতেই কাজে লাগিয়া যাও। ঐ দেখ আমার ঢালটার মধ্যে একটু মরিচা ধরিয়াছে, যুদ্ধের সময় যখন ঢালটা সেলাডিনের মুখের সম্মুখে ধরিব তখন সেটা খুব পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে দেখান চাই।"

তাঁবুর ভিতরে বসিয়া রাজার দিকে কতকটা পিছন ফিরিয়া ক্রীতদাস তাঁহার সেই প্রকাণ্ড ঢালটা পরিষ্কার করিতে লাগিল। তাঁবুর বাহিরে দরজার সম্মুখে জন কুড়ি তীরন্দাজ প্রহরী। ভয়ের কোন কারণ নাই, সেজন্য প্রহরীদল একটু অসতর্ক। তাহাদের কেহ কেহ খেলায় ব্যস্ত, কতকগুলি প্রহরী ঘুমে অচেতন,—আবার কেহ কেহ যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা রকম গল্প করিতেছিল। এমন সময় একজন মুসলমান ফকির সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সকল ফকিরদিগের স্বভাব প্রহরীরা ভাল রকমই জানিত, তাই তাহাকে দেখিয়াই বলিল,—"নাচ্‌ত ফকির, শীঘ্র নাচ্‌, নতুবা এখনি চাবুক লাগাইব।" ফকিরেরও আপত্তি নাই, তখনি নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল।

ফকির নাচিতে নাচিতে ক্রমশঃ যে রাজার দিকে অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে প্রহরীদের একেবারেই দৃষ্টি নাই। রাজার নিকট হইতে যখন আন্দাজ ত্রিশ গজ দূরে তখন ফকির

ক্লান্ত হইয়া হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন একজন প্রহরী বলিল,—"উহাকে একটু জল পান করিতে দাও।"

অন্য একজন প্রহরী বলিল,—"জল দিব বৈকি, বেটাকে আজ মদ খাওয়াইব তবে ছাড়িব—দেখিবে এখন কেমন খুসী হইয়া মদ খায়।"

ফকির মদের পাত্রটা হাতে করিয়া লইল এবং মনে হইল যেন একটানে তাহা শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। মদ খাইয়া যেন তাহার খুবই তৃপ্তি হইয়াছে এরূপ ভাব দেখাইয়া "আল্লা করিম" বলিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার রকম দেখিয়া প্রহরীদল এমনই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিল যে সে শব্দ শুনিয়া রাজা রিচার্ড একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"হতভাগারা! তোদের কি একটুও খেয়াল নাই যে আমি এখানে রহিয়াছি?" রাজার তিরস্কার শুনিয়া প্রহরীদল একেবারে নীরব!

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

তিরস্কারের পর প্রহরীদল দূরে সরিয়া গেল; ফকির তখন অজ্ঞান অবস্থায় সেইখানেই পড়িয়া আছে। তাঁবুর দরজায় বসিয়া রাজা রিচার্ড মনোযোগের সহিত একখানা পুস্তক পড়িতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া, দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া ক্রীতদাস সেই ঢালটা পরিষ্কার করিয়া কাচের মত উজ্জ্বল করিয়াছে, বাহিরের সমস্ত জিনিষের ছবি ঢালের উপরে দেখা যায়। তখন সে দেখিল, ফকিরের ছায়াও ঢালের উপর পড়িয়াছে। এদিকে ফকির মাথা তুলিয়া দেখিয়া লইল তাহার উপর কাহারও দৃষ্টি

আছে কি না। নিঃসন্দেহ হইয়া সে তখন ধীরে ধীরে শামুকের মত করিয়া রাজার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ঢালের উপরে ফকিরের ছায়ার পানে তাকাইয়া নিগ্রো দাস বুঝিতে পারিল তাহার অভিসন্ধি ভাল নহে। তখন সে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় খুব সতর্ক হইয়া ফকিরের ছায়া লক্ষ্য করিতে লাগিল। রাজার নিকট হইতে যখন আন্দাজ দশ গজ দূরে তখন ফকির চক্ষের নিমিষে লাফাইয়া উঠিয়া হাতে ছুরি লইয়া রাজাকে মারিতে উদ্যত হইল! ক্রীতদাসও প্রস্তুত ছিল, লাফাইয়া আসিয়া ফকিরের হাত ধরিয়া ফেলিল—তাহা না হইলে কিছুতেই রিচার্ড রক্ষা পাইতেন না। চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া ফকির ক্রীতদাসকেই আঘাত করিল। সৌভাগ্য বশতঃ আঘাত তেমন গুরুতর হইল না এবং আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যের বজ্রমুষ্টি দুষ্ট ফকিরকে ধরাশায়ী করিয়া দিল!

ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিয়া রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যে চৌকিখানিতে বসিয়াছিলেন তাহা লইয়া এক আঘাতে খুনি ফকিরের মাথাটা চূরমার করিয়া দিলেন—তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল।

প্রহরীদল দূরে সরিয়া গিয়াছিল, গোলমাল শুনিয়া তাহারা ভয়ে ভয়ে রাজার তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত! তাহাদিগকে দেখিয়া রাজা কর্কশ স্বরে বলিলেন,—"আচ্ছা পাহারা দিচ্ছিস্‌ তোরা! একটা মুসলমান ফকির আসিয়া আমাকে প্রায় খুন করিয়াছিল! বড় ভাগ্য আমার এই নিগ্রো চাকরটা নিকটে ছিল, তাই রক্ষা পাইলাম।" তার পর রাজা নিগ্রো ভৃত্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, —"তোমার জন্য"—এই মাত্র বলার পরই তাহার হাতের উপর

রাজার দৃষ্টি পড়িল। ফকিরের আঘাতে চাকরের হাত দিয়া রক্ত পড়িতেছে দেখিয়া রাজা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন,—"একি! তোমার হাত যে কাটিয়া গিয়াছে দেখিতেছি—ফকিরের ছুরি নিশ্চয় বিষাক্ত ছিল।" তখন প্রহরীদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"তোমরা কেহ শীঘ্র রক্তটা চুষিয়া লও; বিষ রক্তে মিশিলে আর চাকরের রক্ষা নাই! কিন্তু মুখ দিয়া যে চুষিবে তাহার কোন অনিষ্ট হইবে না।"

প্রহরীরদল পরস্পরের মুখ পানে তাকাইল, কিন্তু বিষ চুষিয়া লইতে কাহারও ভরসা হইল না। একজন প্রহরী বলিল,—"রাজা বিষ চুষিয়া লইতে বলিতেছেন—কি সর্ব্বনাশ!"

রাজা রিচার্ডের আর সহ্য হইল না, প্রহরীর কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"হতভাগা বেটারা! জানিস্‌, আমি নিজে যে কাজ করিতে পারি না তাহা অন্যকেও করিতে বলি না!" এই বলিয়া নিগ্রো ভৃত্যের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া, ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড একটানে তাহার হাতের রক্ত চুষিয়া লইলেন!

ততক্ষণে গোলমাল শুনিয়া স্যার নেভিল্‌ এবং অপর কয়েক জন কর্ম্মচারী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারাও রাজার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

রাজা বলিলেন—"সামান্য একটা বিষয় লইয়া কেন তোমরা মিছামিছি গোলমাল করিতেছ? নেভিল! এই নিগ্রো চাকরটাকে তোমার তাঁবুতে লইয়া যাও, এবং ইহাকে খুব যত্ন কর।" তারপর নেভিল্‌কে চুপি চুপি বলিলেন—"চাকরটা যেন পলায়ন না করে। শুধু ইহার আকৃতি দেখিয়া কিছু স্থির করিও না, ইহার মধ্যে আরও কিছু রহস্য আছে।"

তারপর রাজা নিগ্রো চাকরকে বলিলেন,—"সেলাডিন্‌ লিখিয়াছেন যে, তুমি নাকি ডিটেক্‌টিভের কাজও করিতে পার! আচ্ছা, আমার নিশান যে চুরি করিয়াছে তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিবে কি?" নিগ্রো মাথা নাড়িয়া 'হাঁ' বলিল।

রাজা বলিলেন,—"কি উপায়ে চোর ধরিবে সেটা ত বুঝাইয়া দিতে হইবে; আচ্ছা, তুমি লিখিতে জান?" নিগ্রো ইঙ্গিত দ্বারা সম্মতি জানাইল।

তখন রাজা স্যার নেভিল্‌কে বলিলেন,—"নেভিল্‌! শীঘ্র লিখিবার জিনিষ-পত্র দাও।"

লিখিবার উপকরণ পাইয়া চাকর লিখিল,—"আমার সম্মুখ দিয়া যদি ক্রুজেডার দলপতিরা একজন একজন করিয়া চলিয়া যান এবং তাহার মধ্যে যদি সেই চোর থাকে তবে সে যতই ভালমানুষ সাজিয়া থাকুক না কেন আমি নিশ্চয় তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিব।"

ক্রীতদাসের লেখা পড়িয়া রাজা স্যার নেভিল্‌কে বলিলেন,—"ঠিক হইয়াছে নেভিল্‌! ইহা খুব সহজেই হইতে পারিবে! কালই ত সব দলপতিরা সেণ্টজর্জ্জের ঢিবির সম্মুখে একত্র হইবেন! তাঁহারা সম্মত হইয়াছেন, আমার নূতন নিশানের সম্মুখ দিয়া একে একে যাইবেন এবং নিশানের সম্মান করিবেন। অতি উত্তম কথা! তাহা হইলে নিগ্রো চাকরও এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলেই সে তাহার কাজ করিতে পারিবে!"

স্যার নেভিল্‌ বলিলেন,—"মহারাজ! চাকরটা যদি আপনার সঙ্গে প্রতারণা করে?"

রাজা—নেভিল্‌! তুমি মনে কর যে তুমি ভারি বুদ্ধিমান,

কিন্তু আমি বলি তুমি একটা আকাট মূর্খ! চাকরটাকে একেবারেই চিনিতে পার নাই। কি করিতে হইবে না হইবে আমি সেটা জানি!

তারপর বোবার লেখা কাগজখানি পুনরায় পড়িয়া বলিলেন,—"নেভিল্‌! বোবা আরও একটি কথা লিখিয়াছে,—সেলাডিন্‌ নাকি তাহাকে দিয়া এডিথের নিকট কি একটা সংবাদ পাঠাইয়াছেন, এডিথ্‌কে সে কথা বলিবার জন্য বোবা হুকুম চায়—তুমি কি বল নেভিল্‌?"

নেভিল—আমি কি আর বলিব মহারাজ! তবে এইটুকু বলিতে পারি যে আপনি যদি এই রকম একটা অনুরোধ করিয়া সেলাডিনের নিকট কাহাকেও পাঠাইতেন তবে সেলাডিন্‌ তাহাকে কাটিয়াই ফেলিত!

রাজা—আমি ত আর সেরূপ কিছু করিব না। চাকরের কি দোষ? সে তাহার মনিবের হুকুম মত কাজ করিয়াছে। একটা কথা ভাবিয়া দেখিও নেভিল! খানিক পূর্ব্বেই কিন্তু চাকর আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছে। সুতরাং তাহার উপর অত্যাচার করাটা অতি জঘন্য কাজ হইবে। আমার মনে হয়, সেলাডিনের অনুরোধের কথাটা এখন চাপা থাক্‌। আর একটা কাজ কর—(রাজা নেভিলের কাণে কাণে বলিলেন)—এন্‌গাদির সেই সন্ন্যাসীকে সন্ধান করিয়া আমার কাছে লইয়া আইস—তাহার সঙ্গে আমার গোপনীয় কথা আছে।"

নিগ্রো চাকরটাকে সঙ্গে লইয়া তখন স্যার নেভিল্‌ রাজার তাঁবু পরিত্যাগ করিলেন। তিনি যাহা কিছু দেখিলেন এবং শুনিলেন তাহাতে তাঁহার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল—রাজার ব্যবহারে তিনি অধিকতর আশ্চর্য্য হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

হতভাগ্য স্যার কেনেথ্ ক্রুজেডার দলের তাঁবু পরিত্যাগ করিয়া হাকিমের সঙ্গে চলিয়া গেলেন, একথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। হাকিম নিজের তাঁবুতে পৌঁছিয়াই সমস্ত জিনিষ-পত্র বাঁধিবার হুকুম করিলেন —পরদিন প্রাতঃকালে যাত্রা করিতে হইবে।

হাকিমের তাঁবুতে পৌঁছিয়াই স্যার কেনেথ্ একটা কোচে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মনের যাতনায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন—সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না। শেষ রাত্রে তাঁবুর লোকজন জাগিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। খানিক পরেই হাকিমের একজন কর্ম্মচারী আসিয়া কেনেথ্‌কে ডাকিল, তিনি উঠিয়া তাহার সঙ্গে তাঁবুর বাহিরে আসিলেন। বাহিরে যাত্রার আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত, তাঁহার জন্য একটা সজ্জিত ঘোড়া অপেক্ষা করিতেছে—তিনি সেই ঘোড়ায় চড়িয়া দলের সঙ্গে রওয়ানা হইলেন।

পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা কুকুরের আর্ত্তনাদ কেনেথের কাণে পৌঁছিল। কুকুরের শব্দ শুনিয়াই চিনিতে পারিলেন এ তাঁহারই রোজওয়াল্—একটা উটের পিঠে খাঁচায় আবদ্ধ থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। তখন বুঝিতে পারিলেন যে হাকিম আহত রোজ্ওয়াল্‌কে সঙ্গে করিয়া লইয়াছেন।

তখন রাত্রি প্রভাত হইয়া সূর্য্য উঠিয়াছে, এমন সময় একজন অশ্বারোহী মুসলমান আসিয়া হাকিমকে কি জানি বলিবামাত্র চার পাঁচজন মুসলমান যোদ্ধা ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল। হাকিমের দলটী দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দলটী কেন হঠাৎ থামিল, হাকিমই বা কেন চারি পাঁচজন অশ্বারোহীকে এরূপ ভাবে পাঠাইলেন, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কেনেথ্‌ চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। খানিক পরেই দেখিলেন যে, প্রায় এক মাইল দূরে যেন কাল রংএর কিছু মরুভূমিরর উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্যার কেনেথের চক্ষু খুবই পরিষ্কার ছিল, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে কাল রংএর সেই জিনিষটী একদল অশ্বারোহী ইউরোপীয় যোদ্ধা।

তখন স্যার কেনেথ্‌ হাকিমকে বলিলেন—"আমার মনে হইতেছে ঐ কাল জিনিষটা একদল অশ্বারোহী খৃষ্টান যোদ্ধা—ইহাদিগকে দেখিয়া আপনারা এত ভয় পাইয়াছেন কেন?"

হাকিম ঘৃণার সহিত উত্তর করিলেন,—"ভয় পাইব কেন? জ্ঞানী লোকেরা ভগবানকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ভয় করেন না। তবে কি না দুষ্ট লোক হইলে পরে অনিষ্টও করিতে পারে—সেজন্য সাবধান হওয়া ভাল।"

কেনেথ্‌—ইহারা দেখিতেছি খৃষ্টান্‌ যোদ্ধা—এখন ত সন্ধির সময়, তবে কেন মনে করিতেছেন যে ইহারা অনিষ্ট করিবে?

হাকিম—ইহারা গ্র্যাণ্ড্‌ মাষ্টারের দলের লোক, ইহাদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। এই মরুভূমিতে জল না পাইলে মহা বিপদ! ইহাদিগের অভিপ্রায়, আমাদিগের পথ আটকাইবে; আমরা যাহাতে জলের স্থানটিতে যাইতে না পারি। এখন হইতে তুমি আমার নিকটে থাকিও, সঙ্গ ছাড়িয়া যাইও না।

কেনেথ্‌—আমার স্বজাতি যোদ্ধাদিগকে ছাড়িয়া তোমার সঙ্গে যাইব কেন?

হাকিম—উঁহারাও তোমার মত ক্রুজেডার যোদ্ধা বটে, কিন্তু তোমাকে ধরিতে পারিলেও যে বধ করিবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিও না।

কেনেথ্‌—সেটা দেখা যাবে এখন, কিন্তু তুমিও নিশ্চয় জানিও যে সুযোগ উপস্থিত হইলে বিধর্ম্মীর দাসত্ব ছাড়িতে আমি এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিব না।

হাকিম্‌—তবে দেখিতেছি তোমাকে জোর করিয়াই লইয়া যাইতে হইবে!

কেনেথ্‌—তুমি আমার উপকার করিয়াছ, নতুবা এখনি দেখাইয়া দিতাম যে জোর করিয়া আমাকে লইয়া যাওয়াটা তত সহজ নহে।

"তোমার সঙ্গে বাক্যব্যয় করিবার আমার সময় নাই"—এই বলিয়া হাকিম হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে একটা সঙ্কেত ধ্বনি করিলেন আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুচরবর্গ মরুভূমির চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর কি হইল স্যার কেনেথ্‌ তাহা দেখিতে পাইলেন না। কারণ সঙ্কেত করার সঙ্গে সঙ্গে হাকিম এক হাতে কেনেথের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া তাঁহার নিজের ঘোড়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটাইয়া দিলেন—কেনেথের ঘোড়াও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল! ঘোড়া এরূপ অসাধারণ বেগে ছুটিতে পারে তাহা ইতিপূর্ব্বে কেনেথের ধারণাই ছিল না। তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, কাণ দুটী ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল এবং চক্ষু বন্ধ হইয়া গেল! স্যার কেনেথ্‌ অনেক দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়িয়াছেন কিন্তু এই আরবী ঘোড়ার সহিত তাহার তুলনাই হয় না!

এইরূপ বেগে প্রায় এক ঘণ্টা কাল চলিয়া যখন হাকিম

নিরাপদ মনে করিলেন, তখন ঘোড়ার বেগ থামাইয়া কেনথে্‌কে বলিলেন,—"আমাদের এসব ঘোড়া পক্ষিরাজ ঘোড়ার বংশ, রাজারা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এ সব ঘোড়া কিনিয়া থাকেন।"

তখন তাঁহারা যে স্থানটিতে আসিয়াছেন, কেনেথের নিকট সেটী পরিচিত বলিয়া বোধ হইল! তাঁহারা পূর্ব্বপরিচিত সেই মরুহীরক নামক ঝরণার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ঝরণার নিকটেই সেরিকফ্‌ নামক একজন মুসলমান আমীরের সহিত কেনেথের পরিচয় হইয়াছিল। ঝরণার নিকটে আসিয়া তাঁহারা ঘোড়া হইতে নামিলেন এবং একটা গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে কেনেথ্‌ ঘুমাইয়া পড়িলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

অনেকক্ষণ পর স্যার কেনেথের ঘুম ভাঙ্গিল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু একি! তিনি কোথায় আসিয়াছেন? মরুহীরকের পাশে শুইয়া ছিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এখন যে তিনি একটা রেশমের তাঁবুর মধ্যে চমৎকার একটী খাটের উপর রহিয়াছেন। একি স্বপ্ন দেখিতেছেন? না, স্বপ্নও ত নহে—তাঁহার বর্ম্ম পরা ছিল, তাহার স্থানে এখন সুন্দর রেশমের পোষাক তাঁহার শরীরে। স্যার কেনেথ্‌ অবাক্‌ হইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। নিকটেই একটী টবে স্নানের জন্য জল প্রস্তুত রহিয়াছে, জলের

সুগন্ধে তাঁবু পরিপূর্ণ। শয্যার নিকটেই একটী টেবিলের উপর রৌপ্যনির্ম্মিত সুন্দর পাত্রে সুমিষ্ট এবং বরফের মত ঠাণ্ডা সরবৎ।

স্যার কেনেথ্‌ ভাবিলেন,—"আমার মাথা গরম হইয়াছে। নিকটেই স্নানের জল প্রস্তুত, স্নান করিয়া ঠাণ্ডা হওয়া যাক্‌।" স্নানের পর তাঁহার ইচ্ছা হইল পুনরায় নিজের পোষাকটী পরেন। কিন্তু তাঁহার পোষাক দেখিতে পাইলেন না, তাহার পরিবর্ত্তে দেখিলেন, সেখানে মুসলমান আমীরের উপযুক্ত একটী মূল্যবান পোষাক এবং একটী তলোয়ার রহিয়াছে। মুসলমানি পোষাক পরিতে কিছুতেই তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

মাথাটী তাঁহার তখনও পরিষ্কার হয় নাই, ঘুমের ভাব তখনও যায় নাই—কেনেথ্‌ পুনরায় শয়ন করিয়া দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ পরেই তাঁবুর দরজায় হাকিমের গলার শব্দ শুনিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দরজায় পর্দ্দা ঝুলান, পর্দ্দার বাহিরে থাকিয়া হাকিম তাঁহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—"ভিতরে আসিতে পারি কি?"

কেনেথ্‌ বলিলেন,—"ভৃত্যের তাঁবুতে প্রবেশ করিবার জন্য প্রভুর হুকুম লইবার প্রয়োজন কি?"

হাকিম—আমি ত প্রভুর হিসাবে আসি নাই।

কেনেথ্‌—তবে চিকিৎসকের জন্য রোগীর ঘরের দরজা ত সব সময়েই খোলা থাকে।

হাকিম—আমি চিকিৎসক হইয়াও আসি নাই।

কেনেথ্‌—আপনি এযাবৎ বন্ধুর মতনই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং বন্ধুর জন্য বন্ধুর ঘরের দরজা খোলাই রহিয়াছে।

হাকিম—আচ্ছা, আমি যদি বন্ধুভাবেও না আসিয়া থাকি ?

কেনেথ্‌ বলিলেন,—"আপনি যে ভাবেই আসিয়া থাকুন, আপনাকে ভিতরে আসিতে বারণ করিবার আমার কোন অধিকার নাই।"

হাকিম—তবে আমি শত্রু ভাবেই প্রবেশ করিতেছি—আপনার একজন পুরাতন শত্রু ! কিন্তু সেজন্য মনে করিবেন না যে, আমি বাস্তবিকই আপনার শত্রু।

এই বলিয়া হাকিম তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া স্যার কেনেথের শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গলার স্বর ঠিক হাকিমের মত হইলেও এখন তাঁহার বেশ ইল্‌ডারিম্‌ অথবা সেরিকফের মত। কেনেথ্‌ অবাক্‌ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ইলডারিম্‌ বলিলেন,—"কি, অবাক্‌ হইয়া রহিলেন যে ? একজন সৈনিক কি আর হাকিম হইতে পারে না ? কাহাকেও শুধু দেখিয়া যাহা মনে করা যায়, সব সময় কি তাহা ঠিক হয় ? এই ত দেখুন না আপনার সম্বন্ধে সকলে এখন যাহা মনে করিতেছে, আপনি কি ঠিক তাহাই ?"

কেনেথ্‌ বলিলেন,—"কখনই না। ক্রুজেডার দলের সকলেরই বিশ্বাস আমি ঘোর বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু সত্য সত্যই আমি তাহা নহি।"

হাকিম—আমি সেটা বিলক্ষণ জানি, আর সেটা জানি বলিয়াই ত আপনাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি। আচ্ছা, বলুন দেখি আপনি এখনও শুইয়া আছেন কেন ? তবে কি এই সব পরিচ্ছদ আপনার পছন্দ হয় নাই ?

কেনেথ্‌—না, তাহা নহে। এ সব বহুমূল্য পোষাক পরিবার

উপযুক্ত আমি নই। বন্ধু ইল্‌ডারিম্‌! আপনি অনুগ্রহ করিয়া ক্রীতদাসের উপযুক্ত পোষাক আমাকে দিন, আমি আহ্লাদের সহিত পরিব। কিন্তু দোহাই আপনার—এই মুসলমানি পোষাক আমাকে পরিতে বলিবেন না।

হাকিম—ছিঃ, আপনি এত সহজে সন্দেহ করেন কেন? জোর করিয়া কাহাকেও মুসলমান করাটা রাজা সেলাডিন্‌ পছন্দ করেন না। আপনি নিঃসন্দেহ হইয়া এই পোষাক পরুন। আপনার নিজের পোষাক পরিয়া সেলাডিনের তাঁবুতে গেলে সকলে আপনাকে বিদ্রূপ করিবে।

কেনেথ্‌—সেলাডিনের তাঁবুতে যাইব? আর সেকথা বলিয়া এখন লাভ কি, আমি ত আর স্বাধীন নই; আপনি যেখানে বলিবেন সেখানেই আমাকে যাইতে হইবে।

হাকিম—তা কেন, আপনি আপনার ইচ্ছামত যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিবেন। আপনি ক্রীতদাস হইয়া থাকিবার মত লোক নহেন, সেটা আমি বিলক্ষণ জানি।

কেনেথ্‌—বন্ধু ইল্‌ডারিম্‌! আপনার অনুগ্রহের সীমা নাই। এখন দয়া করিয়া আরও একটু অনুগ্রহ করুন—মুসলমানি পোষাক পরিতে আমাকে অনুরোধ করিবেন না। আমার মত অনুপযুক্ত লোককে যে আপনি এতটা অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছি।

হাকিম—আপনি অনুপযুক্ত হইলেন কিসে? আপনার নিকট হইতেই ত আমি ইংলণ্ডের রাণী এবং রাজকুমারী এডিথের অসাধারণ সৌন্দর্য্যের কথা প্রথম শুনি। তারপর হাকিমের ছদ্মবেশে রাজা রিচার্ডের তাঁবুতে গিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া চক্ষু সার্থক করিয়া আসিয়াছি।

হাকিমের কথা শুনিয়া কেনেথ্‌ রাগিয়া বলিলেন,—"মহাশয় সাবধান! ইংলণ্ডের রাণী এবং রাজকুমারীর সম্বন্ধে এরূপ ভাবে আপনি কথা বলিবেন না।"

হাকিম—আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আমার অপরাধ হইয়াছে আমাকে ক্ষমা করিবেন। স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মানজ্ঞানটা আপনাদের বড় বেশী, সে কথা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম! কিন্তু আমি সত্যই বলিতেছি, রাজকুমারী এডিথের উজ্জ্বল পবিত্র মুখখানি দেখিলে খুব শ্রদ্ধা হয়। তিনি যখন রাজা সেলাডিনের রাণী হইবেন, তখন আমি তাঁহাকে বাস্তবিকই মান্য করিব।

কেমেথ্‌ রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন,—"কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! বিধর্ম্মী সেলাডিন্‌ এডিথ্‌কে রাণী করিবে? এডিথের পায়ের ধূলা লইবারও সে উপযুক্ত নহে!"

কেনেথের কথায় ইল্‌ডারিম্‌ও জ্বলিয়া উঠিলেন—তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তলোয়ারে হাত পড়িল! সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"—কি, কাফের খৃষ্টান! কি বলিলেন?" কিন্তু ইলডারিমের ক্রোধ কেনেথ্‌ গ্রাহ্যই করিলেন না। রাজা রিচার্ডের দারুণ কুঠারকেও যে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল, সামান্য একজন মুসলমান আমীরের ক্রোধকে কেন সে গ্রাহ্য করিবে?

স্যার কেনেথের নির্ভীক ভাব দেখিয়া ইল্‌ডারিমের ক্রোধ দূর হইল, তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল এবং আপনা হইতেই তাঁহার হাত তলোয়ারের বাঁট ছাড়িয়া দিল। কেনেথ্‌ ইলডারিম্‌ অপেক্ষা শান্ত-প্রকৃতির লোক, তিনি সহজেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া লইলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তাঁবুর মধ্যে ক্ষণকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন ইলডারিমের মন একেবারে শান্ত হইল, তখন তিনি স্যার কেনেথ্‌কে বলিলেন,—"আচ্ছা, আসুন তবে বিষয়টা একটু স্থির হইয়া আলোচনা করা যাউক। আমি যখন হাকিম, তখন কেহ যদি ইচ্ছা করে যে তাহার ক্ষত আরোগ্য করি, তাহা হইলে অস্ত্রের আঘাতকে ভয় করিলে চলিবে কেন? আমি এখন আপনার ব্যথায় হাত দিতে যাইতেছি। বলুন দেখি, আপনি রাজা রিচার্ডের ভগ্নীকে ভালবাসেন কিনা?"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কেনেথ্‌ উত্তর করিলেন,—"হাঁ, তাঁহাকে আমি ভালবাসিতাম বটে!"

ইল্‌ডারিম—ভালবাসিতাম বলিতেছেন, তবে কি এখন আর ভালবাসেন না?

কেনেথ্‌—সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কেন আর আমাকে কষ্ট দিতেছেন? তাঁহাকে ভালবাসিবার উপযুক্ত এখন আর আমি নই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয় লইয়া আর আলোচনা করিবেন না—আপনার কথাগুলি আমার বুকে যেন ঘা দিতেছে।

হাকিম—ক্ষমা করুন, আর একটু সহ্য করিতে হইবে। আচ্ছা বলুন দেখি, আপনি ত একজন সামান্য গরীব নাইট্‌; রাজার ভগ্নীকে যে ভালবাসিতেন, আপনার মনে কোন রকম আশা ছিল না কি?

কেনেথ্‌—আশা ভিন্ন ভালবাসা থাকিতেই পারে না, কিন্তু আমার প্রায় নিরাশার অবস্থাই ছিল।

হাকিম—এখন কি তবে আপনার আশা ভরসা সব ডুবিয়া গিয়াছে ?

অত্যন্ত দুঃখের সহিত কেনেথ্‌ উত্তর করিলেন,—"বন্ধু ইলডারিম ! আমার আশা চিরদিনের জন্য ডুবিয়াছে ।"

হাকিম—আমি চেষ্টা করিলে সেই নিশান-চোরকে ধরাইয়া দিতে পারি, এবং বোধ করি তাহা হইলে আপনার অপবাদটাও দূর হইয়া যাইবে। তবে কিনা আমি যাহা বলিব, বিনা আপত্তিতে আপনাকে তাহা করিতে হইবে।

কেনেথ্‌—বন্ধু ইলডারিম ! আপনার বুদ্ধি প্রখর, এবং বিধর্ম্মী হইলেও আপনার মনটী অতিশয় মহৎ ! আচ্ছা, আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

হাকিম—তবে শুনুন বলিতেছি—আপনার কুকুরটাকে আমি ঔষধ দিয়া ভাল করিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস, কুকুরটী নিশান-চোরকে ধরিতে পারিবে—কুকুরের বুদ্ধি অসাধারণ।

কেনেথ—হাঁ, ঠিক বলিয়াছেন। এখন আপনার অভিপ্রায়টা আমি বুঝিতে পারিয়াছি ; মূর্খ আমি ! এমন পরিষ্কার কথাটা পূর্ব্বে ভাবি নাই।

হাকিম—কুকুরটাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে এমন কোন লোক আপনাদের তাঁবুতে আছে কি ?

কেনেথ্‌—আমার একটী মাত্র বৃদ্ধ চাকর ছিল যাহাকে আপনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আমি আসিবার সময় চিঠিপত্র দিয়া তাহাকে স্কট্‌ল্যাণ্ড পাঠাইয়া দিয়া আসিয়াছি। অন্য যাহারা আছে, তাহাদের কেহই কুকুরটাকে চিনিতে পারিবে না। কিন্তু

কুকুরকে নাইবা চিনিতে পারিল, আমাকে যে সকলেই চিনিতে পারিবে ?

হাকিম—ব্যস্ত হইবেন না! আপনাকে আমি এমন করিয়া সাজাইয়া দিব যে আপনার নিজের ভাই থাকিলেও আপনাকে চিনিতে পারিবে না। কিন্তু আপনাকে একটি কাজ করিতে হইবে— রাজা সেলাডিন্‌ রাজকুমারী এডিথের নামে একখানা চিঠি দিবেন সে চিঠিখানা তাঁহাকে দিতে হইবে।

একথায় কেনেথ্‌ নীরব রহিলেন দেখিয়া ইল্‌ডারিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি, চুপ করিয়া রহিলেন যে, আপনি কি চিঠি লইয়া যাইতে ভয় পাইতেছেন ?"

কেনেথ্‌—ভয় পাইব কেন? তবে কিনা, এই কাজের ভার লওয়াটা আমার উচিত হইবে কিনা এবং এরূপ চিঠি গ্রহণ করাটাও রাজকুমারীর পক্ষে উচিত হইবে কি না—তাহাই ভাবিতেছি।

হাকিম—আপনার ভাবনার কোন কারণ নাই; আমি কথা দিতেছি, খুব ভদ্রতার সহিতই চিঠি লেখা হইবে।

কেনেথ্‌—তবে আর আপত্তি কি—নিশ্চয়ই আমি চিঠি লইয়া যাইব।

হাকিম—উত্তম কথা! তবে চলুন আমার তাঁবুতে যাই— এখনি আপনাকে সাজাইয়া দিতেছি।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আজ ক্রুজেডার দলের সমস্ত রাজা ও যোদ্ধা ইংলণ্ডের নূতন নিশানকে সম্মান করিবার জন্য সেণ্ট্ জর্জ্জের ঢিবিতে আসিবেন, সেজন্য রাজা রিচার্ড দলবল লইয়া ঢিবির উপর পতাকার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁহার নিগ্রো চাকরটাও তাহার কুকুর লইয়া তাঁহার পাশেই রহিয়াছে।

ঢিবির উপর কেবল মাত্র সেই দিনের জন্য একটা কাঠের ঘর প্রস্তুত করা হইয়াছে, রাণী বিরেঙ্গেরিয়া তাঁহার সহচরীদিগকে লইয়া সেই ঘরটিতে বসিয়াছেন। রিচার্ড ক্ষণে ক্ষণে রাণীর দিকে তাকাইতেছিলেন, আবার যাহার প্রতি সন্দেহ হইতে পারে এমন কোন ক্রুজেডার যোদ্ধা পতাকার নিকট আসিলেই, তিনি সেই নিগ্রো এবং তাহার কুকুরের দিকেও চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

খানিকক্ষণ পরেই রাজা ফিলিপ্ তাঁহার দলবল লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন! তাঁহাকে দেখিয়া রাজা রিচার্ড ঢিবির প্রায় অর্দ্ধেক পথ নামিয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, ফিলিপও রিচার্ডের সম্মান করিলেন।

রাজা ফিলিপ্ চলিয়া গেলে পর আসিলেন গ্রাণ্ড্ মাষ্টার এবং তাঁহার দল। রিচার্ড মুহূর্ত্তের জন্য নিগ্রো এবং তাহার কুকুরের দিকে তাকাইলেন কিন্তু দেখিলেন উভয়েই নীরব। এদিকে গ্রাণ্ড্ মাষ্টার ক্রমে রাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। তিনি কি না পাদ্রি, সেজন্য রাজাকে নমস্কার না করিয়া আশীর্ব্বাদ

করিলেন। গ্রাণ্ড্ মাষ্টার চলিয়া গেলে রাজা বলিলেন,—"দেখিলে এই লক্ষ্মীছাড়া লোকটা আচ্ছা পাদ্রিগিরি দেখাইয়া গেল।"

গ্রাণ্ড্ মাষ্টারের পর অষ্ট্রিয়ার ডিউক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা রিচার্ড নিগ্রো চাকরকে বলিলেন,—"খুব কিন্তু সাবধান! কুকুরটা যেন বেশ ভাল করিয়া ইহাকে দেখিতে পায়।"

ডিউকের মনে মনে একটু ভয় থাকিলেও বাহিরে যেন কিছুই গ্রাহ্য করেন না এরূপ ভাবে শিষ্ দিতে দিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ইংলণ্ডের পতাকার সম্মান করিয়া চলিয়া গেলেন—নিগ্রোর কুকুর চুপ্ করিয়া রহিল!

অষ্ট্রীয়ার ডিউকের প্রতিই রাজার সন্দেহ ছিল। তাঁহাকে দেখিয়াও কুকুর নীরব রহিল, এ বড়ই আশ্চর্য্য কথা! রাজা নিগ্রোকে বলিলেন,—"ওহে, তোমার কুকুরের বুদ্ধি বুঝিবা আজ বিফল হয়; তুমি নিজেও আজ হারিবে দেখিতেছি।"

অষ্ট্রিয়ার ডিউকের পরেই মার্কুইস্ কনর‍্যাড্ আসিলেন। তাঁহার প্রতি রাজার বেশ ভাল ভাবই ছিল, তিনি দু এক পা নামিয়া গিয়া বলিলেন,—"এই যে আমাদের মার্কুইস্ আসিয়াছেন।"

কনর‍্যাড্ একটু হাসিয়া রাজার কথার উত্তর দিতে যাইতে-ছিলেন এমন সময় রোজওয়াল্ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া সম্মুখের দিকে লাফাইয়া গেল। হাতের দড়িতে টান পড়ায় নিগ্রো দড়ি ছাড়িয়া দিল; কুকুরও তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়া কনর‍্যাডের ঘোড়ার উপর চড়িল এবং তাঁহার গলাটি কামড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া মাটিতে পড়িল!

রাজা রিচার্ড তখন নিগ্রো চাকরকে বলিলেন,—"তোমার কুকুর ঠিক লোককেই যে ধরিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—এমন অদ্ভুত কুকুর কখন দেখি নাই! যাহা হউক, শীঘ্র গিয়া কুকুরকে ছাড়াও, নতুবা এখনি লোকটাকে মারিয়া ফেলিবে।"

অনেক চেষ্টায় কুকুরকে ছাড়াইয়া নিগ্রো চাকর পুনরায় তাহাকে বাঁধিয়া রাখিল। এদিকে কন্‌র্যাডের অনুচরগণ আসিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল এবং রাগে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"নিগ্রো বেটাকে এবং তাহার কুকুরকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দাও।"

তখন বজ্রগম্ভীর স্বরে রাজা রিচার্ড বলিলেন,—"সাবধান! যে কুকুরের কোন অনিষ্ট করিবে তাহার মরণ নিশ্চিত! কুকুরের দোষ কি? বুদ্ধিবলে সে তাহার কাজ করিয়াছে। কন্‌র্যাড্‌-অব্‌-মসেরা! তুমি নিশ্চয় অপরাধী।"

লজ্জায় এবং অপমানে কন্‌র্যাড্‌ যেন মরিয়া গেলেন এবং অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"রাজা রিচার্ড! আপনার এ কি রকম ব্যবহার? আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে আপনি আমাকে এমন অপমান করিলেন?"

ততক্ষণে ফিলিপ্‌ও ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত; তিনি কন্‌র্যাড্‌কে বলিলেন,—"এটা নিশ্চয় দৈব দুর্ঘটনা—ভুলক্রমেই হইয়াছে।"

তখন রাজা রিচার্ড কন্‌র্যাড্‌কে বলিলেন,—"কন্‌র্যাড্‌! নিশ্চয় তুমি কুকুরটার কোন অনিষ্ট করিয়াছ এবং সে জন্যই সে তোমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছে। তোমার যদি সাহস থাকে তবে তাহা অস্বীকার কর?"

কন্‌র‍্যাড্‌ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"আমি কখনই ইংলণ্ডের নিশান স্পর্শ করি নাই।"

রিচার্ড বলিলেন,—"ঠাকুর ঘরে কে?—আমি কলা খাই না! কন্‌র‍্যাড্‌! তোমার নিজের কথাতেই তুমি ধরা পড়িয়াছ! তোমার যদি দোষই না থাকিবে, তবে হঠাৎ নিশানের কথাটা কেন বলিলে?"

রাজা ফিলিপ্‌ দেখিলেন মহা বিপদ! সমস্ত ক্রুজেডার দল উপস্থিত, যদি একটা ঝগড়া বাধিয়া যায়! সেজন্য তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"দোহাই ভগবানের! আপনারা যে যাহার দল বিদায় করিয়া দিন; তারপর চলুন ঘণ্টাখানেক পরে আমরা মন্ত্রণা-সভায় বসিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করিব।"

রিচার্ড—তথাস্তু, এ বিষয়ে ফরাসীরাজ যাহা বলিবেন তাহাই আমরা মানিয়া চলিব।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাজা রিচার্ড তাঁবুতে ফিরিয়া আসিয়া নিগ্রো চাকরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। খানিকপরেই চাকর আসিয়া উপস্থিত। রাজাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। রাজা রিচার্ড তাহাকে বলিলেন,—"আশ্চর্য্য কৌশলে নিশান-চোরকে ধরিয়াছ! কিন্তু শুধু ধরিলে তো চলিবে না। এখন তাহার শাস্তি হওয়া চাই—আমার পক্ষ হইতে একজন নাইট্‌কে কন্‌র‍্যাডের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে হারাইতে হইবে। তোমাকে একটা কাজ

করিতে হইবে। সেলাডিনের নামে একখানা চিঠি দিব, সেই চিঠি লইয়া তাঁহার নিকট যাইবে। এই যুদ্ধের স্থানটি সেলাডিনই ঠিক করিবেন এবং তাঁহাকেও সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইবে! আর আমার মনে হয়, তুমি চেষ্টা করিলে সেলাডিনের তাঁবুতেই এমন লোক পাইতে পার, যে নাকি শুধু তাহার নিজের সম্মান বাড়াইবার জন্য আমার পক্ষ হইয়া বিশ্বাসঘাতক কন্‌র্যাডের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সম্মত হইবে।"

রাজার কথা শুনিয়া নিগ্রো চাকর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল। ক্রমে তাহার দৃষ্টি কৃতজ্ঞতা ভরে আকাশের দিকে ফিরিল, তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। মাথাটী নীচু করিয়া সে রাজার কথায় সম্মতি জানাইল।

রাজা বলিলেন,—"অতি উত্তম কথা। দেখিতেছি, তুমি এ কাজটী করিতে সম্মত আছ। আচ্ছা, এখন বল দেখি রাজকুমারী এডিথের সঙ্গে কি সাক্ষাৎ করিয়াছ?"

রাজার এই প্রশ্ন শুনিয়া নিগ্রো মাথা তুলিয়া চাহিল, ঠোঁট দুখানি তাহার একটু নড়িল—মনে হইল যেন তাহার মুখ দিয়া পরিষ্কার "না" কথাটিই বাহির হইল! আবার তখনি সামলাইয়া লইয়া বোবার মত ঘাড় নাড়িয়া অস্পষ্ট শব্দ করিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন,—"বিলক্ষণ! রাজপরিবারের একটি মেয়ের নাম শুনিয়াই বোবা কথা বলিতে চায়, এখন তাহার সঙ্গে দেখা হইলে যে কি করিবে তাহা ভগবানই জানেন! আচ্ছা, তবে তুমি আমাদের এই প্রসিদ্ধ সুন্দরী মহিলাটির সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া রাজা সেলাডিনের সংবাদ তাঁহাকে বল!" তারপর নিগ্রোর কাঁধে হাত

দিয়া রাজা রিচার্ড গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"হঠাৎ যদি তোমার বাক্‌শক্তি ফিরিয়াও আসে তবু তোমার ব্যবহার সম্বন্ধে কিন্তু খুব সাবধান হইও।"

তারপর রাজা স্যার নেভিলকে ডাকিয়া বলিলেন,—"নেভিল্‌! এই নিগ্রো চাকরটাকে তুমি রাণীর তাঁবুতে লইয়া যাও; রাজকুমারী এডিথের রঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সে একটা কথা বলিবে।"

রাজা পুনরায় নিগ্রোকে বলিলেন,—তুমি স্যার নেভিলের সঙ্গে যাও, তোমার কাজ শেষ করিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে কিন্তু ফিরিয়া আসা চাই।"

স্যার নেভিল্‌ নিগ্রোকে লইয়া রাণীর তাঁবুতে চলিলেন। নিগ্রো মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"যাঃ, রাজার নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছি! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার উপর তাঁহার রাগের ত কোন ভাব দেখিলাম না! রাজার কথার ভাবে ত পরিষ্কার বুঝা গেল যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াই আমাকে আমার অপবাদ দুর করিবার এই সুবিধাটুকু দিলেন—তাঁহার ইচ্ছা যে কন্‌র্যাডের সঙ্গে আমিই যুদ্ধ করি। অতি উত্তম কথা! রোজওয়াল্‌ তাহার মনিবের কাজ ভাল করিয়াই করিয়াছে, এখন সেও দেখিতে পাইবে—তাহার প্রতি যে অত্যাচারটা হইয়াছে তাহার শোধ আমি কেমন করিয়া লই। এডিথের সঙ্গে যে আর কোন দিন সাক্ষাৎ হইবে তাহার আশাই ছিল না! আর এখন রাজা কিনা সেই এডিথের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করিবার হুকুম দিলেন! এই সেদিন মাত্র আমাকে শাস্তি দিয়া তাড়াইয়াছেন। এখন কিনা আমি সেলাডিনের দূত হইয়া আসিয়াছি বলিয়াই রাজকুমারীর সঙ্গে আমাকে সাক্ষাৎ করিতে দিলেন? ইহা যে একেবারে অসম্ভব বলিয়া

মনে হয়! যাহা হউক এই অনুগ্রহের জন্য রাজাকে আমি শত শত ধন্যবাদ দিতেছি।"

নিগ্রোবেশী স্যার কেনেথের চিন্তা শেষ হইলে দেখিলেন, তাঁহারা রাণীর তাঁবুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত! তখন নিগ্রোকে বাহিরে রাখিয়া স্যার নেভিল্‌ রাণীকে গিয়া রাজার আদেশের কথা জানাইলেন। আদেশ শুনিয়াই ত রাণী বিরেঙ্গেরিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং স্যার নেভিল্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চাকরটী দেখিতে কেমন? নিগ্রো চাকর বুঝি? ইহাকে ত না দেখিলে চলিবে না! তুর্কি মুসলমান অনেক দেখিয়াছি কিন্তু নিগ্রো কখনই দেখি নাই।"

রাণীর সহচরী লেডি ক্যালিষ্টা বলিলেন,—"মহারাণী! আর দেখিবার প্রয়োজন নাই, উহাকে একেবারে রাজকুমারীর কাছেই পাঠাইয়া দিন। তামাসা করিতে গিয়া আমরা একবার কি বিপদেই না পড়িয়াছিলাম!"

রাণী—হাঁ ক্যালিষ্টা! তুমি ঠিকই বলিয়াছ। তবে উহাকে রাজকুমারীর কাছেই পাঠাইয়া দাও।

রাণীর তাঁবুর নিকটেই রাজকুমারী এডিথের তাঁবু। স্যার নেভিল্‌ নিগ্রোকে লইয়া সেখানে গেলে পর তাহাকে তাঁবুর ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া তিনি বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাজকুমারী এডিথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই নিগ্রোবেশধারী কেনেথ্ হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাকে সম্মান করিলেন এবং মাথা নীচু করিয়া মাটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দক্ষিণ হস্তে একটী রূপার প্রদীপ লইয়া রাজকুমারী অতিশয় মনোযোগের সহিত নিগ্রো চাকরকে দেখিলেন, তারপর অত্যন্ত দুঃখের স্বরে বলিলেন, "একি, স্যার কেনেথ্—আপনি ? এমন জঘন্য ছদ্মবেশ ধরিয়া বাস্তবিকই কি আপনি আসিয়াছেন ?"

প্রাণ অপেক্ষাও যিনি প্রিয় তাঁহার এরূপ দুঃখ এবং আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া কেনেথের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল—আর একটু হইলেই তিনি প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া কথা বলিয়া ফেলিতেন! তখন হঠাৎ পুনরায় স্থির হইয়া কেবল মাত্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াই রাজকুমারীর কথার উত্তর দিলেন।

এডিথ্ বলিলেন,—"হাঁ, আমি ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছি। সেণ্ট্-জর্জ্জের ঢিবির উপরে রাণীর সঙ্গে যখন দাঁড়াইয়া ছিলাম তখনই আমার সন্দেহ হইয়াছিল; আর আপনার কুকুরটীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলাম। হাজার ছদ্মবেশ ধরুন, দেখিয়াই যদি না চিনিতে পারিলাম তবে আমাকে ধিক্! একি এখনও যে নীরবে রহিয়াছেন ? তবে কি আপনার ভয় হইয়াছে, না লজ্জা বোধ করিতেছেন ? আপনার মনে ভয়ের স্থান নাই, সেটা বেশ জানি, আর লজ্জাই বা কেন ? যাহারা আপনার উপর অত্যাচার করিয়াছে লজ্জাটা তাহাদের জন্যই থাকুক!"

কেনেথ্‌ রাজার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কাজেই চুপ করিয়াই রহিলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াই এবারেও উত্তর দিলেন।

এডিথ্‌ যেন অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এরূপ ভাবে পিছনের দিকে সরিয়া গিয়া বলিলেন,—"বেশ বোবা সাজিয়াছেন যাহা হ'ক! আমি ত এতটা মনে করি নাই? তবে কি অত্যাচারের জ্বালায় সত্যসত্যই বোবা হইয়া গিয়াছেন?" কেনেথ্‌ মাথা নাড়িলেন দেখিয়া এডিথ পুনরায় বলিলেন,—"একি, তবু মাথা নাড়িয়াই 'না' বলিতেছেন? বেশ, তবে আর কোন প্রশ্ন করিব না—আমিও বোবা সাজিতে জানি।"

এডিথের বিরক্তিভাজন হইলেন দেখিয়া কেনেথের প্রাণে অতিশয় যাতনা হইল, কিন্তু নিরুপায়—রাজার নিকট তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! তখন সেলাডিনের চিঠিখানা বাহির করিয়া রাজকুমারীর হাতে দিলেন। চিঠিখানা রাখিয়া দিয়া এডিথ্‌ পুনরায় বলিলেন,—"তবে দেখিতেছি একটা কাজের ভার লইয়া আসিয়াছেন—অন্ততঃ একটী কথাও বলুন।"

তবু কেনেথ্‌ নিরুত্তর! তখন রাজকুমারীর বাস্তবিকই রাগ হইল এবং বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! আমি এতগুলি কথা বলিলাম, আর আপনি একটা কথাও বলিতে পারিলেন না? তবে আর কেন, আপনি এখান হইতে প্রস্থান করুন। তবু যে দাঁড়াইয়া রহিলেন? এখনি চলিয়া যান।"

কেনেথ তখন সেলাডিনের চিঠিখানার দিকে তাকাইলেন। তাহা দেখিয়া এডিথ্‌ বলিলেন,—"ও, বুঝিতে পারিয়াছি। আমি চিঠির কথাটা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।—কর্ত্তব্যপরায়ণ ভৃত্য বোধ করি মনিবের চিঠির উত্তরের জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন।"

চিঠিখানি পড়িয়া এডিথ্ রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন,—"নাঃ, ইহা একেবারে অসহ্য! ক্রুজেডার দলে আপনি একজন অসমসাহসী যোদ্ধা; আপনাকে সেলাডিন্ যাদু করিয়া কি এমনি বশ করিয়াছেন যে আমার নিকট এরূপ একটা জঘন্য প্রস্তাব আনিতে আপনি সম্মত হইলেন? আপনার কি অপমানও বোধ হইল না? যাহা হউক বিধর্ম্মী কুকুরের ক্রীতদাসের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া কোন লাভ নাই!" এই বলিয়া এডিথ্ চিঠিখানা পদদলিত করিয়া বলিলেন,—"যান, আপনার যদি কথা বলিবার শক্তি ফিরিয়া আইসে তবে আপনার প্রভুকে বলিবেন যে, তাঁহার এই জঘন্য প্রস্তাবে আমি পদাঘাত করি।" এই বলিয়া এডিথ্ চলিয়া গেলেন।

তাঁবুর বাহির হইতে স্যার নেভিলও তখন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া কেনেথ্‌কে ডাকিলেন। অতিরিক্ত মনের উত্তেজনায় কেনেথ্ ক্লান্ত এবং দিশাহারা হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর যেন একেবারে বলহীন—টলিতে টলিতে তিনি স্যার নেভিলের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বলিখিত ঘটনার পরদিন প্রাতঃকালে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ্, রাজা রিচার্ডকে মন্ত্রণা-সভায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। রিচার্ড সভায় উপস্থিত হইলে পর ফিলিপ্ বলিলেন,—"ক্রুজেডার যোদ্ধাদের মধ্যে যেরূপ অপ্রণয় আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধে জয়লাভ করিবার

কোন আশা দেখিতে পাইতেছি না। এদিকে আমারও এখন ফ্রান্সে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন—শীঘ্রই আমাকে চলিয়া যাইতে হইবে।” রাজা রিচার্ড অনেক আপত্তি করিলেন কিন্তু কিছুতেই ফিলিপের মতের পরিবর্ত্তন হইল না।

তারপর অষ্ট্রিয়ার ডিউক এবং আরও অনেক ক্রুজেডার যোদ্ধা প্যালেষ্টাইন ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সকলেরই মুখে এক কথা—রাজা রিচার্ডের কর্ত্তৃত্বের জ্বালায় তাঁহারা ক্রুজেড্‌ যুদ্ধ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন!

অতিশয় ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া রাজা রিচার্ড সভা ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। মনের অবস্থা তাঁহার অত্যন্ত খারাপ, তাঁবুতে আসিয়া স্যার টমাস্‌কে বলিলেন,—“দেখিলে টমাস্‌! কেমন একটা ছলনা করিয়া সকলে চলিয়া যাইতেছেন? শুধু তাহা নহে, ইহার পর সকলে বলিবে যে, আমার দোষেই ক্রুজেড্‌ যুদ্ধটা পণ্ড হইয়া গেল!”

রাজার এইরূপ মনের অবস্থা দেখিয়া টমাস্‌-ডি-ভক্সের বড়ই চিন্তা হইল। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়ে রাজা সেলাডিনের নিকট হইতে একজন দূত আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দূত একজন মুসলমান আমীর—তাঁহার নাম আবদাল্লা। ইতিপূর্ব্বে তিনি সেলাডিনের দূত হইয়া অনেকবার রাজা রিচার্ডের নিকট আসিয়াছিলেন—রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কাউণ্ট্‌ মসেরার সঙ্গে রিচার্ডের নাইট্‌ কোথায় যুদ্ধ করিবেন, এবং তখন সকলকে কিরূপ নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে এই সমস্ত বিষয় আবদাল্লা রাজা রিচার্ডকে বলিলেন।

“যুদ্ধের জন্য মরুহীরক নামক স্থানটি স্থির করা হইয়াছে, রাজা

সেলাডিন্‌ই যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন করিবেন। গ্র্যাণ্ড্‌ মাষ্টার এবং অষ্ট্রিয়ার ডিউক এই দুইজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া মসেরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন এবং একশতজন অস্ত্রধারী অনুচরের অধিক লোক সঙ্গে আনিতে পারিবেন না। রাজা রিচার্ডও তাঁহার ভাই লর্ড সল্‌স্‌বারি এবং একশতজন অনুচর সঙ্গে লইয়া তাঁহার নাইটের পক্ষ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবেন। যাঁহারা তামাসা দেখিতে যাইবেন তাঁহারা তলোয়ার ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে লইতে পারিবেন না এবং তাঁহাদের শরীরে বর্ম্ম থাকিবে না।"

যুদ্ধের পূর্ব্বদিন প্রাতে কন্‌র‍্যাড্‌ তাঁহার সঙ্গীদিগকে লইয়া যাত্রা করিলেন। রাজা রিচার্ডও চলিলেন, কিন্তু পাছে উভয় দলের লোকদিগের মধ্যে পথে বিবাদ হয় এই ভাবিয়া তিনি অন্য পথে চলিলেন। বলা বাহুল্য যে রিচার্ডের সঙ্গে রাণী বিরেঙ্গেরিয়া এবং তাঁহার সহচরীগণও ছিলেন।

মরুহীরক স্থানটি কিছুদিন পূর্ব্বেও একেবারে জনশূন্য নীরব নিস্তব্ধ ছিল, রাজা সেলাডিন সেটাকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। ইংরাজ রাজা এবং যোদ্ধাদিগের জন্য সেখানে চারিদিকে শত শত সুন্দর তাঁবু খাটান হইয়াছে; সেলাডিন তাঁহার লোকজন লইয়া রিচার্ডের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে রাজা রিচার্ড আসিয়া উপস্থিত হইলে পর, সেলাডিন্‌ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—"মরুভূমিতে জল পাইলে যেমন মনে আনন্দ হয়, রাজা রিচার্ড! আপনাকে দেখিয়া আমার মনেও তেমনি আহ্লাদ হইয়াছে। আমার সঙ্গে এতগুলি অস্ত্রধারী লোক দেখিয়া আপনার মনে হয়ত

সন্দেহ হইতে পারে কিন্তু ইহারা সকলেই আমার পরিবারের ক্রীতদাস। আর আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবও অনেকে আছেন। দেখুন, আমরাও তলোয়ার ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র আনি নাই; বল্লম যাহা দেখিতেছেন সকলই ফলকশূন্য—শুধু সাজ-সজ্জার জন্যই আনা হইয়াছে।”

রাজা রিচার্ড বলিলেন,—“ভাই সেলাডিন্‌! আপনি যেখানে আছেন সেখানে সন্দেহ করিবার কিছুই থাকিতে পারে না।” তারপর রাজপরিবারের মহিলাদিগের পাল্কির দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন,—“আমিও কতকগুলি অস্ত্রধারী যোদ্ধা সঙ্গে আনিয়াছি—স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য এবং মধুর দৃষ্টিকে সাংঘাতিক অস্ত্রই বলিতে হইবে, কিন্তু সেটা ত আর রাখিয়া আসিবার উপায় নাই।”

রাজা সেলাডিন্‌ তৎক্ষণাৎ পাল্কির দিকে ফিরিয়া অবনত-মস্তকে রাণীকে সম্মান দেখাইলেন। রাজা রিচার্ড বলিলেন,—“এতটা দূরে থাকিয়া কেন ভাই, চলুন আরও নিকটে গিয়া দেখি—আপনাকে দেখিয়া রাণী একটুও ভয় পাইবেন না।”

সেলাডিন—সে কি কথা! ভদ্রমহিলার দিকে চাহিয়া দেখাটা অন্যায় মনে করি, আমি তা কি করিয়া করিব?

রাজা—আচ্ছা, তবে চুপিচুপি অন্য সময়ে হইবে এখন।

সেলাডিন্‌—তাহাতে লাভ কি হইবে? আপনার শেষ চিঠি পাইয়া ত আমার আশা ভরসা সব গিয়াছে। এখন তবে চলুন আপনার তাঁবুতে যাই।

রাজা রিচার্ডের তাঁবুতে আসিয়া সেলাডিন বারবার রাজার তলোয়ারটা দেখিতে লাগিলেন। সাধারণ তলোয়ার নহে, ছয় ফুট

দীর্ঘ—উভয় হস্ত ভিন্ন রাজা নিজেও সেটাকে চালাইতে পারেন না। তলোয়ারটী দেখিয়াই সেলাডিন্‌ বলিলেন,—"যুদ্ধের সময় স্বচক্ষে যদি না দেখিতাম তবে মনে করিতাম এ তলোয়ার চালান মানুষের কর্ম্ম নহে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে অনুগ্রহ করিয়া একটা কিছুতে আঘাত করিয়া তলোয়ারের ব্যবহারটা একটু দেখাইবেন কি ?"

রিচার্ড—অবশ্য দেখাইব !

নিকটেই প্রায় দেড় ইঞ্চি পুরু একটা লোহার ডাণ্ডা পড়িয়াছিল, দুই হাতে তলোয়ার ধরিয়া এমন ভীষণ এক আঘাত করিলেন যে ডাণ্ডাটি দুই ভাগ হইয়া গেল !

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সেলাডিন্‌ হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ ! এমন কাণ্ড ত দেখি নাই ! আমাদের মধ্যেও তলোয়ার খেলার অনেক কৌশল আছে বটে কিন্তু এরূপ অমানুষিক শক্তির কাছে সেটা অতি তুচ্ছ ! যাহা হউক, তবু আমার কৌশলটা রাজার নিকট নূতন মনে হইতে পারে।" এই বলিয়া সেলাডিন একটা রেশমের কুসন্‌ লইয়া মাটিতে খাড়া করিয়া রাখিলেন ; তারপর রাজাকে বলিলেন,—"আচ্ছা, এই কুসন্‌টাকে আপনি তলোয়ার দিয়া কাটিতে পারেন ?"

রাজা—অসম্ভব ব্যাপার ! এমন হালকা জিনিষ, ইহাতে যে আঘাতই বসিবে না, কাটা ত দূরের কথা !

সেলাডিন্‌—আচ্ছা, তবে দেখুন।

এই বলিয়া সেলাডিন্‌ আশ্চর্য্য কৌশলে এমন পরিষ্কার আঘাত করিলেন যে, মনে হইল যেন কুসন্‌টী আপনা হইতেই দুই ভাগ হইয়া গেল।

এই অদ্ভুত কৌশল দেখিয়া রাজা রিচার্ড বলিলেন,—"আপনি আঘাত করিতে যেমন নিপুণ, আপনার সেই হাকিমটী আবার আঘাত সারাইতেও তেমনি পটু। আচ্ছা, হাকিমটী এখানে আছেন কি? তাঁহার জন্য আমি কিছু উপহার আনিয়াছি।"

রাজার কথার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের নিমেষে সেলাডিন পাগড়ি খুলিয়া তুর্কি টুপি মাথায় দিলেন এবং গলার স্বর বদ্‌লাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"রোগী যতক্ষণ অসুস্থ থাকে ততক্ষণ চিকিৎসকের পায়ের শব্দ শুনিলেই তাহাকে চিনিতে পারে। কিন্তু অসুখ সারিয়া গেলে, তাহার মুখ দেখিয়াও চিনিতে পারে না।"

রাজা রিচার্ড একেবারে অবাক হইয়া গেলেন,—"কি আশ্চর্য্য! আপনিই যে দেখিতেছি তবে হাকিম! আপনি সেলাডিনই হাকিমের বেশে স্যার কেনেথ্‌কে বাঁচাইয়া আনিয়া আবার ক্রীতদাস সাজাইয়া তাঁহাকে আমার তাঁবুতে পাঠাইয়াছিলেন?"

সেলাডিন্‌—হাঁ, আপনি সবই সত্য বলিয়াছেন। কিন্তু স্যার কেনেথ্‌কে আবার ধরিয়াও ফেলিয়াছিলেন। আমি হাকিমের বেশে ধরা পড়ি নাই বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাঁহাকেও ধরিতে পারিবেন না।

রাজা—ধরিতে পারিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেটা শুধু ঈশ্বর-ইচ্ছায় বলিতে হইবে। (রাজা যে ক্রীতদাসের ক্ষত স্থানের রক্ত চুষিয়া নিয়াছিলেন বোধ করি সেই ঘটনা স্মরণ হওয়াতেই ঈশ্বর-ইচ্ছায় বলিলেন।) একবার যখন সন্দেহ হইল যে, নিগ্রোর রংটা স্বাভাবিক নহে—মাখান, তখন ধরা আর মুস্কিল কি? শুধু রংটা বাদ দিলে তাহার চেহারা আর শরীরের গঠন এসব ত আর ভুলিয়া যাই নাই; আচ্ছা, কাল সে আমার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবে ত?

সেলাডিন্‌—নিশ্চয়, তিনি ত প্রস্তুত হইয়াই আছেন।

রাজা—আচ্ছা, আপনি কে, সেটা সে জানে ?

সেলাডিন্‌- সেটা জানেন বই কি। আমার অভিপ্রায়টা যখন তাঁহাকে বলিলাম তখন বাধ্য হইয়া আমার পরিচয়টাও তাঁহাকে দিতে হইয়াছিল।

তারপর রাজা সেলাডিন্‌ রাণী ও তাঁহার সহচরীদিগের তাঁবু দেখাইয়া দিয়া রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং কাউণ্ট্‌ মসেরাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। সেলাডিনের মন অতিশয় মহৎ, কাউণ্ট্‌কে ততটা পছন্দ না করিলেও তাঁহার তাঁবুটীও রাজা রিচার্ডের তাঁবুর মত সুন্দর করিয়াই সাজাইয়াছিলেন।

সেলাডিন্‌ চলিয়া যাইবার পর রিচার্ড আহার করিতে বসিলেন। আহারের সময় সেলাডিনের দূত আবদাল্লা পুনরায় আসিয়া উপস্থিত। দূতের সহিত পরামর্শ করিয়া রিচার্ড স্থির করিলেন যে সেলাডিনই যুদ্ধের সময় মধ্যস্থ (আম্‌পায়ার) থাকিবেন; রিচার্ড ও অষ্ট্রিয়ার ডিউক্‌ লিওপোল্ড্‌ যোদ্ধা দুটার জামিন স্বরূপ উপস্থিত থাকিবেন।

দূত চলিয়া গেলে পর স্যার টমাস্‌ আসিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ! আপনার পক্ষ হইয়া কাল যিনি যুদ্ধ করিবেন, সেই যোদ্ধাটি আপনার সঙ্গে আজ রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে পারেন কিনা, জানিতে চাহেন।"

রাজা হাসিয়া উত্তর করিলেন—"তাহাকে তুমি দেখিয়াছ কি টমাস ? চিনিতে পারিলে কি ? তুমি যে যোদ্ধাটীকে বেশ ভালরকমই জান।"

টমাস্‌—মহারাজ! এ দেশে আসিয়া কত আশ্চর্য্য ঘটনা যে দেখিলাম—আমার মাথায় একেবারে গোল লাগিয়া গিয়াছে। স্যার কেনেথ্‌কে প্রথমটা আমি চিনিতে পারি নাই, কিন্তু তাহার কুকুরটা আমাকে চিনিতে পারিয়া আমার গা চাটিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

রাজা—দেখ টমাস্‌! এ সব যুদ্ধে কাহার কি হয়, বলা কঠিন। সেজন্য যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রত্যেক যোদ্ধা একজন পাদ্রির নিকট দোষ স্বীকার করিয়া থাকে—স্যার কেনেথেরও একজন পুরোহিতের প্রয়োজন।

টমাস্‌—পাদ্রি ত তিনি একজন পাইয়াছেন—যুদ্ধের সংবাদ জানিয়া এনগাদির সেই সন্ন্যাসীই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

রাজা—সেটা ভালই হইয়াছে। এখন কেনেথ্‌কে গিয়া বল যে সেণ্ট জর্জ্জের ঢিবিতে সে যে অপরাধ করিয়াছে, কাল মরু-হীরকের যুদ্ধে জিতিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করুক, তারপর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পরে যুদ্ধ হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চিম ধারে ঠিক মধ্যখানে রাজা সেলাডিনের জন্য বসিবার স্থান এবং তাহার ঠিক সম্মুখে পূর্ব্বধারে মঞ্চের উপর রাণী বীরেঙ্গেরিয়া এবং তাঁহার সহচরীদিগের জন্য বসিবার স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় জামিন দুইজন ঘোড়ায় চড়িয়া উপস্থিত থাকিবেন,

ক্ষেত্রের এক প্রান্তে কেনেথের জামিন রাজা রিচার্ডের লোক এবং অপর প্রান্তে কাউণ্ট্‌ মসেরার জামিন অষ্ট্রিয়ার ডিউকের লোক থাকিবে।

সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিক দর্শকে পূর্ণ যইয়া গেল। এ দিকে জামিন দুইজন, তাঁহাদের যোদ্ধা দুটী উপযুক্তরূপ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল কিনা, তাহার সন্ধান করিতে গেলেন।

গ্রাণ্ড্‌ মাষ্টার খুব প্রাতে উঠিয়া কাউণ্ট্‌ মসেরার তাঁবুতে গেলেন কিন্তু কাউণ্টের লোকেরা তাঁহাকে কিছুতেই তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিতে দিল না—গ্র্যাণ্ড্‌ মাষ্টার একেবারে অবাক্‌! তিনি খুব চটিয়া গিয়া বলিলেন, "হতভাগারা আমি কে তাহা জানিস্‌ ?"

চাকরেরা বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ হুজুর, খুবই জানি। কিন্তু আমাদের মনিব এখন একজন পাদ্রীর কাছে দোষ স্বীকার করিতেছেন—এখন আপনাকে তাঁবুর ভিতরে যাইতে দিতে পারি না।"

গ্রাণ্ড্‌ মাষ্টার—কাহার নিকট দোষ স্বীকার করিতেছেন ?

চাকরেরা উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, সেটা বলিবার হুকুম নাই।"

গ্র্যাণ্ডামাষ্টারের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি তখন একরকম বল প্রয়োগ করিয়াই তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিলেন। এদিকে মার্কুইস্‌ কন্‌র্যাড হাঁটু গাড়িয়া এনগাদির সন্ন্যাসীর নিকট সবে মাত্র দোষ স্বীকার করিতে আরম্ভ করিবেন, এমন সময় গ্রাণ্ড মাষ্টার সেখানে আসিয়া উপস্থিত! আসিয়াই বলিলেন—"একি মার্কুইস্‌! বড়ই লজ্জার কথা—আপনি হাঁটু গাড়িয়া কেন ?

উঠুন্‌ শীঘ্র, দোষ স্বীকার যদি করিতেই হয় তবে আমিই ত রহিয়াছি—আমার নিকট করুন।”

মার্কুইস্‌ কন্‌র্যাড বলিলেন,—সেটা ত অনেকবারই করিয়াছি। দোহাই ভগবানের! আপনি এখন এখান হইতে চলিয়া যান— এই সাধু লোকটীর কাছে অপরাধ স্বীকার করিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে মনটাকে নিশ্চিন্ত করিয়া লইব।”

গ্র্যাণ্ডমাষ্টার—বটে! এ লোকটা আমার চাইতে সাধু হইল কিসে?

তারপর সন্ন্যাসীকে বলিলেন,—“শীঘ্র এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, আমার নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট মার্কুইস্‌ দোষ স্বীকার করিবেন না।”

সন্ন্যাসী তখন কন্‌র্যাডকে জিজ্ঞাসা করিল,—“মার্কুইস্‌! আপনারও কি তাহাই মত?”

কন্‌র্যাড বলিলেন,—“আচ্ছা সন্ন্যাসী ঠাকুর! আপনি না হয় এখন একটু বাইরেই যান—ইহার পর আপনার সঙ্গে কথা হইবে।” সন্ন্যাসী তখন বিরক্ত হইয়া তাঁবু পরিত্যাগ করিল।

সন্ন্যাসী বাহির হইয়া গেলে পর গ্র্যাণ্ডমাষ্টার বলিলেন,—“আসুন তবে আর দেরী কেন? আপনার কি স্বীকার করিবার আছে এখনি করিয়া ফেলুন।”

কন্‌র্যাড্‌—না মহাশয়! আমি বরঞ্চ দোষ স্বীকার না করিয়াই মরিব, তবু ধর্ম্মের কাজ লইয়া ঠাট্টা তামাসা করিব না।

গ্র্যাণ্ড্‌মাষ্টার—না, না আপনি ও-রকম কথা বলিবেন না— উঠুন, এতটা অস্থির হইতেছেন কেন? ঘণ্টাখানেক পরেই ত

হয় যুদ্ধে জয়ী হইবেন, আর না হয় প্রকৃত যোদ্ধার মতই হার মানিবেন।

কন্‌র্যাড—চারিদিকেই সব অমঙ্গল দেখিতেছি। একটা কুকুরের নিকট শেষকালটায় ধরা পড়িয়া গেলাম! আবার দেখুন কোথা হইতে এই স্কট্‌ যোদ্ধাটী যেন ভূতের মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সত্যই অমঙ্গলের চিহ্ন!

গ্র্যাণ্ড্‌ মাষ্টার—আপনি মিছামিছি মন খারাপ করিবেন না—আপনার চাইতে ভাল যোদ্ধা ক্রুজেডার দলে কে আছে?

তারপর ভৃত্যদের বলিলেন,—"তোমরা কে আছ এখানে, শীঘ্র আসিয়া তোমাদের প্রভুকে যুদ্ধের সাজ পরাইয়া দাও।"

গ্র্যাণ্ড মাষ্টার মনে মনে ভাবিলেন,—"এ কাপুরুষটা দেখিতেছি শুধু ভয়ের জন্যই আজ হারিয়া যাইবে। সে যাহাই হউক, ইহাকে অন্য কাহারও নিকট দোষ স্বীকার করিতে দিলে আমার পাপের ভাগটা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া ফেলিবে।"

এদিকে যুদ্ধের সময় হইলে পর বিগল বাজিয়া উঠিল—যোদ্ধা দুটী অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন এবং ক্ষেত্রের দুই প্রান্তে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল পরেই রাজা সেলাডিন সঙ্কেত করিবামাত্র শত শত যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধা দুটী বল্লম বাগাইয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘোড়া ছুটাইলেন—ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে আসিয়া ভীষণ সংঘর্ষ হইল।

কন্‌র্যাডের বল্লম কেনেথের ঢালের মধ্যখানে লাগিয়া চূরমার হইয়া গেল! স্যার কেনেথের বল্লম কন্‌র্যাডের ঢাল ছিদ্র করিয়া

তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল—তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রাজা রিচার্ড, অষ্ট্রিয়ার ডিউক এবং সেলাডিন্‌ প্রভৃতি সকলেই তখন আহত কন্‌রাডের নিকটে আসিলেন। কেনেথ্‌ও ঘোড়া হইতে নামিয়া আসিলেন, এবং তলোয়ার হাতে লইয়া কন্‌র্যাড্‌কে বলিলেন,—"এখন তোমার অপরাধ স্বীকার কর!" তাড়াতাড়ি কন্‌র্যাডের হেল্‌মেট খুলিয়া দেওয়া হইল, তখন আকাশের দিকে তাকাইয়া কন্‌র্যাড বলিলেন,—"ভগবান্‌ ন্যায় বিচারই করিয়াছেন—আমিই অপরাধী। কিন্তু আমার অপেক্ষাও বিশ্বাসঘাতক লোক এখানে আছে। এখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একজন পুরোহিত ডাকিয়া দিন—মরিবার পূর্ব্বে আমার দোষ ত্রুটি সব স্বীকার করিতে চাই।"

রাজা রিচার্ড তখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া সেলাডিন্‌কে বলিলেন,—"ভাই সেলাডিন্‌; শীঘ্র আপনার সেই অব্যর্থ ঔষধ ট্যালিসম্যান্‌টী লইয়া আসুন—কন্‌র্যাড্‌কে বাঁচান। অন্ততঃ সে যাহাতে তাহার দোষ স্বীকার করিয়া মরিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন।"

সেলাডিন—আচ্ছা বেশ! লোকটা অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক হইলেও আমার ভাই রিচার্ডের অনুরোধই রাখিব।

তখন ভৃত্যদের বলিলেন—"কে আছিস্‌ এখানে, শীঘ্র ইহাকে আমার তাঁবুতে লইয়া চল্‌।"

সেই সময় গ্র্যাণ্ড মাষ্টার আপত্তি করিয়া বলিলেন,—"অষ্ট্রিয়ার ডিউক এবং আমার ইচ্ছা কন্‌র্যাড্‌কে আমাদের তাঁবুতে লইয়া যাইব।"

রিচার্ড অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তবে দেখিতেছি যে,

কন্‌র‍্যাডকে আমরা সুস্থ করি, সেটা মোটেই আপনাদের ইচ্ছা নহে।"

গ্রাণ্ডমাষ্টার একটু অপ্রস্তুত হইলেন বটে কিন্তু তখনই আবার সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—"না মহারাজ! সেরূপ কিছু বলিতেছি না। সেলাডিন্‌ অনুগ্রহ করিয়া আমার তাঁবুতে গিয়াই কন্‌রাডের চিকিৎসা করুন।"

তখন রিচার্ডের অনুরোধে সেলাডিন্‌ও অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন।

ইহার পর রাজা রিচার্ড স্যার কেনেথ্‌কে বলিলেন,—"নাইট্‌-অব-দি লেপার্ড! বীরত্বের প্রকৃত পুরস্কার মেয়েরাই দিতে পারেন; বীরপুরুষকে কি করিয়া সম্মান করিতে হয় সেটা তাঁহারাই বেশী জানেন। চলুন, আপনাকে রাণী এবং তাঁহার সহচরীদের নিকট লইয়া যাই।" তারপর সেলাডিন্‌কে বলিলেন, "ভাই সেলাডিন্‌! আপনাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। আপনার এই সমস্ত আদর-যত্নের দরুণ রাণী নিজে আপনাকে ধন্যবাদ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না।" রাজার এই নিমন্ত্রণ সেলাডিন্‌ রক্ষা করিতে পারিলেন না; কারণ, আহত কন্‌র‍্যাডের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য তখনই তাঁহাকে গ্র্যাণ্ড্‌মাষ্টারের তাঁবুতে যাইতে হইল।

এদিকে রাণীর যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার সময় হইবামাত্র বিগল বাজিয়া উঠিল। রাজা রিচার্ড ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন,—"রাণী এখন তাঁবুতে চলিয়া যাইবেন; চল শীঘ্র জয়ী বীরপুরুষকে তাঁহার নিকট লইয়া যাই।"

রাণীর সম্মুখে গিয়া কেনেথ্ হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাকে সম্মান করিলেন। রাজা রিচার্ড রাণীকে বলিলেন,—'বীরেঙ্গেরিয়া! তুমি নিজ হাতে ইঁহার স্পার্ (ঘোড়াকে চালাইবার জন্য জুতায় যে কাঁটা লাগান থাকে তাহা) খুলিয়া দাও। এডিথ্! তুমি উঁহার হেল্‌মেট্ খুলিয়া দাও।"

রাজার আদেশ মত উভয়ে তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। লজ্জায় এডিথের মুখ লাল হইয়া উঠিল—অনভ্যস্ত হস্তে অনেক চেষ্টার পর তিনি হেল্‌মেটের বাঁধন খুলিলেন—কেনেথের উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি বাহির হইয়া পড়িল।

তখন রিচার্ড বলিলেন,—"বীরেঙ্গেরিয়া! এডিথ্! ইঁহাকে দেখিয়া তোমাদের কি মনে হইতেছে? ইঁহার মুখখানা নিগ্রো ক্রীতদাসের মত মনে হইতেছে কি? না কি অজ্ঞাত-কুল-শীল যোদ্ধার মত মনে হয়? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। আজ হইতে ইঁহার ভিন্ন ভিন্ন ছদ্মবেশ দূর হইয়া গেল! তোমরা শুধু ইঁহার বীরত্বের জন্যই ইঁহাকে জানিতে, কিন্তু এখন ইনি মান-মর্য্যাদায়, কুলে-শীলে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি! এতদিনের এই অজ্ঞাত যোদ্ধা কেনেথ্ 'ডেভিড্, আরল্-অব্-হান্টিংডন'—ইনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের যুবরাজ!'

রাজার কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া রহিলেন। রাজা পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"হাঁ, আমি ঠিক কথাই বলিয়াছি। তোমাদের বোধ করি মনে আছে যে, আরল্ হান্টিংডন্‌কে ক্রুজেড্ যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য পাঠাইবেন বলিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া পরে সে কথা রাখেন নাই। এই মহৎ যুবক

যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পিতা কাজটা ভাল করিলে না, তখন তিনি জন কয়েক অনুচর মাত্র সঙ্গে লইয়া গোপনে ছদ্মবেশে সিসিলি সহরে আসিয়া, আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। আর একটু হইলেই ত আমি সর্ব্বনাশ করিয়াছিলাম! আচ্ছা, হান্টিংডন্‌! আমি যখন তোমার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়াছিলাম, তখন কেন তোমার পরিচয় দিলে না?"

হান্টিংডন্‌—প্রাণ বাঁচাইবার জন্য স্কট্‌লণ্ডের যুবরাজ বলিয়া পরিচয় দেওয়াটা আমার নিকট নিতান্ত ঘৃণিত বোধ হইয়াছিল! আর আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে ক্রুজেড্‌ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার পরিচয় দিব না। তারপর যখন প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল তখন বাধ্য হইয়াই এন্‌গাদির সন্ন্যাসীর নিকট সব স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

তখন রাণী বলিলেন,—"মহারাজ! স্যার কেনেথ্‌ যে স্কট্‌লণ্ডের যুবরাজ, সেটা আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?"

রাজা—ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি চিঠি আসিয়াছিল,—সেই চিঠি পড়িয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে, স্কট্‌লণ্ডের রাজা আমাদের তিন জন বড় লোককে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র নাকি আমাদের সঙ্গে আছে, আমরা যদি তাহার কোন অনিষ্ট করি সেজন্য তিনি সেই বড় লোক তিন জনকে জামিন স্বরূপ রাখিয়াছেন। এই চিঠি পড়িয়াই আমার মনে ধারণা হইয়াছিল যে, কেনেথ্‌ই স্কট্‌লণ্ডের যুবরাজ। যাক্‌ সে সব কথা, এখন এস দেখি এডিথ্‌! তোমার হাতখানি দাও। আর হান্টিংডন! তোমারও হাতখানি দাও।

রাজা রিচার্ড উভয়ের হাত একত্র করিয়া দিলেন।

পরদিন বিদায়ের সময় রাজা সেলাডিন বলিলেন,—"রাজা রিচার্ড! আমরা এখন উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে বিদায় লইব, হয় ত আর কোন দিন দেখা সাক্ষাৎ হইবে না। জেরুসালেম লাভ করিবার জন্য আপনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন—বড়ই দুঃখের বিষয় আপনাকে সেটি দিতে পারিলাম না। জেরুসালেম আপনাদের নিকট যেমন পবিত্র, আমাদের নিকটও ঠিক সেইরূপ পবিত্র। জেরুসালেম ভিন্ন আপনি যাহা চাহিবেন সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই দিব—চিরকালই দিব। কোন দিন যদি আপনি কেবল মাত্র দুইজন সঙ্গী লইয়াও এই মরুভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হন তখনও আমার নিকট তাহা পাইবেন।" এই বলিয়া রাজা সেলাডিন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাজা রিচার্ড তাঁবুতে ফিরিয়া আসিবার অল্পদিন পরেই স্কট্‌লণ্ডের যুবরাজের সহিত এডিথের বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহে স্কট্‌লণ্ডের যুবরাজকে সেলাডিন সেই অব্যর্থ ঔষধ "ট্যালিস্‌ম্যান্‌" উপহার দিয়াছিলেন। এই ট্যালিস্‌ম্যানের গুণে ইউরোপেও বহু লোক কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আরল্‌-অব-হাণ্টিংডন মৃত্যুকালে তাঁহার একজন সাহসী স্কট্‌ যোদ্ধা, স্যার সাইমন্‌ অব-দি-লিকে এই ট্যালিস্‌ম্যান্‌টী দান করেন। এখন পর্য্যন্ত নাকি স্যার সাইমনের পরিবারে এই ট্যালিস্‌ম্যান্‌ অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষিত আছে।

সমাপ্ত